सत्यमेव जयते

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইন, 1992-এর বাস্তবায়নের কার্যকারিতার উপর ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কার্যকলাপ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

2023 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 3

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইন, 1992-এর বাস্তবায়নের কার্যকারিতার উপর ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কার্যকলাপ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

2023 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 3

বিষয়সূচী

	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মুখবন্ধ		v
নির্বাহী সারাংশ		vii
প্রথম অধ্যায়		
ভূমিকা		
পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	1.1	1
74-তম সংবিধান সংশোধন	1.2	1
পশ্চিমবঙ্গে নগরায়নের প্রবণতা	1.3	2
পশ্চিমবঙ্গের পৌরসংস্থাগুলির রূপরেখা	1.4	2
পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো	1.5	4
পশ্চিমবঙ্গের পৌর অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো	1.5.1	4
পৌরসংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	1.5.2	5
দ্বিতীয় অধ্যায়		
নিরীক্ষা পরিকাঠামো		
নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ	2.1	7
নিরীক্ষার মানদণ্ড	2.2	7
নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি	2.3	8
স্বীকৃতি	2.4	10
নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের অধ্যায়সমূহ	2.5	10
তৃতীয় অধ্যায়		
চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি		
চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে রাজ্যস্তরের আইনের তুলনা	3.1	11
পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন এবং তাদের কার্যাবলী	3.2	16
পৌরসংস্থাগুলির উপর রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ক্ষমতা	3.3	23
পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া	3.4	25
রাজ্য নির্বাচন কমিশন	3.4.1	25
আসন সংরক্ষণ	3.4.2	25
পৌরসংস্থাগুলিতে নির্বাচন আয়োজন এবং বোর্ড গঠন	3.4.3	26
পৌরসভা/পৌরনিগম-এর গঠন	3.4.4	27
পৌরপ্রধান/মেয়র	3.4.5	28
ওয়ার্ড কমিটি	3.4.6	29
জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি	3.4.7	30
রাজ্য অর্থ কমিশন	3.4.8	33
হিসাব এবং নিরীক্ষা	3.4.9	34

মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস্ কমিটি	3.4.10	39
স্ট্যান্ডিং কমিটি	3.4.11	40
প্যারাস্ট্যাটাল এবং পৌর প্রশাসনে তাদের ভূমিকা	3.4.12	41
চতুর্থ অধ্যায়		
পৌরসংস্থাসমূহের আর্থিক সংস্থান		
পৌরসংস্থাগুলির রাজস্বের উৎস	4.1	45
পৌরসংস্থাগুলিতে তহবিল প্রবাহ	4.2	46
রাজ্য অর্থ কমিশনের (SFC) অনুদান	4.3	47
SFC অনুদানের স্বল্প প্রদান	4.3.1	47
SFC অনুদান প্রদানে বিলম্ব	4.3.2	48
কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন (CFC)	4.4	49
পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব	4.5	51
মোট প্রাপ্তির তুলনায় পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্বের অপর্যাপ্ততা	4.5.1	51
সম্পত্তি কর	4.5.2	52
যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি এবং পশুর উপর কর	4.5.3	58
বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি	4.5.4	59
বাজার থেকে ভাড়া	4.5.5	60
পেশা, বাণিজ্য এবং জীবিকার তালিকাভুক্তিকরণের শংসাপত্রের জন্য ফি	4.5.6	61
পৌরসংস্থাগুলির অন্যান্য রাজস্বের উৎস	4.5.7	61
বাজেট প্রাক্কলন	4.6	63
বাজেট প্রস্তুতি	4.6.1	63
বেসিক সার্ভিসেস ফর আরবান পুওর ফান্ড গঠন	4.6.2	63
পৌরসংস্থা দ্বারা ব্যয়	4.7	64
পঞ্চম অধ্যায়		
মানব সম্পদ		
রাজ্যে পৌরসংস্থাগুলির কর্মী বিন্যাস	5.1	65
পৌরসংস্থাগুলিতে মানব সম্পদ নিয়োগ	5.2	67
পৌরসংস্থাগুলিতে শূন্যপদ এবং জনপ্রতি কর্মীসংখ্যা	5.3	67
ষষ্ঠ অধ্যায়		
হস্তান্তরিত কার্যাবলীর সম্পাদনে দক্ষতা		
জল সরবরাহ	6.1	71
পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা জল সরবরাহের কার্যকারিতা	6.1.1	71
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	6.2	79
পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের কার্যকারিতা	6.2.1	80
স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য	6.3	91
পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি কার্য বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	6.3.1	91
জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলীর কার্যকারিতা	6.3.2	96

পরিশিষ্টসমূহ			
পরিশিষ্ট সংখ্যা	**বিষয়**	**অনুচ্ছেদ সংখ্যা**	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
পরিশিষ্ট-1	সংবিধানের দ্বাদশ তফসিলে নথিভুক্ত 18টি কার্যাবলীর তালিকা যা পৌরসংস্থাগুলিকে হস্তান্তর করতে হবে	1.2	101
পরিশিষ্ট-2	নিরীক্ষিত সংস্থার তালিকা	2.3	102
পরিশিষ্ট-3	ELA-র নিকট জমা না হওয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণ (31/3/2021 পর্যন্ত)	3.4.9.1	104
পরিশিষ্ট-4	নমুনা পরীক্ষিত 27টি পৌরসংস্থায় মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস্ কমিটির (MACs) গঠন	3.4.10	108
পরিশিষ্ট-5	2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ পর্যন্ত 11টি পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের সমাপন স্থিতি এবং চলতি আর্থিক বছরের প্রারম্ভিক স্থিতির মধ্যে পার্থক্য	4.5.2.1 (i)	110
পরিশিষ্ট-6	2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে 17টি পৌরসংস্থা দ্বারা সংগৃহীত সুদ	4.5.2.1 (iii)	111
পরিশিষ্ট-7	পঁচিশটি পৌরসংস্থাতে সাধারণ মূল্যায়নে বিলম্ব	4.5.2.3	114
পরিশিষ্ট-8	2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ পর্যন্ত 23টি পৌরসংস্থা দ্বারা সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি	4.5.4.1	115
পরিশিষ্ট-9	পৌরসংস্থাগুলির অন্যান্য রাজস্বের উৎস	4.5.7	119
পরিশিষ্ট-10	31 মার্চ 2023 পর্যন্ত পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা ফি এবং চার্জের পরিমার্জন	4.5.7	120
পরিশিষ্ট-11	একটি পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভাগসমূহ	5.1	121
পরিশিষ্ট-12	UPHC-র ক্ষেত্রে অনুমোদিত কর্মীসংখ্যার সাপেক্ষে স্থায়ী/অস্থায়ী মেডিক্যাল অফিসার, কর্মী নার্স, ANM, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং ফার্মাসিস্টের প্রকৃত কর্মীসংখ্যার বিশদ বিবরণ	6.3.2.2	124

মুখবন্ধ

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993; কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980; হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980 এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন, 2006, এর অধীনে পৌরসংস্থাগুলির নিরীক্ষা সংক্রান্ত এই প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে, 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে '74-তম সংবিধান সংশোধন আইন বাস্তবায়নের কার্যকারিতা' সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ নিরীক্ষার বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে।

নিরীক্ষাটি ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের দ্বারা জারি করা নিরীক্ষার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়েছে।

বাংলা প্রতিবেদনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে প্রমান হিসাবে ধরতে হবে।

নির্বাহী সারাংশ

নির্বাহী সারাংশ

1993 সালের 1 জুন কার্যকর হওয়া 74-তম সংবিধান সংশোধন গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য একটি সুস্পষ্ট আদেশ প্রদান করে এবং দেশের শহরাঞ্চলগুলিতে তৃণমূল পর্যায়ে, স্ব-শাসিত স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে, গণতন্ত্র উপস্থাপন করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করার প্রচেষ্টা করে। এটি পৌরসংস্থাগুলিকে সংবিধানের 12-তম তফসিলে তালিকাভুক্ত 18টি কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রদান করে।

2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল 9.13 কোটি যার মধ্যে 2.91 কোটি (31.87 শতাংশ) শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং রাজ্যের 125টি পৌরসংস্থার অধীনস্থ অঞ্চলে 1.66 কোটি বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসংস্থাগুলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি, জনস্বাস্থ্য সমস্যা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মতো একাধিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে, পৌরসংস্থাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কারণ এই সমস্যাগুলির বেশিরভাগই স্থানীয় স্তরে খুব ভালোভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি স্তরে পৌরসংস্থাগুলিকে তাদের জনসংখ্যা, জনঘনত্ব এবং পেশা বিন্যাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকার কার্য, তহবিল এবং কার্যনির্বাহক হস্তান্তর দ্বারা সমর্থিত একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করে পৌরসংস্থাগুলিকে পর্যাপ্তভাবে ক্ষমতায়িত করেছে কিনা; পৌরসংস্থাগুলিও সন্তোষজনকভাবে তাদের কাছে অর্পিত পরিষেবাগুলি প্রদান করতে সক্ষম কিনা এবং কর ও অন্যান্য রাজস্ব উৎসের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

পৌরসংস্থায় হস্তান্তরিত 18টি কাজের মধ্যে, অগ্নিনির্বাপণ সম্পর্কিত কাজটি পৌরসংস্থাকে হস্তান্তর করা হয়নি। অবশিষ্ট 17টি কাজের মধ্যে 15টি কাজের ক্ষেত্রে, পৌরসংস্থার প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের সাথে সমাপতিত ভূমিকা ছিল; একটি কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির ন্যূনতম ভূমিকা ছিল এবং একটি কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলি একাকী দায়বদ্ধ ছিল।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নিয়মিত নির্বাচন এবং নাগরিক কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 109টি পৌরসংস্থায় নির্বাচন মুলতুবি ছয় মাস থেকে 32 মাস পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এইভাবে নির্বাচন সংগঠন না করা/মুলতুবি করার ফলে পৌরসংস্থাগুলি CFC অনুদানের জন্য অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়।

পৌরসংস্থাগুলির ফলপ্রসূ কার্যকারিতার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন কমিটি গঠন, সমস্ত ক্ষেত্রে সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষায় যদিও দেখা গেছে যে, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থা খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি, মাত্র ছয়টি পৌরসংস্থা বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

একশ ঊনিশটি পৌরসংস্থাতে বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত এবং জমা দেওয়া বাকী থাকা পরিলক্ষিত হয় যা আর্থিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগের উদ্রেক করে। রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনে বিলম্ব এবং রাজ্য অর্থ কমিশন এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানে বিলম্ব পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ইহা পরিলক্ষিত হয় যে পৌরসংস্থার নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আদায় কম ছিল এবং তারা তাদের কাজের জন্য অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। পৌরসংস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পত্তি কর বকেয়া ছিল। নমুনা নিরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য আইনে বাধ্যতামূলক সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ করেনি।

পর্যাপ্ত এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী চালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষায় দেখা গেছে 1995 সালে পৌরসংস্থাগুলির কর্মীদের সর্বশেষ মূল্যায়ন করা হয়েছিল, যদিও বিগত 27 বছরে পরিষেবা প্রদানের পরিধি এবং নাগরিক জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি 2019 থেকে পৌরসংস্থার সমস্ত শ্রেণির কর্মীদের নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, কিন্তু এখনও পৌরসংস্থাগুলিতে প্রচুর সংখ্যক শূন্যপদ বিদ্যমান আছে।

74-তম সাংবিধানিক সংশোধনী দ্বারা সংযোজিত 12-তম তফসিলে 18টি কাজের মধ্যে জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পৌরসংস্থাকে অর্পণ করার জন্য বিবেচিত হয়। পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলিতেও পৌরসংস্থার উপর এই কার্যগুলির হস্তান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, 27টি নমুনা নিরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে 17টি পৌরসংস্থা সম্পূর্ণ/ আংশিকভাবে জল সরবরাহের জন্য প্যারাস্ট্যাটালের উপর নির্ভরশীল ছিল; জল সরবরাহে পাঁচটি পৌরসংস্থার কোনো ভূমিকা ছিল না; তাদের মধ্যে চারটি পৌরসংস্থা প্যারাস্ট্যাটালের উপর নির্ভরশীল ছিল; এবং, একটি পৌরসংস্থায় নাগরিকরা জল সরবরাহের জন্য শুধুমাত্র নলকূপের উপর নির্ভরশীল ছিল। কেবলমাত্র একটি পৌরসংস্থা মাথাপিছু 135 লিটার জল সরবরাহের মাপকাঠি অর্জন করেছে কিন্তু নমুনা নিরীক্ষিত কোন পৌরসংস্থাই 100 শতাংশ গৃহ সংযোগ এবং 24 ঘন্টা জল সরবরাহ প্রদানের মাপকাঠি অর্জন করতে পারেনি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, SUDA দ্বারা নিয়োজিত সংস্থাগুলির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া, এই পরিকল্পনাগুলি পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়নি। কার্যকর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উৎসে কঠিন বর্জ্যের পৃথকীকরণ এবং পৃথকীকৃত কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি করা অপরিহার্য। নিরীক্ষায় দেখা গেছে, 27টির মধ্যে 14টি পৌরসংস্থা উৎসে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেনি এবং চারটি পৌরসংস্থা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ বাস্তবায়ন করেনি। ছয়টি পৌরসংস্থার নিজস্ব ডাম্পিং সাইট বা স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইট ছিল না এবং 27টি পৌরসংস্থার মধ্যে মাত্র চারটি পৌরসংস্থায় কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা ছিল।

পয়ঃনিষ্কাশন ও নিকাশির ক্ষেত্রে, চারটি পৌরসংস্থায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে, পৌরসংস্থার মধ্যে, শুধুমাত্র *কলকাতা* পৌরনিগমে একটি কার্যকরী ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল, বাকি পৌরসংস্থা নর্দমার নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল ছিল। 20টি পৌরসংস্থার, পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি নেটওয়ার্ক/নিকাশিগুলি নদী বা খালে নিষ্কাশন করে এবং এই পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে মাত্র সাতটি পৌরসংস্থায় তাদের পৌর এলাকায় STP ছিল।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে, নিরীক্ষায় সুপারিশ করা হয়েছে যে :

- *যে 17টি কার্য আংশিকভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে অথবা একেবারেই হস্তান্তরিত করা হয়নি সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিসরে পৌরসংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরিত করা সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে*
- *রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শ করে, সরকার যথাযথ সময়ে পৌরসংস্থাগুলির নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে*
- *আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাতে নাগরিকদের তৃণমূল স্তরের অগ্রাধিকারগুলি পৌরসংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করা যায়*
- *সমন্বিত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য সরকার জেলা পরিকল্পনা কমিটির গঠন ও ফলপ্রসূ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে*

- পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার কৌশলগত এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে
- সরকার SFC গঠন করতে পারে এবং তাদের সুপারিশ সময়মত বাস্তবায়ন করতে পারে
- পৌরসংস্থা দ্বারা বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করার এবং বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক (ELA) দ্বারা নিরীক্ষার জন্য সময়মতো বার্ষিক আর্থিক বিবরণ জমা দেওয়ার জন্য সরকার একরূপ সময়কাল নির্ধারণ করতে পারে
- সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে যাতে পৌরসংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে
- সরকার নিশ্চিত করতে পারে যে প্রতি বছর যাতে MAC গঠন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ) নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়মিত সভা করা হয়
- SFC এবং CFC-র অনুদান সময়মত প্রদান করা যেতে পারে
- হস্তান্তর সম্পর্কিত SFC-র সুপারিশ, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিসরে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে
- পৌরসংস্থা, সম্পত্তি কর থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নিতে পারে
- সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে যাতে পৌরসংস্থার সম্পত্তির মূল্যায়ন সময়মত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করার সময়, সম্পত্তির অবমূল্যায়ন এড়াতে, রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা মূল্য বিবেচনায় নেওয়া হয়
- পৌরসংস্থাগুলিকে সরকারি বিভাগগুলির সাথে উহাদের প্রদত্ত পরিষেবাগুলির প্রদানের পরিসর এবং ফলস্বরূপ আরোপিত ও আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জের পরিমাণ নির্ধারনের জন্য আলোচনার সূচনা করার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে
- পৌরসংস্থাগুলি তাদের দ্বারা আরোপিত হার/ফি সময় অন্তর পরিমার্জন করা সুনিশ্চিত করতে পারে
- পৌরসংস্থা তাদের তহবিলের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট প্রস্তুত করতে পারে
- সমস্ত পৌরসংস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে BSUP তহবিল গঠন করা উচিত এবং এতে নিয়মিত অবদান রাখতে হবে, যাতে শহুরে দরিদ্রদের পাশাপাশি বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের সাধারণ পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা যায়
- পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের সংগ্রহের দক্ষতাকে শক্তিশালী করতে সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি অন্বেষন করতে পারে এবং তাদের রাজস্ব ব্যয় মেটাতে বকেয়া আদায়ের জন্য তারা সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে
- ক্রমবর্ধমান নাগরিক জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে পৌরসংস্থাগুলিকে সক্ষম করার জন্য পৌরসংস্থার কর্মী প্রয়োজনীয়তার একটি পেশাদার মূল্যায়ন গ্রহণ করা যেতে পারে
- সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পৌরসংস্থাগুলিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে
- জল সরববাহ প্রকল্পের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষন এবং প্যারাস্ট্যাটাল/অন্যান্য বিভাগের

কাছ থেকে জল সরববাহ প্রকল্প অধিগ্রহণে সক্ষম করে তোলার জন্য সরকার পৌরসংস্থাকে যথাযথ অর্থ ও কর্মী প্রদান করতে পারে

- নাগরিকদের সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে ও সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক অর্জন করতে সরকার নিয়মিত নজরদারি ব্যবস্থা চালু করতে পারে
- বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী পৌরসংস্থা, গার্হস্থ্য ও অ-গার্হস্থ্য উভয় উপভোক্তাদের থেকে জল সরবরাহের জন্য ফি আরোপ ও আদায় করতে পারে। জল ব্যবহারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে জলের ফি আদায় ও নিজস্ব উৎসের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে পৌরসংস্থা জল সরবরাহের জন্য মিটার সংযুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে পারে
- পৌরসংস্থাগুলি বর্জ্য উৎপাদন কমাতে এবং উৎসে 100 শতাংশ বর্জ্য পৃথকীকরণ অর্জনের পাশাপাশি পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে
- পৌরসংস্থাগুলি প্রতি গৃহ থেকেই 100 শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং এই প্রচেষ্টায় বর্জ্য উত্তোলনকারী/স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সংযুক্ত করতে পারে
- পৌরসংস্থাগুলি উপবিধি তৈরি এবং গ্রহণ করতে পারে এবং বর্জ্য উৎপাদকের থেকে ব্যবহার্য ফি ধার্য ও আদায় করতে পারে
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌরসংস্থাগুলিকে পর্যাপ্ত তহবিল এবং লোকবল দ্বারা বলীয়ান করা যেতে পারে
- সরকার পৌরসংস্থার সক্রিয় যোগদান সহ STP নির্মাণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে পারে
- পৌরসংস্থাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ গ্রহণ করতে পারে এবং সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক অনুসারে 100 শতাংশ বাড়ির পয়ঃপ্রণালি সংযোগ নিশ্চিত করতে পারে
- সরকার নিশ্চিত করতে পারে যে পৌরসংস্থাগুলিতে সমস্ত UPHC ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ সঠিকভাবে কাজ করছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তারা NUHM প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিযুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে, 125টি পৌরসংস্থা (ULB) আছে যেগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের (UD&MAD) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পৌরপ্রশাসনের ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু প্যারাস্ট্যাটাল এবং সংস্থা কাজ করে। এই অধ্যায়ে রাজ্যের পৌরসংস্থাসমূহের রেখাচিত্র এবং তাদের কাঠামো, নগরায়নের ধারা এবং UD&MAD-র সাংগাঠনিক কাঠামো আলোচিত হয়েছে।

1.1 পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গে পৌরপ্রশাসনের ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরানো, যখন 1726 সালের সনদ দ্বারা ক্যালকাটা কর্পোরেশন গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 1876 সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কনসলিডেশন অ্যাক্ট দ্বারা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বর্তমানে *কলকাতা* পৌরনিগম) 1876 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর[1] দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু পৌরপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 1850 থেকে বিভিন্ন সময়ে পৌর প্রশাসন[2] সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। 74-তম সংবিধান সংশোধনী প্রবর্তনের আগে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পৌরসভা বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট 1932 দ্বারা, *কলকাতা* পৌরনিগম, কলকাতা পৌরনিগম আইন 1980 দ্বারা; *হাওড়া* পৌরনিগম, হাওড়া পৌরনিগম আইন 1980 দ্বারা এবং *চন্দননগর* পৌরনিগম, চন্দননগর পৌরনিগম আইন, 1955[3] দ্বারা পরিচালিত হত।

1.2 74-তম সংবিধান সংশোধন

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইন (74-তম CAA), 1992, 1 জুন 1993-এ কার্যকর হয়েছিল, যা পার্ট IX-A (পৌরসভার জন্য) প্রবর্তন করেছিল যা পৌরসভার সাথে সংশ্লিষ্ট। আইনটি পৌরসংস্থাগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেছিল। 74-তম CAA-এর 243W নং অনুচ্ছেদ পৌরসংস্থাগুলিকে স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে এবং ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের বিধান তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য রাজ্য আইনসভাগুলিকে আইন প্রণয়ন করার অনুমোদন দিয়েছে। 74-তম CAA, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, তিন ধরণের পৌরসংস্থা গঠনের জন্য প্রস্তাব দেয় যেমন (i) পৌরনিগম, বড় নগর এলাকার জন্য (ii) পৌর পরিষদ, ছোট নগর এলাকার জন্য এবং (iii) নগর পঞ্চায়েত, গ্রামীণ এলাকা থেকে নগর এলাকায় রূপান্তরিত এলাকার জন্য।

সংবিধানের দ্বাদশ তফসিল, পৌরসংস্থাগুলিকে অর্পণ করার জন্য 18টি কার্যাবলী নির্ধারণ করেছে যা ***পরিশিষ্ট-1*** এ তালিকাভুক্ত করা আছে। দ্বাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত 18টি কাজের মধ্যে, অগ্নি নির্বাপন ব্যতীত 17টি কাজ রাজ্য আইন দ্বারা পৌরসংস্থায় হস্তান্তর করা হয়েছিল।

---

1 *উৎস- পশ্চিমবঙ্গের পৌর পরিসংখ্যান (2013-14), ফলিত অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

2 *1850 সালের আইন XXVI, 1856 সালের আইন XX, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট 1884, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, 1951 ইত্যাদি।*

3 *চন্দননগর পৌরনিগম আইন, 1990 22 সেপ্টেম্বর 1993 এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং চন্দননগর পৌরনিগম আইন, 1955 বাতিল করা হয়েছিল; আসানসোল এবং শিলিগুড়ি পৌরনিগম গঠন সংক্রান্ত আইন যথাক্রমে আসানসোল পৌরনিগম আইন, 1990 এবং শিলিগুড়ি পৌরনিগম আইন, 1990, 15 সেপ্টেম্বর 1993-এ প্রকাশিত হয়েছিল; দুর্গাপুর পৌরনিগম আইন, 1994, 1 অক্টোবর 1996-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 18 জুন 2015 থেকে বিধাননগর পৌরনিগম গঠিত হয়েছিল।*

1.3 পশ্চিমবঙ্গে নগরায়নের প্রবণতা

2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার (9.13 কোটি) মধ্যে 2.91 কোটি (31.87 শতাংশ) শহরাঞ্চলে বসবাস করে। 2001-2011 দশকে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 29.72 শতাংশ। 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা 9.81 কোটি যার মধ্যে নগরের জনসংখ্যা হল 3.53 কোটি (35.98 শতাংশ)[4]। 2011 থেকে 2021 এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে শহুরে জনসংখ্যার দশকব্যাপী বৃদ্ধির হার হল 21.31 শতাংশ। 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলির আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী প্রকৃত জনসংখ্যা ছিল 1.66 কোটি[5]।

পশ্চিমবঙ্গের পৌর অঞ্চলগুলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি থেকে শুরু করে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে, পৌরসংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কারণ এই সমস্যাগুলির অধিকাংশই স্থানীয় পর্যায়ে সুচারুভাবে ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে।

1.4 পশ্চিমবঙ্গের পৌরসংস্থাগুলির রূপরেখা

31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের 23টি জেলায় (*কলকাতা* সহ) মোট 125টি পৌরসংস্থা রয়েছে। 125টি পৌরসংস্থার মধ্যে, 7টি পৌরনিগম, 115টি পৌরসভা এবং 3টি প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি (NAA)[6] রয়েছে। 125টি পৌরসংস্থাতে সর্বমোট 2,947টি ওয়ার্ড রয়েছে। রাজ্যে পৌরসংস্থার শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি **সারণি 1.1**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 1.1 : পশ্চিমবঙ্গে পৌরসংস্থার শ্রেণিবিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার শ্রেণিবিভাগ	শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি
1.	**পৌরনিগম**[7]	যেকোন এক বা একাধিক পৌর এলাকা একত্রে, বা ব্যতীত, যেকোন রেলওয়ে স্টেশন, যেকোন গ্রাম পঞ্চায়েত জমির এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম, বা ভবনের আশেপাশে যার (i) জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম নয়, (ii) প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব 3,000 এর কম নয়, এবং (iii) যেখানে পেশাগতভাবে প্রাপ্তবয়স্কের জনসংখ্যা তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি প্রধানত কৃষি ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত এবং কর ও অন্যান্য সূত্র থেকে নগর নিগমের আয় উহার কার্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে।

4 *উৎস- রিপোর্ট অফ দ্য টেকনিক্যাল গ্রুপ অন পপুলেশন প্রোজেকশনস্, জুলাই 2020, জনসংখ্যা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার*

5 *2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে, 'শহুরে জনসংখ্যা' হল পৌরসংস্থার পাশাপাশি অন্যান্য শহুরে ইউনিট, যেমন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টাউন পঞ্চায়েত ইত্যাদিতে বসবাসকারী লোকজন।*

6 *পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993 এর 2(41A) নং ধারার সাপেক্ষে ভারতীয় সংবিধানের 243Q অনুচ্ছেদের সংজ্ঞায়িত কোনো পরিবর্তনশীল এলাকার, অর্থাৎ গ্রামীন থেকে নাগরিক এলাকায় পরিবর্তিত হচ্ছে এমন এলাকার প্রশাসক কর্তৃপক্ষ হল নগর পঞ্চায়েত বা প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (NAA)।*

7 *পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন, 2006-এ উল্লিখিত পৌরনিগম গঠনের উপরোক্ত মানদণ্ডগুলি কলকাতা পৌরনিগম এবং হাওড়া পৌরনিগম ব্যতীত অন্যান্য পৌরনিগম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলি তাদের নিজ নিজ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।*

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার শ্রেণিবিভাগ	শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি
2.	**পৌরসভা**	সংলগ্ন যেকোন রেলওয়ে স্টেশন, গ্রাম, জমি বা ভবন সহ একত্রে বা এগুলি ব্যতীত কোন একটি নগর যার- (i) জনসংখ্যা 30,000-এর কম নয়। (ii) প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব 750 জনের কম নয়, এবং (iii) যেখানে পেশাগতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি প্রধানত কৃষি ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত এবং কর ও অন্যান্য সূত্র থেকে পৌরসভার আয় উহার কার্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে। **পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993-এর 3 নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকারের পার্বত্য অঞ্চলের যে কোনও এলাকাকে পৌর এলাকা হিসাবে গঠন করার জন্য পৃথক শর্ত নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে।**
3.	**প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (NAA)**	(i) কোনো নগরায়িত এলাকা যা অবিলম্বে একটি পৌর এলাকা গঠনের শর্ত পূরণ করে না, অথবা (ii) কোনো এলাকা যা একটি নতুন উন্নয়নশীল শহরে গঠিত, অথবা (iii) একটি এলাকা যেখানে নতুন শিল্প স্থাপন করা হয়েছে বা করা হচ্ছে। একটি এলাকা যেখানে নতুন শিল্প স্থাপন করা হয়েছে বা করা হচ্ছে।

(উৎস: সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ)

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 7নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সহ পৌরসভাগুলিকে শেষ পূর্ববর্তী আদমশুমারির জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেনীতে (**সারণি 1.2**) শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারণি 1.2: শ্রেণি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পৌরসংস্থাগুলির (পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) সংখ্যা

গোষ্ঠী/শ্রেণি	প্রয়োজনীয় মানদণ্ড	গোষ্ঠী/শ্রেণির অন্তর্গত পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-এর সংখ্যা
এ	পৌর এলাকার জনসংখ্যা 2,15,000 এর উপরে	14
বি	পৌর এলাকার জনসংখ্যা 1,70,000 এর বেশি কিন্তু 2,15,000 এর বেশি নয়	7
সি	পৌর এলাকার জনসংখ্যা 85,000 এর বেশি কিন্তু 1,70,000 এর বেশি নয়	34
ডি	পৌর এলাকার জনসংখ্যা 35,000 এর বেশি কিন্তু 85,000 এর বেশি নয়	39
ই	পৌর এলাকার জনসংখ্যা 35,000 এর বেশি নয়	24
মোট		**118**

(উৎস: নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ দ্বারা পেশ করা তথ্য)

উত্তর 24 পরগণা জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক পৌরসংস্থা রয়েছে (27টি পৌরসংস্থা; একটি পৌরনিগম এবং 26টি পৌরসভা), যেখানে *আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম* এবং *কালিম্পং* জেলায় প্রতিটিতে একটি করে পৌরসংস্থা রয়েছে। পৌরসংস্থা ছাড়াও, তিনটি শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ রয়েছে, নবদিগন্ত শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ (NDITA), গোল্ডেন সিটি শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ এবং সেক্টর-VI শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ। শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষগুলিও পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনটি শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষের মধ্যে বর্তমানে শুধুমাত্র নবদিগন্ত শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ (NDITA) স্থানীয় হিসাব পরীক্ষক (ELA) দ্বারা নিরীক্ষিত হয়। অবশিষ্ট দুটি শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষ এখনও

স্থানীয় হিসাব পরীক্ষক (ELA) দ্বারা নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়নি। নবদিগন্ত শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষের (NDITA) সম্পত্তি কর ধার্য ও সংগ্রহ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন, জল সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু এখানে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। NDITA সদস্যদের মধ্য থেকে রাজ্য সরকার দ্বারা চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত পৌরসভাগুলি[৪] অর্থাৎ যে অঞ্চলগুলি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA) আইন, 2011-র 2 নং ধারার উপধারা (o) তে নির্দিষ্ট করা আছে সেইসব পৌরসভাগুলি পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

1.5 পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো

1.5.1 পশ্চিমবঙ্গের পৌর অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো

নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের (UD&MAD) উপর পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পৌরসংস্থাকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের শীর্ষে একজন প্রধান সচিব থাকেন যিনি বিভাগের সাথে সাথে স্থানীয় সংস্থার অধিকার (DLB), পৌর প্রযুক্তি অধিকার (MED), পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ (WBVB), রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির বিভিন্ন কার্যাবলি দেখাশোনা করেন।

নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো নিচের **চার্ট 1.1**-এ দেওয়া হয়েছে-

চার্ট 1.1 : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

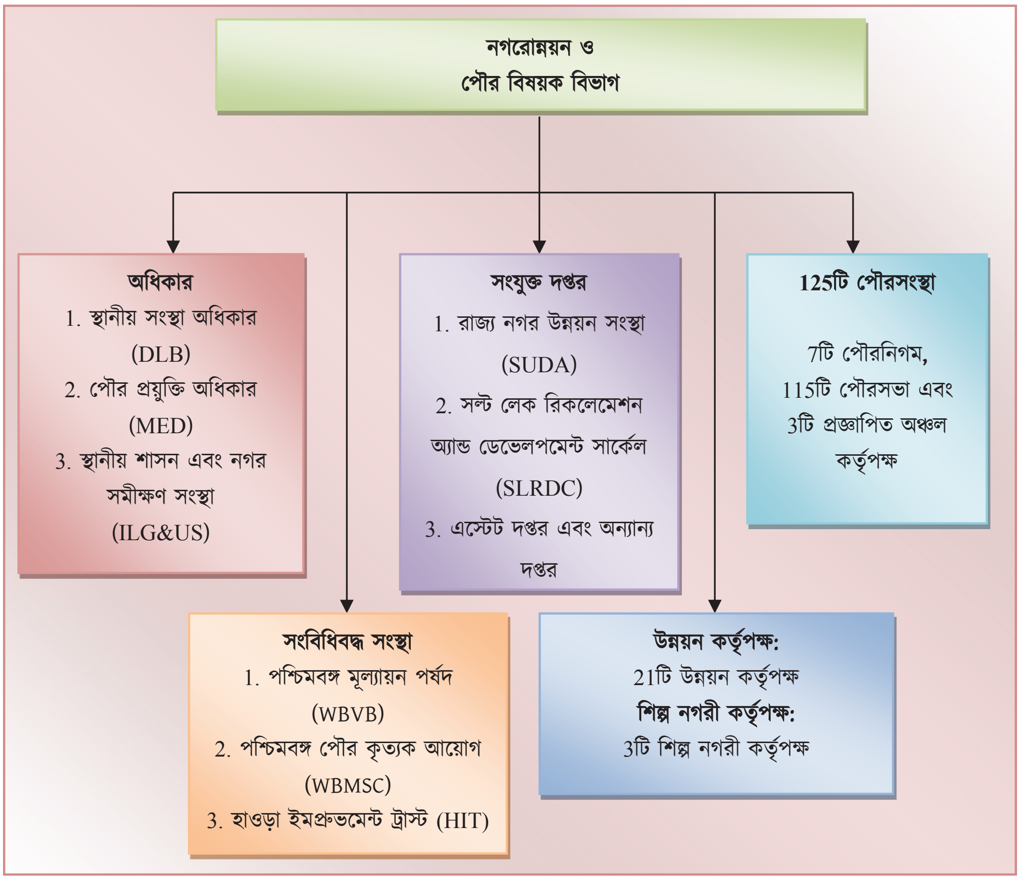

8 চারটি পৌরসংস্থা- দার্জিলিং পৌরসভা, কার্শিয়ং পৌরসভা, কালিম্পং পৌরসভা এবং মিরিক প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ।

নগর প্রশাসনে প্যারাস্ট্যাটাল হিসাবে যে সব অধিকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সংযুক্ত দপ্তর এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা আছে সেগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

1.5.2 পৌরসংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

পৌরসংস্থার নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান (পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষর ক্ষেত্রে)/মেয়র (পৌরনিগমের ক্ষেত্রে) যিনি পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের (BoC)[9] সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত। চেয়ারম্যান/মেয়র পৌরপ্রধান পরিষদ[10]/মেয়র পরিষদ[11]-এর সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন, যারা পৌরসংস্থার পরিচালনার জন্য দায়ী। পৌরসভার সকল নির্বাহী ক্ষমতা পৌরপ্রধান পরিষদ/মেয়র পরিষদ-এর উপর ন্যস্ত।

চেয়ারম্যান/মেয়রের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, নির্বাহী আধিকারিক (পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে)/মহাধ্যক্ষ (পৌরনিগমের ক্ষেত্রে) পৌরসংস্থার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক হিসেবে কাজ করেন। নির্বাহী আধিকারিক/মহাধ্যক্ষ সেইসব ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করেন যেগুলি রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে তাঁদের অবহিত করে।

পৌরনিগমের সাংগঠনিক কাঠামো বিভিন্ন নিগমের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। নীচের **চার্ট 1.2**-এ একটি দৃষ্টান্তমূলক কাঠামো দেওয়া হয়েছে।

চার্ট 1.2: একটি পৌরনিগমের সাংগঠনিক কাঠামো

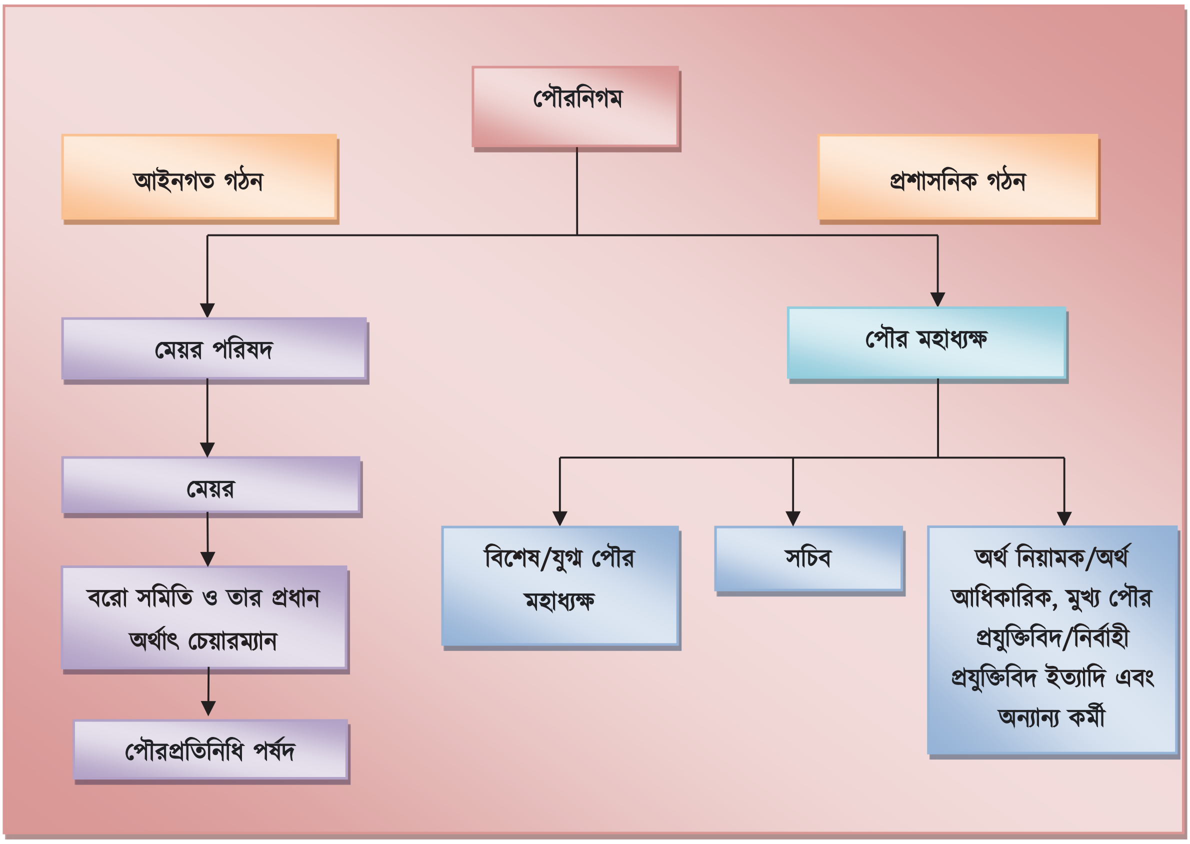

9 পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ পৌরসভা/পৌরনিগমের সমস্ত ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্বকারী পৌরপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।
10 চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে পৌরপ্রধান পরিষদ গঠিত।
11 মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মেয়র পরিষদ গঠিত।

পৌরসভা/প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ-

চার্ট 1.3: পৌরসভা/প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো

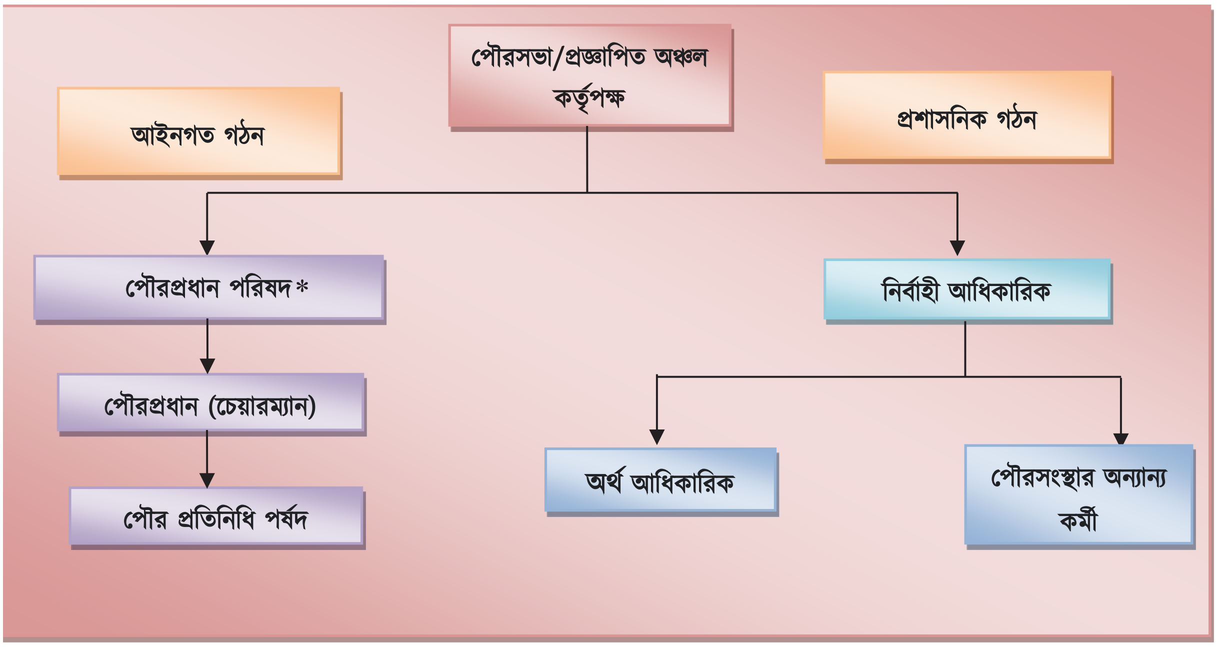

**পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993 এর 15 নং ধারা অনুযায়ী ডি শ্রেণি এবং ই শ্রেণির পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী চেয়ারম্যান কর্তৃক পরীক্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়।*

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993 এর 22 নং ধারা অনুসারে, তিন লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যাযুক্ত প্রতিটি পৌরসভার ওয়ার্ডগুলিকে সর্বাধিক পাঁচটি বরোতে ভাগ করতে পারে। একটি বরো কমপক্ষে ছয়টি সংলগ্ন ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 11 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 11 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 22 নং ধারাতেও বরো গঠনের জন্য আদেশ রয়েছে। উপরোক্ত আইন অনুযায়ী প্রতিটি বরোর জন্য একটি বরো কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বরো কমিটির সদস্য হন এবং নিজেদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান (যিনি পৌরপ্রধান পরিষদ/মেয়র পরিষদের সদস্য নন) নির্বাচন করেন। বরো কমিটি পৌরসংস্থা দ্বারা নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করে। পৌরসংস্থাগুলি ওয়ার্ড স্তরে পৌরপ্রতিনিধির সভাপতিত্বে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরীক্ষা পরিকাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরীক্ষা পরিকাঠামো

এই কার্যকলাপের নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল পৌরসংস্থাগুলি তহবিল, কার্যাবলী এবং কার্যনির্বাহকদের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারের কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং 74-তম সংবিধান অনুসারে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা এবং 74-তম সংবিধান সংশোধন আইন, 1992 (74-তম CAA) কার্যকরভাবে রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এই অধ্যায়ে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, যে আইন/বিধিগুলি থেকে নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি গৃহীত হয়েছে, নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

2.1 নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

কার্যকলাপের নিরীক্ষার (PA) মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মূল্যায়ন করা:

- রাজ্য সরকার কর্তৃক পৌরসংস্থাগুলিকে যথোপযুক্তভাবে পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে সময়সীমাবদ্ধ, সাশ্রয়ী এবং স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বনে তাদের কার্য/দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে কিনা;
- হস্তান্তরিত কার্যাবলীর কার্যকারিতা;
- পৌরসংস্থাগুলিকে ন্যস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থানসহ যথাযথ সংস্থান অধিগত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল কিনা।

2.2 নিরীক্ষার মানদণ্ড

কার্যকলাপের নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে:

(i) 74-তম সংবিধান সংশোধন আইন, 1992

(ii) কলকাতা পৌরনিগম (KMC) আইন, 1980

(iii) হাওড়া পৌরনিগম (HMC) আইন, 1980

(iv) পশ্চিমবঙ্গ পৌর (WBM) আইন, 1993

(v) পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম (WBMC) আইন, 2006

(vi) ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট) অ্যাক্ট, 1979

(vii) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, 1994

(viii) পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, 1994

(ix) ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড (WBVB) অ্যাক্ট, 1978

(x) ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি (DM) অ্যাক্ট,1994

(xi) ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি (MPC) অ্যাক্ট, 1994

(xii) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন (MSC) অ্যাক্ট, 2018

(xiii) পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অর্থ এবং হিসাবরক্ষণ) বিধি, 1999

(xiv) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িস (রিক্রুটমেন্ট) রুলস্, 2005

(xv) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানস্ (রিসার্ভেশন অফ সিটস্) রুলস্, 1994

(xvi) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (ওয়ার্ড কমিটি) রুলস্, 2001

(xvii) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (বিল্ডিং) রুলস্, 2007

(xviii) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস, 2009

(xix) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসি্প্যালিটিস্ (প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ্ বিজনেস) রুলস, 1995

(xx) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, 2016

(xxi) ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রিস্ (প্রোটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন ইন নন-ফরেস্ট এরিয়াস) অ্যাক্ট, 2006

(xxii) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্লাম এরিয়াস (ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স) অ্যাক্ট, 1972

(xxiii) ক্যালকাটা বারিয়াল বোর্ডস্ অ্যাক্ট, 1881

(xxiv) প্রিভেনশন অফ্ ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস্ অ্যাক্ট, 1960

(xxv) ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান স্ট্রীট ভেন্ডরস্ (প্রটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং) রুলস, 2018

(xxvi) ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্ট, 1950

(xxvii) ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট, 1973

(xxviii) অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল ফর আরবান লোকাল বডিস্ জানুয়ারি 2006, পূর্ববর্তী চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, UD&MA বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রণীত

(xxix) ন্যাশনাল আরবান হেল্থ মিশন (NUHM) এর নির্দেশিকা

(xxx) কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন এবং রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন

(xxxi) রাজ্য অর্থ কমিশনের গঠন এবং অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট (ATR), পৌরসভার কর্মীদের নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে জারি করা রাজ্য সরকারের আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার এবং নির্দেশিকা।

2.3 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

এপ্রিল 2015 থেকে মার্চ 2021 অর্থবর্ষের জন্য কার্যকলাপের নিরীক্ষা কোভিড মহামারীর জন্য ব্যহত হয় ও দুটি ধাপে, জানুয়ারী 2021 থেকে মার্চ 2021 এবং জুলাই 2021 থেকে ফেব্রুয়ারি 2022-এ সম্পাদিত হয়েছিল। 125টি পৌরসংস্থার মধ্যে, 14টি জেলায় অবস্থিত 26টি পৌরসংস্থা, পৌরসংস্থার প্রতিটি স্তর (স্ট্র্যাটা) থেকে জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী (আদমশুমারি 2011) স্ট্র্যাটিফায়েড সিম্পল র‍্যানডম স্যাম্পলিং-এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিল। এছাড়াও, *কলকাতা* পৌরনিগম (KMC) রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় কার্যকলাপের নিরীক্ষার জন্য এটি নির্বাচিত হয়েছিল।

পৌরসংস্থা ছাড়াও, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ, রাজ্য সরকারের অন্যান্য আটটি বিভাগ, পাঁচটি সংস্থা (দুটি অধিকার, দুটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং একটি নগর উন্নয়ন সংস্থা) এবং নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের অধীনে চারটি কর্তৃপক্ষ/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, 14 টি জেলায় জেলা পরিকল্পনা কমিটির (DPC) কার্যালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে 14টি জেলার চিফ্ মেডিকল অফিসার অফ হেল্থ (CMOH) কার্যালয়গুলিও কার্যকলাপের নিরীক্ষার আওতায় ছিল।

কার্যকলাপের নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত 27টি পৌরসংস্থা এবং অন্যান্য নিরীক্ষা সংস্থার তালিকা ***পরিশিষ্ট-2*** এ দেওয়া হয়েছে। জেলাভিত্তিক নির্বাচিত পৌরসংস্থার **চার্ট 2.1**-এ দেওয়া আছে।

চার্ট 2.1: কার্যকলাপ নিরীক্ষার জন্য জেলা ভিত্তিক পৌরসংস্থার তালিকা

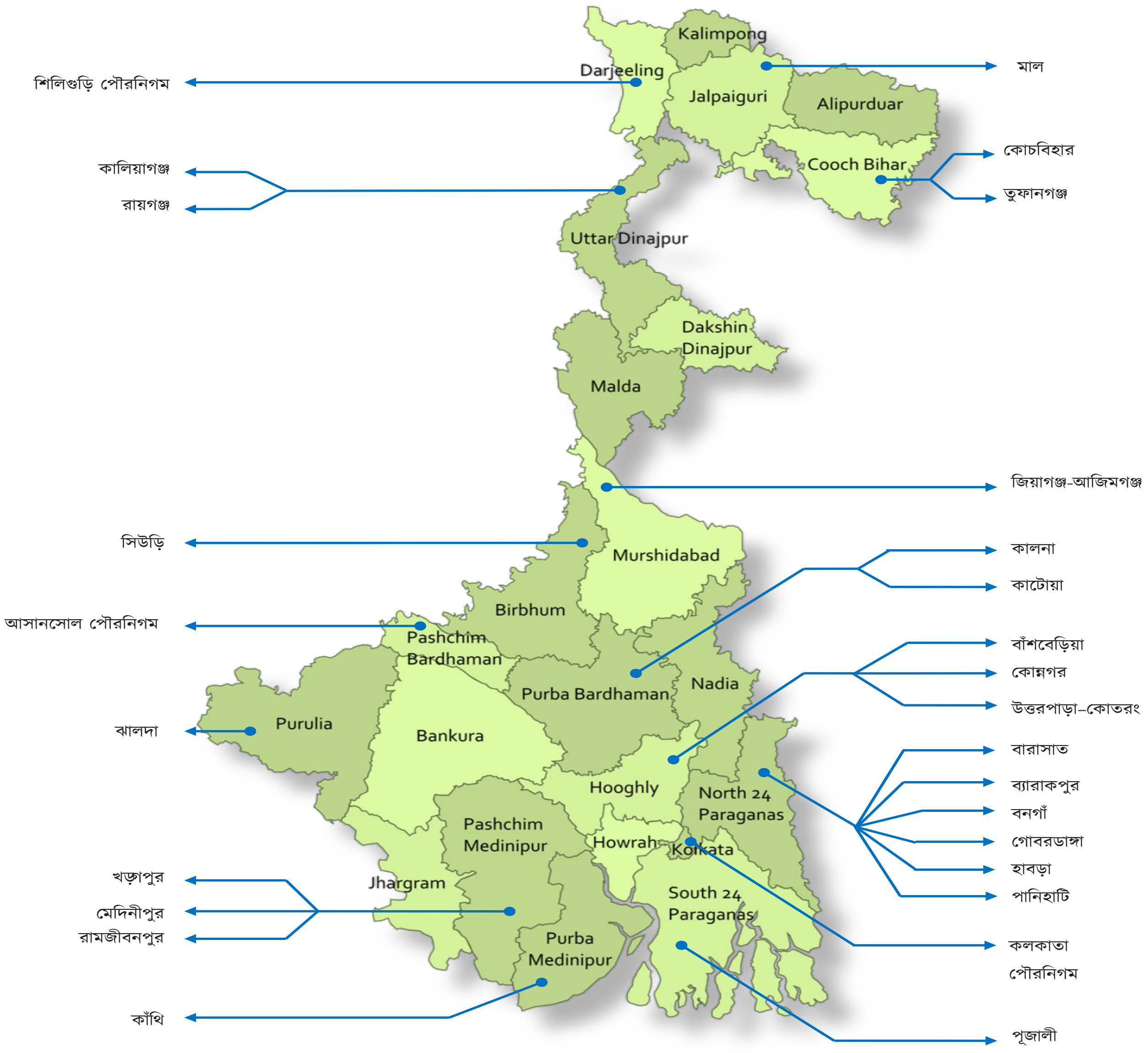

12-তম তফসিলে উল্লিখিত 18টি কাজের মধ্যে কার্যকলাপ নিরীক্ষায় নিম্নলিখিত পাঁচটি কাজ বিশদ অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

- সম্পত্তি কর
- জল সরবরাহ
- জল কর/চার্জ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি

সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, অন্য নির্বাচিত কাজ গুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নগরোন্নয়ন এবং পৌরবিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচিত পৌরসংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে 21 সেপ্টেম্বর 2021-এ একটি এন্ট্রি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে নিরীক্ষা পরিধি, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং মানদণ্ড ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। খসড়া কার্যকলাপের নিরীক্ষা

প্রতিবেদনটি 21 সেপ্টেম্বর 2022-এ বিভাগে প্রেরিত হয়েছিল। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, উপসংহার এবং সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভাগের প্রধান সচিবের সাথে 28 অক্টোবর 2022-এ এক্সিট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভাগ কর্তৃক প্রদেয় মতামতগুলি প্রাসঙ্গিক জায়গায় যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

2.4 স্বীকৃতি

নিরীক্ষা, কার্যকলাপের নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য UD&MA বিভাগ এবং ঐ বিভাগের অধীনস্থ অধিকার ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহ (DLB, MED, SUDA, WBVB, WBMSC) কর্তৃপক্ষ/ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ADDA, MDA, NDITA, SJDA); পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য বিভাগ; এবং পৌরসংস্থাগুলি **(*পরিশিষ্ট-2*)** কর্তৃক প্রসারিত সহযোগিতা ও সহায়তার প্রাপ্তি স্বীকার করে।

2.5 নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের অধ্যায়সমূহ

কার্য, তহবিল এবং হস্তান্তরিত কার্যের অবস্থা সম্পর্কিত নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে:

তৃতীয় অধ্যায়- চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি

চতুর্থ অধ্যায়- পৌরসংস্থাসমূহের আর্থিক সংস্থান

পঞ্চম অধ্যায়- মানব সম্পদ

ষষ্ঠ অধ্যায়- হস্তান্তরিত কার্যাবলীর সম্পাদন দক্ষতা

তৃতীয় অধ্যায়

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি

তৃতীয় অধ্যায়

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা প্রবর্তিত 243Q থেকে 243ZG নং অনুচ্ছেদের দ্বারা পৌরসংস্থাগুলিকে হস্তান্তরিত কার্যাবলী সহ স্বশাসিত স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা পালনে সক্ষম হওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে রাজ্য আইনে উপযুক্ত বিধান প্রবর্তনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার তৎকালীন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, 1932 প্রত্যাহার করে 31 মে 1994 সালে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993 কার্যকর করে। কলকাতা পৌরনিগম আইন 1980 এবং হাওড়া পৌরনিগম আইন 1980 ইতিমধ্যেই কার্যকর ছিল। পৌরনিগমগুলির (*কলকাতা* এবং *হাওড়া* বাদে অন্যান্য) নিয়ন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন, 2006, 29 মে 2008 সালে কার্যকর হয় ও শিলিগুড়ি পৌরনিগম আইন 1990, আসানসোল পৌরনিগম আইন 1990, চন্দননগর পৌরনিগম আইন 1990 এবং দুর্গাপুর পৌরনিগম আইন 1994 গুলিকে প্রতিস্থাপিত করে।

এই অধ্যায়ে 74-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে রাজ্যস্তরের আইনের তুলনা, রাজ্য আইনের দ্বারা পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন এবং 74-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে মান্যতা উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও রাজ্য আইনগুলিতে 12-তম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত 18টি কাজের হস্তান্তরের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে, পৌরসংস্থাগুলিকে কেবলমাত্র একটি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির ভূমিকা ছিল সমাপতিত অথবা ন্যূনতম এবং একটি কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির কোন ভূমিকাই ছিল না। প্রশাসক অথবা প্রশাসক পর্ষদের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি, পৌরনির্বাচন সংঘটনে দেরি, ওয়ার্ড কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠন না করা, জেলা পরিকল্পনা কমিটি (DPC) গঠন ও কার্যকর না করা, রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC) গঠনে বিলম্ব, পৌরসংস্থাগুলির বার্ষিক আর্থিক বিবরণ তৈরী ও জমা না করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা না করা প্রভৃতি বিষয়গুলিও পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য না পাওয়ায় কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি (KMPC)-র বর্তমান অবস্থা এবং প্যারাস্ট্যাটালগুলির ভূমিকা নিরীক্ষায় বিশ্লেষণ করা যায়নি।

3.1 চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে রাজ্যস্তরের আইনের তুলনা

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইন, 1992-এর 243W নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে স্বশাসিত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পনের জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্পর্কিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য রাজ্য আইনসভাকে আইন প্রণয়নে ক্ষমতা দেওয়া হয়। 74-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে রাজ্যস্তরের আইনের একটি তুলনা **সারণি 3.1** এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 3.1: চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির সাথে রাজ্যস্তরের আইনের তুলনা

ভারতীয় সংবিধানের বিধান	সংবিধানে উল্লিখিত আবশ্যিক শর্ত	রাজ্য আইনের বিধান
অনুচ্ছেদ 243Q	**পৌরসংস্থাগুলির গঠন:** তিন ধরনের পৌরসংস্থার সংস্থান করে-রূপান্তরশীল এলাকার জন্য শহুরে পঞ্চায়েত, তুলনামূলক ছোট শহুরে এলাকার জন্য পৌরসভা এবং বড় শহুরে এলাকার জন্য পৌরনিগম।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 2(21) নং এবং 3 থেকে 5 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 2(6) নং এবং 3 থেকে 5 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 2(18) নং এবং 3 থেকে 10 নং ধারা **পৌরসভা:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 2(38A) নং এবং 3 থেকে 13 নং ধারা **প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (নগর পঞ্চায়েত):** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 2(41A) নং এবং 378, 379 এবং 381 নং ধারা **পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993 এর 3 নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের কোন এলাকাকে কোন পৌরসংস্থা হিসাবে গঠন করার জন্য রাজ্য সরকারের পৃথক শর্ত নির্ধারন করার ক্ষমতা আছে।**
অনুচ্ছেদ 243R	**পৌরসংস্থাগুলির গঠন:** একটি পৌরসংস্থার সব আসনগুলি সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এবং সরকার দ্বারা মনোনীত পৌরপ্রশাসনে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা পূরণ করতে হবে। রাজ্য আইনসভা আইন প্রনয়ন করে যেসব বিধায়ক ও সাংসদের নির্বাচনী এলাকা পৌরসংস্থার আওতাভুক্ত এবং যেসব রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার বিধিবদ্ধ ভোটার, তাদের পৌরসংস্থায় প্রতিনিধিত্বের বিধান নিশ্চিত করতে পারে।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 5 এবং 50 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5 এবং 30 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 10 থেকে 12 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 13, 26 এবং 28 নং ধারা যেসব বিধায়ক ও সাংসদের নির্বাচনী এলাকা পৌরসংস্থার আওতাভুক্ত এবং যেসব রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার বিধিবদ্ধ ভোটার, তাদের পৌরসংস্থায় প্রতিনিধিত্বের বিধান রাজ্য আইনে অনুপস্থিত। যদিও, কলকাতা পৌরনিগম আইনের 13 নং ধারা মেয়রের সাম্মানিক প্রসঙ্গে নির্দেশ করে যে মেয়র একইসাথে সাংসদ বা বিধায়কের পদেও থাকতে পারেন।
অনুচ্ছেদ 243S	**ওয়ার্ড কমিটির গঠন করা ও গঠনকাঠামো:** তিন লক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট সব পৌরসংস্থায় ওয়ার্ড কমিটি গঠনের বিধান আছে।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 11A নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 11A নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 23 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 23 নং ধারা
অনুচ্ছেদ 243T	**আসন সংরক্ষন:** প্রত্যক্ষ নির্বাচনে তফশিলি জাতি/ তফশিলি উপজাতি, মহিলা এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে।	পৌরসভা ও কলকাতা পৌরনিগম সহ পৌরনিগমের নির্বাচন বিষয়ক পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন 1994-এর 29 নং ধারা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনস (রিসার্ভেসন অফ সিটস) রুলস, 1994-এ এর বিধান আছে।

ভারতীয় সংবিধানের বিধান	সংবিধানে উল্লিখিত আবশ্যিক শর্ত	রাজ্য আইনের বিধান
অনুচ্ছেদ 243U	**পৌর কর্তৃপক্ষের মেয়াদকাল:** পৌরসভার প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর অবধি সময়কাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে এবং মেয়াদপূর্তির ছয় মাসের মধ্যে পুনর্নির্বাচন করতে হবে।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 81 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5 এবং 40 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 11 এবং 13 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 14 এবং 21A নং ধারা হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5(4) নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইনের 11(4) নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 14(4) নং ধারার বিধান অনুসারে, পাঁচ বছরের মেয়াদকালের পূর্তির আগে যদি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হয়, মেয়াদকাল শেষ হলে পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হবে এবং পৌরকর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিযুক্ত প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদরূপে অভিহিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকবে।
অনুচ্ছেদ 243V	**সদস্যপদ বাতিল হওয়া:** কোন ব্যক্তির পৌরসংস্থার সদস্যপদ বাতিল হবে যদি- • তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার নির্বাচন সংক্রান্ত চালু কোন আইনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। • যদি তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার বলবৎ করা কোন আইনের সাপেক্ষে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 61 এবং 61A নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 40A নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 14 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 21B নং ধারা উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইনের 30 এবং 35 নং ধারাতে সদস্যপদ বাতিলের সব শর্ত বিস্তারিত হয়েছে।
অনুচ্ছেদ 243W	**পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব:** সব পৌরসভাগুলিকে কার্যকরী স্বশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করার এবং 12-তম তফসিলে নথিভুক্ত সব দায়িত্ব গুলি পালন করতে সক্ষম হওয়ার উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 29, 30, 210B এবং 445 নং ধারা ও অধ্যায় XIX, XX, XXA, XXII, XXIIIA, XXIV, XXVII এবং XXVIII। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 87 এবং 226A নং ধারা ও অধ্যায় X, XIA, XIIA, XIII, XIV এবং XVIII । • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 96S, 96T, 97, 98, 244, 257, 332, 333, 402 এবং 402A নং ধারা ও অধ্যায় XI, XIII, XV, XVI, XVIII এবং XX। **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 63, 64, 95B, 167, 194 এবং 297 নং ধারা ও অধ্যায় XXIV, XXIVA, XVI, XVII, XVIII, XVIIIA, XIX এবং XXIII। (12-তম তফসিলে নথিভুক্ত কার্যাবলী নির্বাহের সাথে সম্পর্কিত ধারা এবং অধ্যায়গুলি যা **অনুচ্ছেদ 3.2** এবং **সারণি 3.2**-এ বর্ণিত হয়েছে।)

ভারতীয় সংবিধানের বিধান	সংবিধানে উল্লিখিত আবশ্যিক শর্ত	রাজ্য আইনের বিধান
অনুচ্ছেদ 243X	**পৌরসভাগুলির কর আরোপ করার ক্ষমতা এবং তহবিল:** • পৌরসভাগুলিকে কর, ফি, ডিউটি ইত্যাদি আরোপ ও আদায় করার ক্ষমতা দিতে হবে। • অর্থ জমা ও অর্থ উত্তোলনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক তহবিল গঠন। • রাজ্য সরকার কর্তৃক পৌরসভাগুলিকে প্রদেয় অনুদান সহায়তা।	❑ **কর, ফি, ডিউটি ইত্যাদি আরোপ ও আদায় করার ক্ষমতা** **পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 131, 170, 199, 204, 210, 210A, 210B, 211, 212, 213, 217, 234, 237, 239, 248, 265, 307, 331, 355, 392, 393, 400, 430, 450C, 469, 499, 521, 543 এবং 610 নং ধারা। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 60, 87, 87A, 88, 88B, 102 এবং 220 নং ধারা। • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 69, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 133 141, 310 এবং 384 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 93, 94, 94A, 95, 95A, 95B, 97, 100, 117, 118, 276 এবং 440 নং ধারা ❑ **পৌরসভা কর্তৃক অর্থ জমা এবং তোলার জন্য তহবিল গঠন** **পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 119 এবং 124 নং ধারা। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 55 এবং 56 নং ধারা। • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 62 এবং 63 নং ধারা। **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 67 এবং 69 নং ধারা ❑ **রাজ্য সরকার কর্তৃক পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদেয় অনুদান সহায়তা** **পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 120, 121, 122, 123, 123A এবং 123B নং ধারা। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 60A নং ধারা। • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 70 নং ধারা। **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 71 নং ধারা।
অনুচ্ছেদ 243Y	**অর্থ কমিশন:** রাজ্য সরকার অর্থ কমিশন গঠন করবে- • পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা এবং অর্থনৈতিক স্থিতির উন্নতিসাধনে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য। • পৌরসভাগুলিকে বরাদ্দ এবং পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, ফি, টোল এবং ডিউটি নির্ধারণ এবং রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য ও পৌরসভার মধ্যে আদায়ীকৃত অর্থের বন্টনের জন্য। • রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে পৌরসংস্থাগুলিকে রাজ্য কর্তৃক তহবিল বরাদ্দের জন্য।	কলকাতা পৌরনিগম আইনের 123B নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 55A নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 62A নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 70A নং ধারার বিধান অনুযায়ী নাগরিক দরিদ্র জনগোষ্ঠির পরিষেবার জন্য পৌরসংস্থাগুলিতে নন-ল্যাপসেবেল বেসিক সার্ভিসেস ফর্ আরবান পুওর ফান্ড নামের পৃথক তহবিল সৃষ্টি করতে হবে এবং রাজ্য অর্থ কমিশন থেকে ওই তহবিলে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। **পৌর প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজ্য আইনে রাজ্য আইনে পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা, আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য পদক্ষেপ করা, পৌরসংস্থাগুলিকে বরাদ্দ এবং পৌরসংস্থা কর্তৃক আরোপিত কর, ফি, টোল এবং ডিউটি নির্ধারণ এবং রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য ও পৌরসংস্থার মধ্যে আদায়ীকৃত অর্থের বন্টন করা, রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে পৌরসংস্থাগুলিকে রাজ্য কর্তৃক তহবিল বরাদ্দ করার কোন বিধান নেই।**

ভারতীয় সংবিধানের বিধান	সংবিধানে উল্লিখিত আবশ্যিক শর্ত	রাজ্য আইনের বিধান
অনুচ্ছেদ 243Z	**পৌরসংস্থাগুলির হিসাবের নিরীক্ষা:** পৌরসভা কর্তৃক হিসাবরক্ষণ এবং হিসাবের নিরীক্ষার বিধান।	❒ **হিসাবরক্ষণ** **পৌরনিগম**: • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 155 নং ধারা এবং হাওড়া পৌরনিগম আইনের 73 নং ধারাতে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ধরণে ও উপায়ে সব আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষণের কথা বলা হয়েছে। • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 83 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে অর্থ আধিকারিক পৌরনিগমগুলির হিসাব রক্ষণ করবেন। **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ**: • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 84 নং ধারা ❒ **নিরীক্ষা** **পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 156 থেকে 159 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে পৌরনিগমের হিসাবের নিরীক্ষা অর্থাৎ অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা পৌরনিগমের মুখ্য পৌর নিরীক্ষক করবেন। উক্ত আইনের 160 নং ধারাতে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা হিসাবের নিরীক্ষা হবে বলে উল্লেখ আছে। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 74 থেকে 76 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে পৌরনিগমের হিসাবের নিরীক্ষা অর্থাৎ অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা পৌরনিগমের মুখ্য নিরীক্ষক করবেন। উক্ত আইনের 77 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক হিসাবের নিরীক্ষা করবেন। • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 84 থেকে 86 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে পৌরনিগমের হিসাবের নিরীক্ষা অর্থাৎ অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা পৌরনিগমের মুখ্য নিরীক্ষক করবেন। উক্ত আইনের 87 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক হিসাবের নিরীক্ষা করবেন। **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ**: • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 86 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক হিসাবের নিরীক্ষা করবেন।
অনুচ্ছেদ 243ZA সঙ্গে 243K বিবেচ্য	**পৌরসংস্থাগুলির নির্বাচন:** রাজ্য নির্বাচন কমিশনের (SFC) উপর পৌরসংস্থাগুলির সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।	**পৌরনিগম:** • কলকাতা পৌরনিগম আইনের 50 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 30 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 12 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 28 নং ধারা

ভারতীয় সংবিধানের বিধান	সংবিধানে উল্লিখিত আবশ্যিক শর্ত	রাজ্য আইনের বিধান
অনুচ্ছেদ 243ZD	**জেলা পরিকল্পনা কমিটি:** • জেলা স্তরে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন। • জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাঠামো • খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকারের নিকট প্রেরণ।	**পৌরনিগম:** • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 239 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 333 নং ধারা **পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ:** • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 297 নং ধারা কলকাতা পৌরনিগম আইনে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কোন বিধান নেই। ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি অ্যাক্ট, 1994 এ পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের বিধান আছে।
অনুচ্ছেদ 243ZE	**মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি:** 10 লক্ষ বা তদধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট মহানগর এলাকায় মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠনের বিধান আছে।	• পশ্চিমবঙ্গ মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি অ্যাক্ট 1994-এর 3 নং ধারা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি নির্মাণ, গঠন ও কাজের বিধান রয়েছে। • হাওড়া পৌরনিগম আইনের 239 নং ধারা জেলা পরিকল্পনা কমিটি বা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির সাথে পরামর্শ করে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের বিধান আছে।

(উৎস: আইনগুলির বিধানসমূহ)

উপরোক্ত সারণি নির্দেশ করে যে, রাজ্য অর্থ কমিশন এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বিধান, আসন সংরক্ষণ এবং মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে, আইনবদ্ধ বিধিগুলি চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির অনুসারী। আসন সংরক্ষণ এবং মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠনের বিধানগুলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত পৃথক আইন বা নীতিতে[12] বিধিবদ্ধ। রাজ্য অর্থ কমিশন এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন সম্পর্কিত বিধানগুলি কোন আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়নি, যদিও রাজ্য অর্থ কমিশনের ক্ষমতা, গঠন, সদস্যদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী, নির্বাচনের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি আইন, যার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইনান্স কমিশন (মিশলেনিয়াস প্রভিসন্স) অ্যাক্ট, 2011, জানুয়ারি 2012 থেকে কার্যকর করা হয়।

3.2 পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন এবং তাদের কার্যাবলী

চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের উদ্দেশ্য ছিল 12-তম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত 18টি বিষয় সংক্রান্ত কার্যনির্বাহ করার জন্য এবং প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের জন্য পৌরসংস্থাগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা।

যদিও নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই আইনি বিধানগুলি, বিশেষত, কাজের হস্তান্তর এবং কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রবর্তন সংক্রান্ত বিধানগুলি, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের দ্বারা সমর্থিত হয়নি, যা এই প্রতিবেদনের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

নিরীক্ষায় পৌরসংস্থাগুলি এবং প্যারাস্ট্যাটাল/সরকারি বিভাগগুলির মধ্যে কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাপতনও লক্ষিত হয়েছে। রাজ্য সরকার, সংশোধনের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট 18টি কাজের মধ্যে 17টি কাজের দায়িত্ব পৌরসংস্থাগুলিকে অর্পণ করে (একমাত্র অগ্নি নির্বাপণের কাজটি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না)।

কাজের নিরিখে পৌরসংস্থাগুলির ভূমিকা **সারণি 3.2**-এ বিবৃত হল।

---

12 *পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, 1994, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনস (রিসার্ভেসন অফ সিটস) রুলস, 1994, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি অ্যাক্ট, 1994।*

সারণি 3.2.: কাজের হস্তান্তরের প্রকৃত অবস্থা

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
পৌরসংস্থার পূর্ণ আয়ত্তাধীন কার্যসমূহ				
1	জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধনসহ গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান	হাসপাতাল, শ্মশান ইত্যাদির সাথে তথ্যের জন্য যোগাযোগ বজায় রাখা	এই কার্যসমূহের জন্য পৌরসংস্থাগুলির পূর্ণ ক্ষমতা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর XXVII অধ্যায় • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর XVIII অধ্যায় • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর XX অধ্যায় • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর XXIII অধ্যায়
		তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও পরিমার্জন করা		
		জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র জারি		
কার্যসমূহ যেখানে পৌরসংস্থার দ্বৈতভূমিকা বা সমাপতিত ভূমিকা বর্তমান				
1	কসাইখানা এবং ট্যানারির নিয়ন্ত্রণ	পশুদের এবং মাংসের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ	এই কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির রাজ্য সরকারের সাথে সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর XXIV অধ্যায় • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর XIV অধ্যায় • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর XVIII অধ্যায় • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর XVIII অধ্যায় • ওয়েস্ট বেঙ্গল মিট কন্ট্রোল অর্ডার, 1966
		বর্জ্যের নিষ্পত্তি	এই কার্যসমূহের জন্য পৌরসংস্থাগুলির পূর্ণ ক্ষমতা আছে।	
		কসাইখানার পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ		
2	নগর পরিকল্পনা সহ পৌর পরিকল্পনা	মাস্টার পরিকল্পনা/উন্নয়ন পরিকল্পনা/জোনাল পরিকল্পনা তৈরী	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলির সঙ্গে সমন্বয়সহ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীতে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা পালন করে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(i) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(3) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(3) নং ধারা এবং অধ্যায় XXVA • ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) [WBT&C(P&D)] আইন, 1979-এর 13(1)(ii)(f) নং ধারা
		মাস্টার পরিকল্পনার প্রনিয়মগুলি কার্যকর করা	মাস্টার পরিকল্পনার প্রনিয়মগুলি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তৈরী ও কার্যকর করা হয়। যেখানে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব আছে, সেখানে পৌরসংস্থাগুলির কোন ভূমিকা নেই। যেখানে কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নেই, সেখানে পৌরসংস্থাগুলিতে এই কাজটির হস্তান্তর হয়েছে।	
		নির্মাণ উপবিধি এবং লাইসেন্স কার্যকর করা	নির্মাণ উপবিধি এবং লাইসেন্স কার্যকর করায় পৌরসংস্থাগুলির উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ ভূমিকা রয়েছে।	
		সমষ্টিগত গৃহনির্মাণ প্রকল্প	এই কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে এবং রাজ্য সরকারের বিভাগের (গৃহনির্মাণ) সাথে যৌথ ভূমিকা রয়েছে।	
		শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন	শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাধিত হবে। এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির কোন অর্পিত ভূমিকা নেই।	

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
3	রাস্তা এবং সেতু	রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	পৌরসংস্থাগুলির, এই ক্ষেত্রে, পূর্ত বিভাগের সাথে দ্বৈত ভূমিকা এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29(e) নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(iv) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(1) এবং 244 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(1) এবং 167 নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979 • বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গঠন ও কার্যাবলীর বিধিসমূহ
		সেতু, নর্দমা, উড়ালপুল এবং ফুটপাথের নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ		
4	জনসাধারণের জন্য সুযোগ সুবিধা যেমন রাস্তার আলো, পার্কিং লট, বাস স্টপ এবং জনপরিবহন	রাস্তার আলো লাগানো এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এবং অন্য রাজ্য সরকারি এজেন্সির সাথে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29(e) ও (f) নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xvi) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(1) এবং 257 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(1), 167 এবং 194 নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979 • বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গঠন ও কার্যাবলীর বিধিসমূহ
		পার্কিং লট নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা	এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা আছে।	
		সাধারণ শৌচালয় নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা	এই কার্যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা আছে।	
		বাস রুট স্থির করা এবং পরিচালনার করা	পৌরসংস্থাগুলির বাস রুট স্থির করা এবং পরিচালনার করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই। এই দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পরিবহণ বিভাগের উপর আরোপিত আছে।	
5	ভূমির ব্যবহার এবং ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা	ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা এইক্ষেত্রে ক্ষমতা ন্যস্ত হলেও, পৌরসংস্থাগুলির এক্ষেত্রে কার্যত কোন ভূমিকা নেই। ভূমির নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। যেসব পৌর এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতার বাইরে, সেখানে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে নির্দেশিত হয়নি।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(ii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(3) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(3) নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর 13 এবং 53 নং ধারা • ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (বিল্ডিং) রুলস 2007-এর 53 নং বিধি • কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস, 2009
		ভবন/বহুতল নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন	14.50 মিটার পর্যন্ত উচ্চতার ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন করার পূর্ণ ক্ষমতা কলকাতা পৌরনিগম ব্যতীত অন্যান্য পৌরসংস্থাগুলির আছে। এর অধিক উচ্চতার ভবনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর প্রযুক্তি অধিকার (MED) থেকে অনুমোদন নিতে হবে। যে কোন উচ্চতার ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনে কলকাতা পৌরনিগমের পূর্ণ ক্ষমতা আছে।	
		অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা	এই ক্ষমতাগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থাগুলির যৌথ ভূমিকা আছে।	

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
6	গার্হস্থ্য, শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে জল সরবরাহ	জল পরিশোধন জল সরবরাহ জলের সঞ্চয় জলের সংযোগ প্রদান পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা	এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন স্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের (PHED) সাথে পৌরসংস্থার সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29 নং ধারা ও অধ্যায় XVII • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় X • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(1) এবং (3) নং ধারা, অধ্যায় XI • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(1) এবং (3) নং ধারা, অধ্যায় XV • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII
		চার্জ আদায়	এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ণ ক্ষমতা আছে।	
7	জন স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, সাফাই এবং কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা	হাসপাতাল ও ডাক্তারখানার রক্ষণাবেক্ষণ অণাক্রম্যকরণ/টীকাদান	কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিয়ামক সংস্থাগুলির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা মান্য করার শর্তে এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30, 210B নং ধারা এবং অধ্যায় XIX, XX • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 87(1) ধারার (h) উপধারা, অধ্যায় X, XIV • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(2), 98(3), 105 নং ধারা এবং অধ্যায় XI, XVI • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(2), 64(3), 95B নং ধারা এবং অধ্যায় XVI, XVII, • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII • ভারত সরকার NUHM নির্দেশিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জারি করা নির্দেশিকা। • **লিগ্যাসি বর্জ্যের নিষ্পত্তি, সাধারণ পরিষেবা প্রদান ও গৃহে শৌচাগার নির্মাণের বিধান এই আইনগুলিতে পাওয়া যায় নি।**
		এলাকা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা	এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ন ক্ষমতা রয়েছে।	
		কঠিন বর্জ্য পরিশোধনাগারের নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ লিগ্যাসি বর্জ্যের নিষ্পত্তি	এই ক্ষেত্রে, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিশেষত KMDA এবং MED-র সাথে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা রয়েছে।	
		সাধারণ পরিষেবা প্রদান সাফাই চার্জ আদায়	এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ন ক্ষমতা রয়েছে।	
		পয়ঃনিষ্কাশন ও নিকাশি ব্যবস্থা	এই ক্ষেত্রে, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিশেষত KMDA এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন স্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের (PHED) সাথে পৌরসংস্থাগুলির সমাপতিত ভূমিকা রয়েছে।	
		গৃহে শৌচাগার নির্মাণ	এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ন ক্ষমতা রয়েছে।	
8	নাগরিক বনসৃজন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থানের অগ্রগতি	বৃক্ষরোপণ এবং বনসৃজন সচেতনতা অভিযান পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থানের অগ্রগতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যেমন জলাশয় ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ	পৌরসংস্থাগুলির এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগ এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(1) এবং 98(5) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(1) এবং 64(5) নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII • দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রিস (প্রোটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন ইন নন-ফরেস্ট এরিয়াস) অ্যাক্ট, 2006 • **পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থানের অগ্রগতির বিধান কোন আইনে পাওয়া যায় নি।**

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
9	পার্ক, বাগান, খেলার মাঠ প্রভৃতি নাগরিক সুযোগ সুবিধার বিধান	পার্ক এবং বাগানের নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে পৌরসংস্থার সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29(o) নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xi) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(3) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(3) নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII
10	অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা	সামাজিক উন্নয়নের নীতিসমূহ	অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাথে পৌরসংস্থাগুলির যৌথ ভূমিকা আছে।	• হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(iii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 333 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 297 নং ধারা • **কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-তে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের কোন বিধান নেই।**
11	বস্তি উন্নয়ন এবং উন্নতি সাধন	সম্ভাব্য উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করা সুলভে গৃহনির্মাণ মানোন্নতি ঘটানো	সকল কাজগুলির ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থার সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 445 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XIII • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর অধ্যায় XV • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর অধ্যায় XIX • ওয়েস্ট বেঙ্গল স্লাম এরিয়াস (ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স) আইন, 1972
12	মৃতদেহ সমাহিত করা ও তার স্থান, সমাধিক্ষেত্র, শ্মশানক্ষেত্র এবং বৈদ্যুতিক শ্মশান	কবরখানা, সমাধিক্ষেত্র এবং বৈদ্যুতিক শ্মশান নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	এই সকল কাজের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থার যৌথ ভূমিকা আছে। কলকাতা বারিয়াল বোর্ড আইন, 1881-এর বিধান অনুযায়ী কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কবরখানার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্যালকাটা বারিয়াল বোর্ডস-এর উপর ন্যস্ত।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XXVIII • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xiii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 332 নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর অধ্যায় XXIV • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII • কলকাতা বারিয়াল বোর্ড আইন, 1881-এর বিধানগুলি

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
13	গবাদি পশুর খোঁয়ার: পশুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা রোধ	পথপ্রাণীদের ধরা এবং রাখা নির্বীজকরণ ও অ্যান্টি- র‍্যাবিস চিকিৎসা পশুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা	এইসকল ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাথে পৌরসংস্থার যৌথ ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30(i) নং ধারা এবং অধ্যায় XXXI • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xiv) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 96S, 96T এবং 98(3) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 64(3) নং ধারা ও অধ্যায় XXI, • দ্য প্রিভেন্সন অফ ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস আইন, 1960-এর 35 নং ধারা
14	নাগরিক দারিদ্র বিমোচন	উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিতকরণ জীবিকা এবং কর্মসংস্থান	রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলি উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিতকারী সংস্থা হওয়ায় এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জীবিকা এবং কর্মসংস্থান তৈরির যোজনাগুলি বাস্তবায়নে পৌরসংস্থাগুলির SUDA-র সাথে যৌথ ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(x) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 98(7) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 64(5) নং ধারা • ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান স্ট্রীট ভেন্ডরস (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেসন অফ স্ট্রীট ভেন্ডিং) রুলস, 2018 • রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা বিভিন্ন যোজনা সম্পর্কিত নির্দেশিকা।
		রাস্তার বিক্রেতাদের কল্যাণ	এই ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	
15	সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং নান্দনিক ক্ষেত্রে প্রচার	বিদ্যালয় এবং শিক্ষাদান	পৌর আইন অনুযায়ী, কলকাতা পৌরনিগম ছাড়া প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি রক্ষনাবেক্ষণ চালানো, নাগরিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, অপ্রথাগত শিক্ষাতেই পৌরসংস্থাগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ। কলকাতা পৌরনিগম আইনের দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাহায্যপ্রদান কলকাতা পৌরনিগমের উপর ন্যস্ত। উপরন্তু, UD&MA বিভাগ পৌর এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের (SSKs) মাধ্যমে নাগরিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া বাস্তবায়িত করার জন্য শিশু শিক্ষা প্রকল্প (SSP) শুরু করে। কিছু পৌরসংস্থা প্রাক স্বাধীনতা আমল থেকে প্রাথমিক স্কুল চালাচ্ছে। অপর পক্ষে, রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট, 1973 দ্বারা স্থাপিত	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 98(2) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 64(2) নং ধারা • ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট, 1973

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
			জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিল (DPSC) তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন। এইরূপে, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি চালানোর ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির স্কুল শিক্ষা দফতরের সাথে সমাপতিত ভূমিকা রয়েছে।	
		মেলা এবং উৎসব	মেলা আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পৌরসংস্থাগুলির উপর বিবেচনামূলক কার্যরূপে ন্যস্ত হয়েছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30(f) নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 98(4) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 64(4) নং ধারা
		সাংস্কৃতিক ভবন/সংস্থা ঐতিহ্য	পৌরসংস্থাগুলির এই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশনের সাথে দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XXIIIA • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XIIA • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 402 এবং 402A নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর অধ্যায় XIVA • ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন অ্যাক্ট, 2001
		সার্বজনীন স্থানের সৌন্দর্যায়ন	এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পৌরসংস্থার সমাপতিত ভূমিকা আছে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XXI • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(xi) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 97(3) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 63(3) নং ধারা • WBT&C (P&D) আইন, 1979-এর অধ্যায় VII এবং VIII
যে কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির ন্যূনতম/আংশিক ভূমিকা আছে বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা রূপে কাজ করে				
1	প্রতিবন্ধী ও মানসিক চাহিদাসম্পন্ন সহ সমাজের দুর্বল অংশের স্বার্থ রক্ষা করা	উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিতকরণ যন্ত্রপাতি/সুযোগসুবিধা প্রদান বাসগৃহ নির্মাণ বৃত্তি	রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণমূলক যোজনায় পৌরসংস্থাগুলি কেবলমাত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থা রূপে কাজ করে। উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিতকরণ ও সুযোগসুবিধা প্রদানে, রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে, পৌরসংস্থাগুলির সীমিত ভূমিকা রয়েছে। উপস্বত্বভোগীদের চিহ্নিতকরণ ও সুযোগসুবিধা প্রদান ইত্যাদি কাজ অন্যান্য বিভাগগুলিও করে থাকে।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 30 নং ধারা • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 226A(b)(viii) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 98(1) নং ধারা • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 64(1) নং ধারা • রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক যোজনা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

ক্রমিক সংখ্যা	কাজ	সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ	হস্তান্তরের অবস্থা	আইনি বিধান
যে কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাগুলির কোন ভূমিকা নেই				
1	অগ্নি নির্বাপন	দমকল বাহিনী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ	এই কাজটির দায়িত্ব পৌরসংস্থাগুলিতে হস্তান্তরিত হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপন পরিষেবা বিভাগের উপর এই ভার ন্যস্ত।	• কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XXA • হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর অধ্যায় XIA • পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর অধ্যায় XIII • পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর অধ্যায় XVIIIA • ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্ট, 1950
		বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে অগ্নি সুরক্ষা শংসাপত্র জারি করা	আইনের বিধান অনুযায়ী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পৌরসংস্থাগুলির পরিবর্তে অগ্নি সুরক্ষা শংসাপত্র, কার্যত পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপন পরিষেবা বিভাগ জারি করে।	

(উৎস: আইনের বিধানসমূহ এবং UD&MAD-র পেশ করা তথ্য)

সারণি 3.2 থেকে এটি স্পষ্ট যে 18টি কাজের মধ্যে, পৌরসংস্থাগুলি কেবলমাত্র একটি কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল; একটি কাজের ক্ষেত্রে সীমিত ভূমিকা বা নির্বাহকারী ভূমিকা ছিল; একটি কাজের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ছিল না এবং পনেরোটি কাজের ক্ষেত্রে অন্য প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগগুলির সাথে দ্বৈত বা সমাপতিত ভূমিকা ছিল।

অধিকন্তু, **সারণি 3.2** থেকে এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে রাজ্য সরকার ভূমি-ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি পৌরসংস্থার কাছে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করেনি। KMDA এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই কাজগুলিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে, যার ফলে পৌরসংস্থাগুলির স্বায়ত্তশাসন সীমিত ছিল। এটা স্পষ্ট যে সংবিধান সংশোধন কার্যকর হওয়ার পর থেকে 27 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার 18টি কাজের মধ্যে 17টি কাজ সম্পূর্ণরূপে পৌরসংস্থাকে হস্তান্তর করেনি যা 74-তম CAA-এর উদ্দেশ্যের অবমূল্যায়ন করে।

সুপারিশ:

1. **যে 17টি কার্য আংশিকভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে অথবা একেবারেই হস্তান্তরিত করা হয়নি সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিসরে পৌরসংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরিত করা সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে।**

3.3 পৌরসংস্থাগুলির উপর রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ক্ষমতা

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রাজ্য সরকারের, পৌরসংস্থার উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে, যা চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন আইনের বিধানগুলির বিরোধী। এমন কতগুলি বিধান নিচে **সারণি 3.3** তে উল্লিখিত হল-

সারণি 3.3: পৌরসংস্থাগুলির উপর রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ক্ষমতা

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিধান
1.	পৌর এলাকায় ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষমতা	পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 7 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 8 নং ধারা অনুসারে পৌর এলাকায় ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারণে রাজ্য সরকারের একক ক্ষমতা ছিল, এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার কোন মতামত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।
2.	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 600 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 215 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 361 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 417 নং ধারা অনুসারে, রাজ্য সরকার একপাক্ষিকভাবে পৌরসংস্থাগুলির সাথে আলোচনা না করেই উহাদের কার্যকলাপের বিষয়ে বিধি প্রনয়ণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিধান
3.	পৌর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কাজের সাপেক্ষে উত্থাপিত প্রশ্নের সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 609 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-এর 29 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 48 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 424 নং ধারা অনুসারে, পৌর কর্তৃপক্ষের কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা, দায়িত্ব, কাজ বা বিধির নিরিখে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হলে, সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।
4.	পৌরসংস্থাগুলি প্রণীত উপবিধি/প্রনিয়মকে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 604 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 362 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 420 নং ধারা অনুসারে, রাজ্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে, পৌরসংস্থাগুলির প্রণয়ন করা কোন প্রনিয়মের কোন বৈধতা থাকবে না। কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-এর 604 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 362 নং ধারা অনুসারে, রাজ্য সরকারের, পৌরসংস্থার সম্মতি না নিয়েই প্রনিয়মগুলির পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকবে। হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980 তে এমন কোন বিধান অনুপস্থিত।
5.	পৌরসংস্থাগুলির প্রণীত উপবিধি/প্রনিয়মকে রাজ্য সরকার কর্তৃক বাতিল ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-র 605 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 218 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 364 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-র 421 নং ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারের যে কোন উপবিধি/প্রনিয়ম পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা আছে। যদিও এইসব ধারায় পৌরসংস্থাগুলির নিজেদের মত উপস্থাপিত করার অবকাশ আছে, কিন্তু কোন প্রনিয়মের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন বাবাতিল করার চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজ্য সরকারের কাছেই থাকবে।
6.	পৌরসংস্থাগুলির কার্যবিবরণ রদ করা এবং কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা	পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন, 2006-র 370 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-র 429 নং ধারা অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলির কোন কার্যবিবরণ বা সংকল্প বা আদেশ, বিধি বা নিয়ম, আইনের বিধানের অনুসারী নয় বলে মনে করলে, তা নাকচ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে।
7.	পৌরসংস্থাগুলির ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-র 117 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 53 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 60 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-র 431 নং ধারা অনুসারে, অযোগ্যতা, দায়িত্ব নির্বাহে ক্রমান্বয়িক ত্রুটি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে নির্বাচিত নাগরিক সংস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে।
8.	অতিরিক্ত তহবিল জমা করা ও বিনিয়োগ করার মঞ্জুরি	হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 55 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-র 62 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-র 68 নং ধারা অনুসারে, তাৎক্ষণিক ব্যবহারে জরুরি নয় এমন তহবিল, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ও নির্দেশ অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলি সিকিউরিটিস বা মেয়াদী জমাতে বিনিয়োগ করতে পারে। কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-র 130 নং ধারা অনুসারে, পৌর তহবিলের কোন খাতে অতিরিক্ত অর্থ থাকলে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া, পৌরনিগম তা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে ও স্থায়ীভাবে অন্য খাতে স্থানান্তরিত করতে পারে না। স্থানান্তরিত না হওয়া অর্থ, রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে, জন আমানত বা স্বল্প সঞ্চয় যোজনায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
9.	অর্থ ঋণ করার ক্ষমতা	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-র 134 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 61 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 71 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 72 নং ধারা অনুসারে, কোন সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক বা অন্য ঋণদানকারী সংস্থা থেকে পৌরসংস্থাগুলি ঋণ নিতে পারে। যদিও, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া, এমন কোন ঋণ নেওয়া যাবে না। উপরন্তু, রাজ্য সরকার পৌরসংস্থাগুলিকে ঋণ পরিশোধের জন্য সিঙ্কিং ফান্ড গঠন করা সহ ঋণ সংক্রান্ত কিছু আর্থিক নীতি মেনে চলার নির্দেশ দিতে পারে।
10.	নির্দিষ্ট সীমার উপরে অনুমিত ব্যয়ের কাজ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন	হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 57A নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 66 নং ধারা অনুসারে, ₹ এক কোটির উপরে অনুমিত ব্যয়ের কাজ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নেওয়া জরুরি। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 73A নং ধারা অনুসারে, পৌরসভার ক্ষেত্রে এই অনুমতি নেওয়া জরুরি যদি এই অনুমিত ব্যয় ₹ পঁয়তাল্লিশ লক্ষর অধিক হয়।
11.	সম্পদের বিক্রি ও লিজ	পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 80 নং ধারা অনুসারে, পৌরসভার কোন স্থাবর সম্পত্তি ভাড়া দিতে, লিজ দিতে, বিক্রি করতে বা হস্তান্তর করতে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নেওয়া জরুরি। কিন্তু এইসব কাজের জন্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করতে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিধান
12.	বস্তি উন্নয়নের প্রকল্প	কলকাতা পৌরনিগম আইন, 1980-র 530 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইন, 1980-র 185 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006-এর 297 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন 1993-এর 287 নং ধারা অনুসারে, বস্তিগুলির সার্বিক বা পরিবেশগত উন্নতির জন্য উন্নয়ন যোজনাগুলিতে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন।

(উৎস: সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ)

3.4 পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, রাজ্য সরকার 17টি কার্যাবলী পৌরসংস্থায় স্থানান্তর করেছে। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই কার্যাবলী সম্পাদন কার্যকর হতে পারে। 74-তম CAA এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রদান করে, যা **সারণি 3.1**-এ বিবৃত হল। এই অনুচ্ছেদটিতে এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

3.4.1 রাজ্য নির্বাচন কমিশন

74-তম CAA-এর 243ZA(1) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, পৌরসভার সমস্ত নির্বাচনের আয়োজন এবং ভোটার তালিকা তৈরির তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের (SEC) ক্ষমতাধীন। সংবিধানের বিধান অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন (WBSEC) আইন, 1994-এর 5 নং ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের (WBSEC) উপর একই দায়িত্ব ন্যস্ত করে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 50 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 12 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 28-নং ধারাতেও অনুরূপ বিধান রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির নির্বাচন আয়োজন সম্পর্কিত আইনগুলিকে একীভূত ও সংশোধন করার জন্য 1994 সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন (WBME) আইন, 1994 কার্যকর হয়েছিল।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন 1994-এ থাকা বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে (WBSEC) পৌর এলাকাগুলিকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা; ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধন করা; তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা; পৌরসভার সদস্যপদ গ্রহণের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা নির্ধারণ করা এবং সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, 1994-এর 8 নং ধারা ও তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, 1994-এর 36(3) নং ধারা অনুসারে, রাজ্য সরকার, কমিশনের সাথে পরামর্শ করে, নির্বাচনের তারিখ ও নির্ঘণ্ট নির্ধারণ করবে।

এই বিধানগুলি ইঙ্গিত করে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যে কোনও পৌরসভা বা পৌরনিগমের সাধারণ নির্বাচনের তারিখের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

3.4.2 আসন সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, 1994 এর 29 নং ধারা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানস্ (রিজার্ভেশন অফ সিটস্) রুলস্, 1994 পৌরসংস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ হওয়া মোট আসন সংখ্যার সাপেক্ষে ও তফসিলি জাতি (SC) এবং তফসিলি উপজাতি (ST) এর অন্তর্গত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার অনুপাত, সেই পৌর এলাকার মোট জনসংখ্যা ও SC বা ST দের জনসংখ্যার সাথে সমানুপাতে হওয়ার বিধান প্রদান করে। ঐ একই ধারা এবং বিধি SC এবং ST দের জন্য নির্ধারিত আসনের সংখ্যাসহ পৌরসংস্থার

মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসন সংখ্যা মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিধান প্রদান করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া (মে 2023) তথ্য অনুসারে, 2015-16 এবং 2017-18-তে অনুষ্ঠিত অন্তিম পৌর নির্বাচনে SC, ST এবং মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল

3.4.3 পৌরসংস্থাগুলিতে নির্বাচন আয়োজন এবং বোর্ড গঠন

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 81 নং ধারা অনুযায়ী, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5(3) এবং 40 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 11(2) এবং 13 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 14(2) এবং 21A নং ধারা অনুযায়ী, নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধি/পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের সময়কাল সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তী নির্বাচনগুলি রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা, পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিচালনা করতে হবে। উপরন্তু, হাওড়া পৌরনিগম, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনে থাকা বিধান[13] অনুসারে, যদি পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সাধারণ নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তবে পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ভেঙে যাবে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 117 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 53 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 60 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 431 নং ধারা, পৌরসংস্থাগুলিকে তাদের দায়িত্ব পালনে বা কার্য সম্পাদনে অযোগ্যতা দেখানো বা ক্রমাগত অক্ষমতার ক্ষেত্রে বা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার বা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দ্বারা ঐ পৌরসংস্থা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। ভেঙে দেওয়ার পরে, পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত সমস্ত ক্ষমতা বা কার্যাবলী, রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের (কলকাতা পৌরনিগমের ক্ষেত্রে) বা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক/প্রশাসক পর্ষদ (অন্যান্য পৌরসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে) দ্বারা সম্পাদন করা হবে। আইনের বিধানগুলি, একটি নতুন বোর্ড গঠনের জন্য পৌরসংস্থাগুলি ভেঙে দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন করার আদেশ প্রদান করে যার ফলে মেয়াদ অবসানের সময়কাল এবং প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদের মেয়াদ ছয় মাসে সীমাবদ্ধ হয়।

সংবিধানের 243U অনুচ্ছেদ এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ একটি নতুন বোর্ড গঠনের জন্য, সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার আদেশ দেয়, যার ফলে ভেঙে দেওয়ার সময়কাল এবং প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদের মেয়াদ ছয় মাসে সীমিত করে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে-

(i) 2019-20-এর সময়কালে, রাজ্য সরকার হাওড়া পৌরনিগম, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনগুলি[14] সংশোধন করেছে, এই সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, যদি ছয় মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, রাজ্য সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই ধরনের প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদের মেয়াদ সর্বাধিক আরও বারো মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। এটি 243U নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন, যা স্পষ্টভাবে বলে যে পৌরসভার প্রথম সভার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে হবে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং ইহা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চেতনাকে ক্ষুন্ন করে।

[13] *হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5(4) নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 11(4) এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 14(4) নং ধারা।*

[14] *30 জুলাই 2019 তারিখের হাওড়া পৌরনিগম (সংশোধনী) আইন, 2019 দ্বারা 53 নং ধারার সংশোধন; 30 জুলাই 2019 তারিখের পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম (সংশোধনী) আইন, 2006 দ্বারা 60 নং ধারার সংশোধন; এবং 7 জানুয়ারী 2020 তারিখের পশ্চিমবঙ্গ পৌর (সংশোধনী) আইন, 2019 দ্বারা 431 নং ধারার সংশোধন।*

(ii) আগস্ট 2018 এবং ডিসেম্বর 2018-এর মধ্যে, 16টি পৌরসংস্থা এবং ফেব্রুয়ারী 2020 থেকে অক্টোবর 2020 এর মধ্যে, 93টি পৌরসংস্থা তাদের বিদ্যমান বোর্ডগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 18 জুন 2019-এ, *দার্জিলিং* পৌরসভাকে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 431 নং ধারা অনুসরণ করে রাজ্য সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল। 24 আগস্ট 2018-এ পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 60 নং ধারা অনুসরণ করে রাজ্য সরকার দ্বারা *চন্দননগর* পৌরনিগমও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, নতুন বোর্ড গঠনের জন্য কোনো পৌরসংস্থায় নির্বাচন করা হয়নি। পরিবর্তে, পৌর কার্যাবলী এবং প্রশাসন সময়ে সময়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক বা প্রশাসক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। 125টি পৌরসংস্থায়, নির্বাচন আয়োজনে বিলম্ব এবং প্রশাসক/প্রশাসক পর্ষদের দীর্ঘায়িত মেয়াদ **সারণি 3.4**-এ দেওয়া আছে।

সারণি 3.4: 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত পৌরসংস্থায় নির্বাচন আয়োজনে বিলম্ব

বিলম্ব	9 মাস থেকে 10 মাস	10 মাস থেকে 11 মাস	13 মাস থেকে 14 মাস	21 মাস থেকে 22 মাস	27 মাস থেকে 28 মাস	28 মাস থেকে 29 মাস	29 মাস থেকে 30 মাস	31 মাস থেকে 32 মাস	মোট
পৌরসংস্থার সংখ্যা#	3	87	1	1	4	1	11	1	109

(উৎস: UD&MAD দ্বারা পেশ করা তথ্য)

 # তেরটি পৌরসংস্থায়[15], বিদ্যমান বোর্ডগুলির বৈধতা, 31 মার্চ 2021 তারিখে শেষ হয়নি এবং দুটি পৌরসংস্থায় পৌরসংস্থা ভেঙে দেওয়ার মেয়াদ 31 মার্চ 2021 তারিখে ছয় মাস উত্তীর্ন হয়নি ফলে নির্বাচনে বিলম্ব হয়নি। প্রশাসনিক কারণে[16] *হাওড়া* পৌরনিগমে নির্বাচন হতে পারেনি।

কলকাতা পৌরনিগমে 2021 সালের ডিসেম্বরে এবং অবশিষ্ট 108টি পৌরসংস্থায় ভেঙে দেওয়ার তারিখ থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত, **সারণি 3.4**-এ দর্শিত বিলম্বের আরও 10 মাস বিলম্বে, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজ্য সরকার (ফেব্রুয়ারি 2021) জানিয়েছে যে অতিমারীর কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। যদিও *দার্জিলিং* পৌরসংস্থা এবং *চন্দননগর* পৌরনিগমসহ 18টি পৌরসংস্থার আগস্ট 2018 থেকে জুন 2019 এর মধ্যে বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নির্বাচনে বিলম্ব এই উত্তর দ্বারা সমর্থিত হয় না।

নির্বাচিত পর্ষদের অনুপস্থিতিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ অসম্পূর্ণ ছিল।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন অনুদান প্রাপ্তির পূর্বশর্তরূপে নিয়মিত নির্বাচন সংঘটন করার সুপারিশ করেছে। যদিও নিরীক্ষায় নির্বাচন সংঘটিত করার ক্ষেত্রে ছয় মাস থেকে 32 মাসের বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। এভাবে নির্বাচন না হওয়া/নির্বাচনের বিলম্বের কারনে পৌরসংস্থাগুলির CFC অনুদানের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়।

সুপারিশ:

2. **রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শ করে, সরকার যথাযথ সময়ে পৌরসংস্থাগুলির নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে।**

3.4.4 পৌরসভা/পৌরনিগম-এর গঠন

সংবিধানের 243R অনুচ্ছেদে পৌরসভার গঠন নির্ধারণ করা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 3 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের

15 *বুনিয়াদপুর, কুপার্স ক্যাম্প NAA, ধূপগুড়ি, ডোমকল, দুর্গাপুর পৌরনিগম, হলদিয়া, কালিম্পঙ, কার্শিয়ং, মিরিক NAA, নলহাটি, পাঁশকুড়া, পূজালী ও রায়গঞ্জ।*

16 *হাওড়া পৌরনিগম থেকে বালি পৌরসংস্থার পৃথকীকরণ, রাজ্য সরকার কর্তৃক বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারির পরে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন।*

9 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 12 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে পৌর কর্তৃপক্ষ পৌরনিগম/পৌরসভা, মেয়র পরিষদ (পৌরনিগমের ক্ষেত্রে)/পৌরপ্রধান পরিষদ (পৌরসভা এবং NAA-এর ক্ষেত্রে) এবং মেয়র/চেয়ারম্যান দ্বারা গঠিত হবে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 5 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 5 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 10 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 13 নং ধারা অনুসারে, পৌরনিগম এবং পৌরসভাগুলি নির্বাচিত সদস্যদের পাশাপাশি 74-তম CAA এর 243R অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত পৌর প্রশাসন বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত। মনোনীত সদস্যদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। উল্লিখিত আইনগুলিতে বিধানসভার সদস্যদের, বিধান পরিষদের সদস্যদের, লোকসভার সদস্যদের, রাজ্যসভার সদস্যদের, যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পৌর এলাকা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের পৌরসভা/পৌরনিগম সদস্য মনোনীত করার বিষয়ে বিধান নেই।

সুতরাং, পৌরসভা/পৌরনিগমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব, নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী ছিল না।

3.4.5 পৌরপ্রধান/মেয়র

সংবিধানের 243R (2)(b) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভা, আইন দ্বারা, পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির করতে পারে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে পৌরসভা/পৌরনিগম আইনের বিধানগুলি[17], নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধিদের (কাউন্সিলর) দ্বারা তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে মেয়র/চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান দিয়েছে। এছাড়াও কলকাতা পৌরনিগম আইন ব্যতীত, উক্ত আইনগুলি রাজ্য সরকারকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন মেয়র/চেয়ারম্যান নির্বাচন করার ক্ষমতা দেয়, যদি পৌরসংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা (পৌরপ্রতিনিধি) মেয়র এবং/অথবা একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন।

পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনগুলি রাজ্যসরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যানকে (পৌরসভা বা NAA-র চেয়ারম্যানের থেকে আলাদা) নির্বাচনের বিধান দেয়, যিনি পৌরনিগমের সভা আহ্বান করেন, সভাগুলির সভাপতিত্ব করেন (প্রথম সভা ব্যতীত) এবং যার কাছে পৌরপ্রতিনিধিরা লিখিতভাবে[18] পদত্যাগপত্র জমা দেবেন ।

মেয়র/পৌরপ্রধানকে সর্বক্ষণের কর্মী হতে হবে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 13 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 28 নং ধারা অনুসারে, মেয়র একই সাথে বিধানসভার সদস্য বা সংসদের যেকোন কক্ষের সদস্যের পদে থাকতে পারেন। মেয়র, মেয়র-পরিষদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, বাজেট পেশ করেন, মেয়র পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কার্য বন্টন করেন ইত্যাদি। পৌরসভার[19] ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান, সভায় সভাপতিত্ব করেন, পৌরপ্রধান পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কার্য বন্টন করেন ইত্যাদি।

ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন (MoUD) মন্ত্রক দ্বারা প্রচারিত মডেল পৌর আইন, 2003 অনুযায়ী মেয়র/চেয়ারম্যান পদের মেয়াদ পৌরসভার মেয়াদের সাথে সমান হবে এবং পৌরসংস্থার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মেয়র পরিষদ/পৌরপ্রধান পরিষদ দ্বারা নির্বাহ হবে।

---

[17] কলকাতা পৌরনিগম আইনের 6 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 8 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 17 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 17 নং ধারা।

[18] কলকাতা পৌরনিগম আইনের 81, 94 এবং 98 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 40, 44 এবং 48 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 13, 50 এবং 55 নং ধারা।

[19] পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 16 নং ধারা অনুসারে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে মেয়র/চেয়ারম্যানের মেয়াদ পৌরপ্রতিনিধিদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, অর্থাৎ পাঁচ বছর[20]। নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কলকাতা পৌরনিগম আইনের 33 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 22 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 41 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 15 নং ধারা অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলির কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মেয়র পরিষদ/পৌরপ্রধান পরিষদ-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 16 নং ধারায় চেয়ারম্যানকে পৌরসভা/NAA-এর কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং পৌর প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের ভার তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

3.4.6 ওয়ার্ড কমিটি

সংবিধানের 243S অনুচ্ছেদে তিন লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে।

কলকাতা পৌরনিগম এবং হাওড়া পৌরনিগম আইনের 11A নং ধারা, তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 23 নং ধারা, পৌরসংস্থার জনসংখ্যা নির্বিশেষে, পৌরসংস্থাগুলির প্রতিটি ওয়ার্ডে, ওয়ার্ড কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। ঐ একই আইনের ধারা অনুযায়ী একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধি, সেই ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হবেন। ঐ ধারাগুলি কমিটির গঠন ও কার্যাবলীও নির্ধারণ করে।

ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে: (i) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধি এবং (ii) পৌরপ্রতিনিধি এবং পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় বাসিন্দারা। ওয়ার্ড কমিটির মেয়াদ কাউন্সিলের সাথে সমমেয়াদবিশিষ্ট। ওয়ার্ড কমিটিগুলি, বরো কমিটি বা পৌরসভার সাধারণ তত্ত্বাবধানের সাপেক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের বিভিন্ন বিধান লঙ্ঘন সনাক্তকরণ, সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার বিভিন্ন বাধ্যতামূলক এবং বিবেচনামূলক কার্য সম্পাদন, অ্যাসেসমেন্টের কাজ, সম্পত্তি কর ও অন্যান্য কর সংগ্রহে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ, ওয়ার্ডের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জনসাধারণের সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ, পৌরসভার সম্পদের সুরক্ষা, জনসাধারণের অভিযোগের নিষ্পত্তি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।

এইভাবে, ওয়ার্ড কমিটিগুলি পৌর প্রশাসন এবং নাগরিকদের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য একটি সুযোগ প্রদান করে। ওয়ার্ড কমিটিগুলি তহবিল বরাদ্দের জন্য ওয়ার্ড উন্নয়ন প্রকল্পগুলি প্রস্তুত করা এবং জমা দেওয়া, বরাদ্দ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, জনসাধারণের সুবিধাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পৌরসংস্থার সম্পত্তির সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করার ন্যায় কার্যগুলি সম্পাদন করবে।

যদিও নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে 12টি[21] পৌরসংস্থায় ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছিল, 12টি পৌরসংস্থায় গঠিত হয়নি এবং এই সংক্রান্ত তথ্য তিনটি পৌরসংস্থা[22] দ্বারা প্রদত্ত হয়নি। ওয়ার্ড কমিটি গঠন না হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের উপায় করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। পৌরসংস্থাগুলি ওয়ার্ড কমিটি গঠন না করার কোন কারণ পেশ করেনি। জনসাধারণের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি উন্নয়ন

---

[20] *কলকাতা পৌরনিগম আইনের 7 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 9 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 18 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 18 নং ধারা অনুযায়ী।*

[21] *যেসব পৌরসংস্থায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন হয়েছে তাদের সর্বশেষ গঠনের সময়কাল সহ : বাঁশবেড়িয়া (2015-16 তে), বারাসাত (2017-18 তে), হাবড়া (2013-14 তে), ঝালদা (2015-16 তে), কালিয়াগঞ্জ (2015-16 তে), খড়গপুর (2017-18 তে), মেদিনীপুর (2013-14 তে), পানিহাটি (তারিখ জানা যায়নি), পূজালী (2017-18 তে), রায়গঞ্জ (2017-18 তে), রামজীবনপুর (2015-16 তে) এবং শিলিগুড়ি পৌরনিগম (2015-16 এবং 2016-17 তে)।*

[22] *পৌরসংস্থাগুলি যেখানে ওয়ার্ড কমিটি গঠন হয়নি- বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা পৌরনিগম, মাল, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ, উত্তরপাড়া-কোতরং। পৌরসংস্থা যেগুলি তথ্য দেয়নি: আসানসোল পৌরনিগম, ব্যারাকপুর এবং কোন্নগর।*

কাজের অগ্রাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম যার ফলে প্রকল্প সম্পাদনে এবং সৃষ্ট সম্পদের সদব্যবহারের নজরদারি ব্যাহত হতে পারে।

সুপারিশ:

3. **আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাতে নাগরিকদের তৃণমূল স্তরের অগ্রাধিকারগুলি পৌরসংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করা যায়।**

3.4.7 জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি

➢ **জেলা পরিকল্পনা কমিটি (DPC)**

সংবিধানের 243ZD অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি জেলায় পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা দ্বারা প্রস্তুত পরিকল্পনা একীভূতকরণ এবং জেলার জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য জেলা পরিকল্পনা কমিটি (DPC) গঠন করতে হবে।

তদনুসারে, রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি (DPC) আইন, 1994 এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি (DPC) রুলস, 1994 প্রণয়ন করেছে। এই আইনটি কলকাতা পৌরনিগম এলাকা এবং দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1988-এর বিধানের অধীনস্থ এলাকাগুলি ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রযোজ্য। উক্ত আইনের 3 নং ধারা অনুসারে, সমস্ত জেলায় জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হবে এবং *শিলিগুড়ির* ক্ষেত্রে একটি মহকুমা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হবে।

জেলা পরিকল্পনা কমিটির প্রধান কাজ হল জেলায় পঞ্চায়েত/পৌরসংস্থাগুলির পরিকল্পনাগুলিকে একীভূত করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি রুলস, জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে তাদের খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য একটি নগর উন্নয়ন উপসমিতি, জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতি এবং অন্যান্য উপসমিতি গঠন করার বিধান দেয়। নগর উন্নয়ন উপসমিতিগুলি জেলার বিভিন্ন পৌরসংস্থা দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনাগুলির পরীক্ষা এবং একীকরণ, জল সরবরাহ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার ন্যায় কার্যগুলি সম্পাদন করে। জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতির কার্যাবলী হিসাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পৌরসংস্থা এবং পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে অভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট ক্ষেত্রবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি, সমন্বিত পরিকাঠামো যথা জল সরবরাহ, কঠিন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন নিষ্পত্তির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, অন্তর্ভুক্ত।

নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির সাপেক্ষে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের অবস্থা **সারণি 3.5** এ আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি 3.5: জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের স্থিতি

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	জেলার অন্তর্গত পৌরসংস্থা	জেলা পরিকল্পনা কমিটির স্থিতি
1.	বীরভূম	সিউড়ি	জেলা পরিকল্পনা কমিটি 2014-15 অর্থবর্ষে গঠিত হয়েছিল কিন্তু নগর উন্নয়ন উপসমিতি এবং জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতি গঠিত হয়নি। এরপর আর জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়নি। জেলা পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক বিষয়ক কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	জেলার অন্তর্গত পৌরসংস্থা	জেলা পরিকল্পনা কমিটির স্থিতি
2.	হুগলি	বাঁশবেড়িয়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া-কোতরং	2014-15 সালে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়েছিল। নগর উন্নয়ন উপসমিতি এবং জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতিও গঠন করা হয়। এরপর আর কোনো জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়নি। যাইহোক, পৌরসংস্থাগুলি 2018-19 এবং 2019-20 অর্থবর্ষ সম্পর্কিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি জেলার পরিকল্পনা বিভাগে জমা দিয়েছে। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে, শুধুমাত্র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (2015-16 তে)।
3.	উত্তর দিনাজপুর	কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ	জেলা পরিকল্পনা কমিটি 2013-14 অর্থবর্ষে এবং তারপরে 2019-20 অর্থবর্ষে গঠিত হয়েছিল। নগর উন্নয়ন উপসমিতি এবং জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতির গঠন সম্পর্কিত তথ্য উপলব্ধ ছিল না। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে জেলা পরিকল্পনা কমিটির আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
4.	পূর্ব মেদিনীপুর	কাঁথি	2018-19 অর্থবর্ষে সর্বশেষ জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়েছিল। নগর উন্নয়ন উপসমিতি এবং জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় উপসমিতি গঠিত হয়নি। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালের মধ্যে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

(উৎস: সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পেশ করা তথ্য)

2015-16 থেকে 2020-21[23] সময়কালে *কোচবিহার* এবং *মুর্শিদাবাদ* জেলায় জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়নি। *দার্জিলিং* জেলার ক্ষেত্রে, জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হলেও পরবর্তীতে তা *গোর্খাল্যান্ড* টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (GTA)[24] স্থানান্তর করা হয়েছিল। *শিলিগুড়ির* জন্য একটি মহকুমা পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়নি।

➢ মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি (MPC)

সংবিধানের 243ZE অনুচ্ছেদ প্রতিটি মহানগর এলাকায় একটি মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি (MPC) গঠনের বিধান করে, যাতে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে মহানগর এলাকার[25] জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি অ্যাক্ট 1994 প্রণয়ন করে। এই আইনের বিধান অনুসারে, কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি (KMPC), অক্টোবর 2001-এ ভারতের প্রথম মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে গঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি-এর সভাপতি এবং পৌর প্রশাসন ও নগরোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সহ-সভাপতি হিসাবে গণ্য হন। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA)-র সচিব, মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে পরিগণিত হন এবং KMDA-এর কার্যালয় কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির সচিবালয় হিসাবে গণ্য হয়। ক্ষেত্র পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করেছে, সেইসাথে, উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাপেক্ষে প্রধান পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য পাঁচটি সেক্টোরাল সাব-কমিটি গঠন করেছে।

---

23 *সাতটি জেলার সাপেক্ষে কোনো তথ্য উপলব্ধ নেই।*

24 *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের 10 সেপ্টেম্বর 2012 তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।*

25 *মহানগর এলাকা মানে 10 লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা সম্বলিত একটি এলাকা, এটি এক বা একাধিক জেলায় বিস্তৃত হতে পারে এবং দুই বা ততোধিক পৌরসভা বা পঞ্চায়েত বা অন্য সংলগ্ন এলাকার সমন্বয়ে গঠিত হয়।*

কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া (KMA)[26]-এর অধীনে পৌরসংস্থাগুলিকে অনুমোদনের জন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির কাছে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দিতে হত।

কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির সাম্প্রতিক কার্যকরী অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য নিরীক্ষাকে দেওয়া হয়নি।

➢ পৌরসংস্থা কর্তৃক প্রস্তুত খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 333 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 297 নং ধারার বিধান অনুসারে, পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ জেলা পরিকল্পনা কমিটির (DPC) সাথে পরামর্শ করে পৌর/প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলের জন্য পূর্ববর্তী খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত এক বছর আগে একটি পঞ্চবার্ষিকী খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা (DDP) প্রস্তুত করবে এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির অধীনে নগর উন্নয়ন উপসমিতির কাছে জমা দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 336 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 300 নং ধারা জেলা পরিকল্পনা কমিটির সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, একটি অর্থবর্ষের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ADP) প্রস্তুত করার বিধান দেয় যা, যে অর্থবর্ষের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ছিল, তার আগের বছরের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে জমা করতে হবে। রাজ্য সরকার এই উদ্দেশ্যে তহবিলের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে।

হাওড়া পৌরনিগম আইনের 239 এবং 242 নং ধারাতে অনুরূপ বিধান বিদ্যমান। যদিও, খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি সম্পর্কিত বিধানগুলি কলকাতা পৌরনিগম আইনে উপলব্ধ নেই। পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 333 থেকে 336 নং ধারায় পৌরনিগম দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের বিধান রয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে 27টি নমুনা-পরীক্ষিত পৌরসংস্থার কোনটি 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি। দুটি পৌরসংস্থা (*পানিহাটি* এবং *পূজালী*) জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন (JNNURM) এর সাথে সংযুক্ত পাঁচ বছরের জন্য নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। যদিও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বিধিবদ্ধ খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পূরক নয়।

নিরীক্ষা আরও লক্ষ্য করেছে যে, 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষের মধ্যে, 27টি নির্বাচিত পৌরসংস্থার মধ্যে শুধুমাত্র ছয়টি পৌরসংস্থা (*গোবরডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, কোন্নগর, মেদিনীপুর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। মাত্র দুটি পৌরসংস্থা, যথা *কোন্নগর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিকল্পনা কমিটি (*হুগলি* জেলা পরিকল্পনা কমিটি)-তে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দিয়েছে; এই দুটি পৌরসংস্থাই KMA এলাকার অধীনে ছিল। যদিও, কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেওয়ার বিষয়ক তথ্য এই দুটি পৌরসংস্থা দ্বারা প্রদান করা হয়নি।

জেলা পর্যায়ে, জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং উহার অধীনে উপসমিতি গঠন না করা, গঠিত জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলির কাজ না করা, এবং পৌরসংস্থা স্তরে, বিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা, জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমন্বিত পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে পরাহত করেছে। জেলা

---

[26] ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট, 1979 এর 16 নং ধারা অন্তর্ভুক্ত প্রথম তফসিলের উল্লেখ অনুযায়ী KMA একটি পরিকল্পিত এলাকা। KMA ছয়টি জেলা (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, উত্তর 24 পরগণা এবং দক্ষিণ 24 পরগণা) জুড়ে বিস্তৃত। চারটি পৌরনিগম, 37টি পৌরসভা এবং 23টি পঞ্চায়েত সমিতির সমন্বয়ে এই এলাকা গঠিত।

পরিকল্পনা কমিটি দ্বারা পরিষেবা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রসমূহ যেমন পানীয় জলের সরবরাহ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি অন্তর্গত করে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, পৌরসংস্থা দ্বারা হস্তান্তরিত কার্যাবলীর বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে।

জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন না করার বিষয়ক পর্যবেক্ষণটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগে 2022 সালের নভেম্বরে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

সুপারিশ:

4. **সমন্বিত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য সরকার জেলা পরিকল্পনা কমিটির গঠন ও ফলপ্রসূ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে।**
5. **পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার কৌশলগত এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে।**

3.4.8 রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC)

73-তম এবং 74-তম সংবিধান সংশধন আইন, 1992-এর অনুচ্ছেদ 243I এবং 243Y, রাজ্য সরকারের জন্য CAA কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে এবং তারপরে, প্রতি পাঁচ বছরে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একটি অর্থ কমিশন গঠন করা বাধ্যতামূলক করে। স্থানীয় সংস্থাগুলির (যেমন, পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলি) আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে এবং তহবিল হস্তান্তরের জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করতে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে, রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সুপারিশগুলি করতে বিলম্ব হয়েছে, যা **সারণি 3.6**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 3.6: রাজ্য অর্থ কমিশনের গঠনে বিলম্ব

অর্থ কমিশন	সংবিধান অনুযায়ী গঠনের সময়কাল	নিয়োগের প্রকৃত তারিখ	প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখ	পদক্ষেপ গ্রহন প্রতিবেদনের জমার তারিখ	সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনে বিলম্ব
প্রথম	1993-1998	30 মে 1994	27 নভেম্বর 1995	22 জুলাই 1996	-
দ্বিতীয়	1998-2003	14 জুলাই 2000	6 ফেব্রুয়ারী 2002	15 জুলাই 2005	2 বছর
তৃতীয়	2003-2008	22 ফেব্রুয়ারী 2006	31 ডিসেম্বর 2008	16 জুলাই 2009	3 বছর
চতুর্থ	2008-2013	30 এপ্রিল 2013	2 ফেব্রুয়ারী 2016	6 জুন 2022	5 বছর
পঞ্চম	2013-2018	23 মে 2022	-	-	9 বছর
ষষ্ঠ	2018-2023		গঠিত হয়নি		

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ দ্বারা জারি করা রাজ্য অর্থ কমিশন প্রতিবেদন এবং আদেশনামা/বিজ্ঞপ্তি)

এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের মূল মেয়াদ 12 মাসের পরিবর্তে 22 মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল যার ফলে এটির প্রতিবেদন জমা দিতে বিলম্ব হয়েছিল। কমিশন গঠনে এবং পরবর্তীকালে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ জমা দিতে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব হওয়ার ফলে, পৌরসংস্থাগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একটি বর্ধিত হারে, রাজ্যের রাজস্বের অংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

প্রথম রাজ্য অর্থ কমিশনের 46 টি সুপারিশের মধ্যে, রাজ্য সরকার 35টি সুপারিশ গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের ক্ষেত্রে, 18টি সুপারিশের মধ্যে ছয়টি গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের 32টি সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে 16টি গৃহীত হয়েছে, তিনটি সুপারিশের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সম্মতি হয়েছে এবং অবশিষ্ট সুপারিশগুলি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা আরও পরীক্ষার[27] জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহন প্রতিবেদন

[27] *চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন, তৃতীয় খন্ড।*

(ATR) অনুযায়ী চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের স্থিতি **সারণি 3.7**-এ বিশদে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 3.7: চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গৃহীত পদক্ষেপ

ক্রমিক সংখ্যা	সুপারিশসমূহ	রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ
1.	**আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ:** কমিশন 2015-2016 আর্থিক বছরের জন্য ₹ 1,103.80 কোটি অনুদান এবং 2016-2017 থেকে 2019-2020 পর্যন্ত বার্ষিক 15 শতাংশ হারে প্রগতিমূলক বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। *(প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডের অনুচ্ছেদ নং 14.5 এবং 14.15)*	রাজ্য সরকার তার নিজস্ব কর রাজস্ব থেকে 2016-2017 সালের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ₹ 900 কোটি এবং 2017-2018 থেকে 2019-2020 পর্যন্ত বার্ষিক তিন শতাংশ বৃদ্ধি করতে সম্মত হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাজেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
2.	**আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত আরো সুপারিশ:** কমিশন সুপারিশ করেছে যে প্রস্তাবিত অনুদানের 60 শতাংশ নতুন সম্পদ তৈরিতে ব্যয় করা উচিত এবং অনুদানের 40 শতাংশ বিদ্যুৎ বিল, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, জলের সরবরাহ প্রকল্পের ব্যয় পরিশোধের জন্য, রাস্তার আলো এবং পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা তৈরি অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা উচিৎ। *(প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডের অনুচ্ছেদ নং 14.20)*	রাজ্য সরকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছে।
3.	**অন্যান্য সুপারিশসমূহ:** উপরোক্ত ছাড়াও, কমিশন গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা (RLBs) এবং পৌরসংস্থাগুলির (ULBs) কার্যকারিতার উন্নতি সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ, কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সম্পদ তৈরির মতো, আরও কিছু সুপারিশ করেছে। কমিশন পরামর্শ দিয়েছে যে গৃহীত সুপারিশ অনুসরণ এবং সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য মুখ্য সচিবের অধীনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত সচিব, পৌর বিষয়ক বিভাগের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব এবং আইন বিভাগের সচিবের সমন্বয়ে একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে । *(প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডের অধ্যায় VI থেকে XII এবং অনুচ্ছেদ নং 14.8, 14.11, 14.17, 14.21, 14.35, 14.36 এবং 16.11)*	কমিশন সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, অর্থ দফতরের প্রধান সচিব এবং নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দফতরের সচিবের সমন্বয়ে একটি রাজ্য স্তরের কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি সভা অনুষ্ঠিত করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা, পরিষেবা সরবরাহের ন্যূনতম মান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি, পৌরসংস্থাগুলির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ প্রতিরোধের জন্য ওয়ার্ড স্তরের নজরদারি, অদেয় কর পুনরুদ্ধার, পরিচালন হস্তান্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলিতে মোটর সরবরাহ প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভা এবং ওয়ার্ড সভাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা করা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধিকার/কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছে।

রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণসমূহ **অনুচ্ছেদ 4.3**-এ আলোচিত হল**:**

সুপারিশ:

6. সরকার SFC গঠন করতে পারে এবং তাদের সুপারিশ সময়মত বাস্তবায়ন করতে পারে।

3.4.9 হিসাব এবং নিরীক্ষা

সংবিধানের 243Z অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাজ্যের আইনসভা, আইন প্রনয়নের মাধ্যমে, পৌরসভাগুলির দ্বারা হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই জাতীয় হিসাবরক্ষণের নিরীক্ষণের বিষয়ে বিধান সৃষ্টি করতে পারে। পৌরসংস্থায় হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থা নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

3.4.9.1 পৌরসংস্থার বার্ষিক হিসাব

ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক (C&AG) ভারতে পৌরসংস্থাগুলির জন্য বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ ফর্ম্যাটগুলি সুপারিশ করার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন[28] করেছিলেন, যা অন্যান্য

[28] *একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশসমূহ এবং ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকার ভিত্তিতে।*

বিষয়গুলির সাথে সাথে, পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা উপচিতি-ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে, ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক (MoUD), C&AG-এর সহায়তায় একটি ন্যাশনাল মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল (NMAM) তৈরি করেছিল। C&AG-এর টাস্কফোর্স এবং ন্যাশনাল মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল-এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের[29] পৌরসংস্থাগুলিতে বিদ্যমান নগদ-ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে একটি উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি চালু করেছে।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) এর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলকাতা আরবান সার্ভিসেস ফর দ্য পুওর (KUSP) কর্মসূচীর অধীনস্থ চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (CMU)[30] উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির দিকগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে পৌরসংস্থার জন্য অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল আনয়নের মাধ্যমে *কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত *কলকাতা* মহানগর অঞ্চলের (KMA) 40টি পৌরসংস্থায় উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিযুক্ত হিসাবরক্ষণ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে।

উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার অধীনে, পৌরসংস্থাগুলিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। (1) স্থিতিপত্র (2) আয় ও ব্যয় বিবরণ (3) প্রাপ্তি এবং অর্থপ্রদানের হিসাব (4) ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং (5) নগদ প্রবাহ বিবরণ। সমস্ত পৌরসংস্থাকে প্রাথমিক বছরগুলির জন্য প্রারম্ভিক স্থিতিপত্র প্রস্তুত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 84 নং ধারা সংশোধন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের[31] 86A সংশোধনের মাধ্যমে উপচিতিভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে পৌরসংস্থাকে তাদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করতে বিধিবদ্ধ করার বিধান তৈরি করা হয়।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে **:**

(i) পৌরসংস্থা দ্বারা প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক বার্ষিক আর্থিক বিবরণের বিভিন্ন উপাদানগুলির ক্ষেত্রে আইন/বিধিতে অভিন্নতার অভাব ছিল যা **সারণি 3.8**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 3.8: বিভিন্ন আইন/বিধি অনুসারে বার্ষিক আর্থিক বিবরণের উপাদানসমূহ

পূর্বতন CMU দ্বারা প্রকাশিত পৌরসংস্থার অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল অনুসারে বার্ষিক আর্থিক বিবরণের উপাদানসমূহ	পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন অনুযায়ী বার্ষিক আর্থিক বিবরণের উপাদানসমূহ	পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অর্থ এবং হিসাবরক্ষণ) বিধি, 1999 (বিধি 260)
(1) স্থিতিপত্র, (2) আয় ও ব্যয়ের বিবরণ, (3) প্রাপ্তি এবং অর্থপ্রদানের হিসাব, (4) ট্রায়াল ব্যালেন্স এবং (5) নগদ প্রবাহের বিবরণ	(1) স্থিতিপত্র, (2) আয় ও ব্যয়ের হিসাব, (3) প্রাপ্তি এবং অর্থপ্রদানের হিসাব এবং (4) নগদ প্রবাহের বিবরণ	(1) স্থিতিপত্র, (2) আয় ও ব্যয়ের বিবরণ, (3) নগদ প্রবাহের বিবরণ, (4) প্রাপ্তি এবং অর্থপ্রদানের হিসাব, (5) রাজস্ব প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং (6) নোটস্ টু অ্যাকাউন্টস্

(উৎস: সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/আদেশসমূহ)

31 মার্চ 2021 তারিখ পর্যন্ত, পৌরসংস্থাগুলি স্থিতিপত্র, আয় এবং ব্যয় বিবরণ, প্রাপ্তি এবং অর্থপ্রদান হিসাব এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে গঠিত নোটস্ টু অ্যাকাউন্টস্ সহ বার্ষিক আর্থিক বিবরণ তৈরি করেছে এবং জমা দিয়েছে।

(ii) কলকাতা মহানগর অঞ্চলে (KMA) পৌরসংস্থাগুলি 2006-07 সাল থেকে উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা হিসাবরক্ষন পদ্ধতি অনুসরণ করে বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করা শুরু করে, যখন KMA অঞ্চল বহির্ভূত পৌরসংস্থাগুলি 2007-08 থেকে এটি অনুসরণ করা শুরু

---

[29] *আরবান রিফর্মস ইন্সেনটিভ ফান্ড (URIF) এর আওতাভুক্ত তহবিলের সুবিধা নিতে ভারত সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র (MoU) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি যুক্ত হিসাবরক্ষণ শুরু করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।*

[30] *একটি নিবন্ধিত সমিতি; UD&MAD-এর 7 জুন 2017 তারিখের আদেশ অনুযায়ী CMU, SUDA-র সাথে সংযুক্ত হয়।*

[31] *যথাক্রমে 1 অক্টোবর 2006 এবং 1 মার্চ 2010 কার্যকর।*

করে। 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, *হাওড়া* পৌরনিগমসহ, 124টি পৌরসংস্থা, উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিযুক্ত হিসাবরক্ষণ অনুসরণ করছিল এবং পৌরসংস্থার অ্যাকাউন্টিং ম্যানুয়াল অনুসারে উপরোক্ত প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করছিল। *কলকাতা* পৌরনিগমও উপচিতি-ভিত্তিক দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিযুক্ত হিসাবরক্ষণ অনুসরণ করে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, তিনটি পৌরসংস্থা যথা, *বিষ্ণুপুর* (2007-08 সময়কালের জন্য), *বুনিয়াদপুর* (2014-15 সময়কালের জন্য) এবং *ডোমকল* (2015-16 সময়কালের জন্য) প্রারম্ভিক স্থিতিপত্র ও তৎপরবর্তী বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করেনি এবং স্থানীয় লেখা পরীক্ষকের কাছে জমা দেয়নি। 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, 124টি পৌরসংস্থার[32] 544টি বার্ষিক আর্থিক বিবরণ নিরীক্ষার জন্য স্থানীয় লেখা পরীক্ষকের কাছে জমা দেওয়া হয়নি। স্থানীয় লেখা পরীক্ষকের নিকট জমা করা হয়নি এমন বার্ষিক আর্থিক বিবরণ বছরভিত্তিক সংখ্যা ***পরিশিষ্ট-3*** এ দেখানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট থেকে দেখা যায় যে 2007-08 সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণগুলি এখনও পর্যন্ত নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা এবং জমা দেওয়ার জন্য বাকি রয়েছে।

31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, 125টি পৌরসংস্থার বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত এবং/অথবা জমা না দেওয়ার বছরের সংখ্যা **চার্ট 3.1**-এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট 3.1: বার্ষিক আর্থিক বিবরণের প্রস্তুতি এবং/অথবা জমা দিতে বাকি থাকা

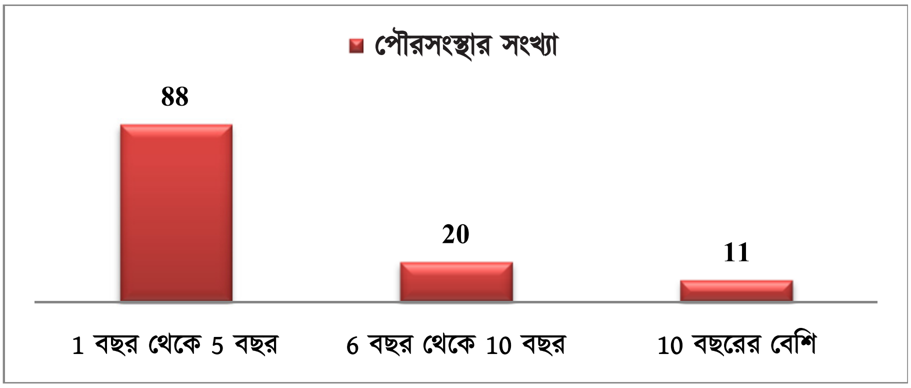

ছয়টি পৌরসংস্থা, যথা, *আরামবাগ, বসিরহাট, জঙ্গিপুর, পুরুলিয়া, সিউড়ি* এবং *টাকির* ক্ষেত্রে 2021 সালের মার্চ পর্যন্ত বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুতি এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দেরী ছিল না। নিম্নোক্ত পাঁচটি পৌরসভা যা পরবর্তীতে তিনটি পৌরনিগমের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে যে পৌরসভাগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের চৌত্রিশটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত ছিল না, যার বিশদ বিবরণ (31 মার্চ 2021 পর্যন্ত), **সারণি 3.9**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 3.9: পাঁচটি পূর্বতন পৌরসভার বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুতি বাকি থাকা

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসভার নাম	পৌরসভা যে পৌরনিগমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে	সংযুক্তকরণের তারিখ	যে সময়ের বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়নি	বার্ষিক আর্থিক বিবরণের সংখ্যা
1	রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা	বিধাননগর পৌরনিগম	জুন 2015 (2015-16)	2012-13 থেকে 2015-16	4
2	বালি পৌরসভা	হাওড়া পৌরনিগম	জুন 2015 (2015-16)	2008-09 থেকে 2015-16	8

[32] *এই 124টি পৌরসংস্থার মধ্যে, পাঁচটি পূর্বতন পৌরসংস্থা (জামুরিয়া, রায়গঞ্জ, কুলটি, রাজারহাট গোপালপুর এবং বালি পৌরসভা)-এর বার্ষিক হিসাব, যা পরে তিনটি পৌরনিগমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল, প্রস্তুত এবং জমা করেনি।*

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসভার নাম	পৌরসভা যে পৌরনিগমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে	সংযুক্তকরণের তারিখ	যে সময়ের বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত ও জমা দেওয়া হয়নি	বার্ষিক আর্থিক বিবরণের সংখ্যা
3	জামুরিয়া পৌরসভা	আসানসোল পৌরনিগম	জুন 2015 (2015-16)	2008-09 থেকে 2015-16	8
4	রাণীগঞ্জ পৌরসভা			2011-12 থেকে 2015-16	5
5	কুলটি পৌরসভা			2007-08 থেকে 2015-16	9

(উৎস: স্থানীয় লেখা পরীক্ষক দ্বারা রক্ষিত তথ্য)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত না করা পৌরসংস্থার ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয় এবং পৌর তহবিল পরিচালনা ও পৌরসংস্থার সহায়ক অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত জনসাধারণের অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এছাড়াও, FC-XIV সুপারিশ করেছে যে কর্মক্ষমতা অনুদানের যোগ্য হওয়ার জন্য, পৌরসংস্থাকে সেই বছরের নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব জমা দিতে হবে যেটি, কর্মক্ষমতা অনুদান যে বছর দাবি করতে চায়, তার পূর্ববর্তী দুই বছরের অধিক আগের হবে না। অধিকন্তু, FC-XV সুপারিশকৃত অনুদানের জন্য যোগ্যতা অর্জনের এন্ট্রি স্তরের শর্ত হিসাবে 2021-22 থেকে পৌরসংস্থার নিরীক্ষার আগে এবং পরে সঠিক সময়ে একক পৌরসংস্থার হিসাব অনলাইনে সর্বসাধারণের ডোমেনে প্রাপ্যতার সুপারিশ করেছে। পৌরসংস্থা দ্বারা হিসাব প্রস্তুত না করা/বিলম্বিত হওয়ার কারণে, হিসাবগুলির নিরীক্ষা বিলম্বিত হয়েছে। এর ফলে পৌরসংস্থাগুলি CFC অনুদান প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে।

সুপারিশ:

7. পৌরসংস্থা দ্বারা বার্ষিক আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করার এবং বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক (ELA) দ্বারা নিরীক্ষার জন্য সময়মতো বার্ষিক আর্থিক বিবরণ জমা দেওয়ার জন্য সরকার একরূপ সময়কাল নির্ধারণ করতে পারে।

3.4.9.2 নিরীক্ষা

(i) স্থানীয় লেখা পরীক্ষক (ELA)-এর দ্বারা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা, রাজ্য আইনসভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা এবং সেখানে আলোচনার নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করে আলোচনা।

পৌর আইন[33] অনুযায়ী, সমস্ত পৌরসংস্থার তহবিলগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত একজন নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা করা উচিত। তদনুসারে, রাজ্য সরকার পৌরসংস্থার তহবিলের নিরীক্ষার নিরীক্ষক হিসাবে ভারতীয় নিরীক্ষা ও লেখা বিভাগের ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল পদাধিকারী আধিকারিককে স্থানীয় লেখা পরীক্ষক (ELA) পদে নিযুক্ত করেছে। অর্থাৎ স্থানীয় লেখা পরীক্ষক পৌরসংস্থার তহবিলের প্রাথমিক/সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসাবে গণ্য হন। স্থানীয় লেখা পরীক্ষক পৌরসংস্থার মান্যতা নিরীক্ষা এবং কার্যকলাপের/বিশদ মান্যতা নিরীক্ষাও পরিচালনা করেন।

স্থানীয় লেখা পরীক্ষক, পৌরসংস্থার[34] নিরীক্ষিত ও পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাবের উপর পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন (SARs) প্রস্তুত করে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 163A নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 80A নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 91A নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 90A নং ধারা অনুযায়ী স্থানীয় লেখা পরীক্ষক একটি মান্যতা

[33] *কলকাতা পৌরনিগম আইনের 160(1) নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 77(1) নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 87(1) নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 86(1) নং ধারা।*

[34] *কলকাতা পৌরনিগম আইনের 161 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 78 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 88 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 87 নং ধারা।*

নিরীক্ষা প্রতিবেদনও তৈরি করেন, যা প্রতি বছর ‘পৌরসংস্থা সম্পর্কে স্থানীয় হিসাব পরীক্ষকের প্রতিবেদন’ হিসাবে রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্য আইনসভায় পেশ করা হয়।

রুলস্ অফ প্রসিডিওর অফ দ্য কমিটি অন লোকাল ফান্ড অ্যাকাউন্টস অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (ইন্টারনাল ওয়ার্কিং) রুলস্, 2018[35]-এর নিয়মাবলীর মাধ্যমে পৌরসংস্থা বিষয়ক স্থানীয় হিসাব পরীক্ষকের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা এবং তার উপর প্রতিবেদনের[36] জন্য ‘কমিটি অন লোকাল ফান্ড অ্যাকাউন্টস’ (CLFA) গঠিত হয়েছিল । উল্লিখিত কমিটি 3 আগস্ট 2018 থেকে কার্যকর হয়। 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত কমিটি দ্বারা চারটি অনুচ্ছেদের প্রমাণ গ্রহণের আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 156 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 74 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 84 নং ধারা অনুযায়ী প্রধান পৌর নিরীক্ষক/প্রধান নিরীক্ষক, যিনি পৌরনিগমের একজন কর্মচারি, দ্বারা পৌরনিগমের হিসাবের মাসিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার বিধান রয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 157 নং ধারা, হাওড়া পৌরনিগম আইনের 75 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 85 নং ধারা অনুযায়ী প্রধান পৌর নিরীক্ষক/প্রধান নিরীক্ষক হিসাব ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং এই প্রতিবেদনগুলি পৌর মহাধ্যক্ষ (*কলকাতা* পৌরনিগম এবং অন্যান্য পৌরনিগমের ক্ষেত্রে)/মেয়র-পরিষদ (*হাওড়া* পৌরনিগমের ক্ষেত্রে)-এর কাছে জমা দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অর্থ এবং হিসাবরক্ষণ) বিধির 24 নং বিধিতে পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চলের জন্য অনুরূপ বিধান বিদ্যমান, যেখানে পৌরপ্রধান পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত একজন আধিকারিককে প্রতি মাসে অন্তত একবার পৌর তহবিল পরীক্ষা করতে হবে ও মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এই নিয়ম *কলকাতা* পৌরনিগম এবং *হাওড়া* পৌরনিগম ব্যতীত পৌরনিগমগুলির[37] ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) বিধি, 1997, অনুযায়ী সমবায় নিরীক্ষার অধিকর্তার অধীনস্থ নিরীক্ষা আধিকারিক বা সরকারি নিবন্ধিত নিরীক্ষক(গুলি) (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মস) নিযুক্ত করে হিসাবগুলির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করার ব্যবস্থা করে এবং উক্ত বিষয়ক ফলাফল চেয়ারম্যানকে অবগত করার বিধান দেয়।

নিরীক্ষায় উল্লিখিত হয়েছে যে *আসানসোল* পৌরনিগম এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম প্রধান পৌর নিরীক্ষক/প্রধান নিরীক্ষক নিয়োগ করেনি। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে *আসানসোল* পৌরনিগম এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম সহ 17টি পৌরসংস্থা[38], বহিরাগত সংস্থাকে নিযুক্ত করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ

---

[35] *পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার রুলস অফ প্রসিডিওর এন্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেসের 217 নং ধারার অধীনে গঠিত।*

[36] *পূর্বে 2006-এ স্টেট লেভেল অডিট কমিটি (SLAC) গঠিত হয়েছিল পৌরসংস্থাসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় হিসাব পরীক্ষকের প্রতিবেদনে প্রকাশিত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা করার জন্য যদিও SLAC তে এমন কোন অনুচ্ছেদের আলোচনা হয়নি।*

[37] *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন পৌর বিষয়ক বিভাগের আদেশনামা সংখ্যা 248/MA/O/C-5/A/2A-2/1999, তারিখ 26 জুন 2013 অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অর্থ এবং হিসাবরক্ষণ) বিধি, 1999 সব পৌরনিগমগুলির উপরেও (কলকাতা পৌরনিগম ও হাওড়া পৌরনিগম ব্যতীত) কার্যকর হয়। উক্ত আদেশনামায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে, এই বিধিতে পৌরপ্রধানের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি পৌরনিগমের মহাধ্যক্ষ নির্বাহ করবেন এবং মহাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সচিব এই ক্ষমতা নির্বাহ করবেন।*

[38] *2016-17 অবধি: একটি পৌরসংস্থা (আসানসোল পৌরনিগম); 2017-18: অবধি একটি পৌরসংস্থা (কালনা); 2018-19 অবধি: নয়টি পৌরসংস্থা (বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, খড়গপুর, কোন্নগর, মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং); 2019-20 অবধি: চারটি পৌরসংস্থা (গোবরডাঙ্গা, পানিহাটি, পূজালী এবং রামজীবনপুর); 2020-21 অবধি: একটি পৌরসংস্থা (বারাসাত)। শিলিগুড়ি পৌরনিগম অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করালেও কোন সময় অবধি নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করেনি।*

নিরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে 15টি পৌরসংস্থায় এক থেকে তিন বছরের মুলতুবি ছিল। ছয়টি পৌরসংস্থা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেনি এবং তিনটি পৌরসংস্থার[39] অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

কলকাতা পৌরনিগমে, 31 মার্চ 2021 তারিখে, প্রধান পৌর নিরীক্ষক দ্বারা 2018-19 সালের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই বছরের মুলতুবি ছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, 26টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে (*কলকাতা পৌরনিগম* বাদে), মাত্র 12টি পৌরসংস্থা পৌর তহবিলের মাসিক পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, যেক্ষেত্রে মাত্র দুটি পৌরসংস্থা (*পানিহাটি* এবং *রায়গঞ্জ*) 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে পৌর তহবিলের হিসাবের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, কিন্তু ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে পেশ করা হয়নি, বা সেগুলি স্থানীয় সংস্থা অধিকারের কাছেও পাঠানো হয়নি।

সুপারিশ:

8. সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে যাতে পৌরসংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

3.4.10 মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি

কলকাতা পৌরনিগম আইন এবং হাওড়া পৌরনিগম আইনের 10 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 21 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 92 নং ধারা অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলির হিসাব পরীক্ষা করার জন্য, নিরীক্ষক দ্বারা হিসাবের প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা করার জন্য এবং পৌরসংস্থার কাছে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন সময়ে সময়ে জমা দেওয়ার জন্য পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ দ্বারা প্রতি বছর মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি (MAC) গঠন করবে। মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি পৌরপ্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত তিন থেকে পাঁচজন পৌরপ্রতিনিধি এবং যাদের আর্থিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে ও যারা পৌরসংস্থার সদস্য/কর্মচারী/আধিকারিক নন এমন সর্বোচ্চ দুইজন মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত।

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ সময়কালে পৌরসংস্থায় MAC-এর গঠন **সারণি 3.10**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 3.10: নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির সংগঠন

অর্থবর্ষ	মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়েছে এমন পৌরসংস্থার সংখ্যা	মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন পৌরসংস্থার সংখ্যা	মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়নি এমন পৌরসংস্থার সংখ্যা	তথ্য/নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেনি এমন পৌরসংস্থার সংখ্যা
2015-16	9	4	14	4
2016-17	3	1	20	4
2017-18	4	3	19	4
2018-19	5	3	18	4
2019-20	Nil	-	22	5
2020-21	1	1	21	5

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

[39] *বনগাঁ, কাঁথি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, মাল এবং তুফানগঞ্জ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করায় নি। কোচবিহার, ঝালদা ও সিউড়ি তথ্য প্রদান করেনি।*

দুটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম এবং *রায়গঞ্জ*) প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করেনি। *মাল* এবং *পানিহাটি* পৌরসভাগুলি জানিয়েছে যে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়েছিল কিন্তু 2015-16 থেকে 2020-21 সময়ের জন্য প্রতি বছরে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়েছিল কিনা তা নির্দিষ্ট করেনি। পৌরসংস্থাগুলির বিশদ বিবরণ ***পরিশিষ্ট-4*** এ দেওয়া আছে।

2020-21 অর্থবর্ষে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থা 2015-16 এবং 2017-18 অর্থবর্ষে দুবার মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠন করেছিল, 2015-16 অর্থবর্ষে গঠিত মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি 2016-17 অর্থবর্ষেও অব্যাহত ছিল এবং, নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটি 2016-17 সালে সভা করেছে। 2017-18 অর্থবর্ষে, একটি নতুন মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়েছিল, যা 2018-19 পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং এর বৈঠকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এইভাবে, আইনের বিধান লঙ্ঘন করে, *কলকাতা* পৌরনিগমে প্রতি বছর নতুন মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠন করা হয়নি। *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম, *কোচবিহার* পৌরসভা এবং *হাবড়া* পৌরসভার ক্ষেত্রে এক বছরের নির্ধারিত সময়ের বাইরে মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটিগুলি চালিয়ে যাওয়ার অনুরূপ উদাহরণ লক্ষ্য করা গেছে।

সারণি 3.10 থেকে এটিও স্পষ্ট যে নমুনা পরীক্ষিত অধিকাংশ পৌরসংস্থায় মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি গঠন করা হয়নি, যার কারণে তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি এবং নিরীক্ষা দ্বারা করা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

সুপারিশ:

9. সরকার নিশ্চিত করতে পারে যে প্রতি বছর যাতে MAC গঠন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থার নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ) নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়মিত সভা করা হয়।

3.4.11 স্ট্যান্ডিং কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ আইনের 23AA নং ধারা অনুযায়ী তিনজনের কম নয় এবং নয়জনের বেশি নয় এমন সংখ্যক পৌরপ্রতিনিধি বিশিষ্ট ছয়টি পৃথক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। ঐ একই আইনের 23B নং ধারা অনুযায়ী, স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি নির্দেশ করে এবং এই ধরনের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করে সুপারিশ পেশ করার জন্য দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 24 নং ধারাতে ছয়টি স্ট্যান্ডিং কমিটি[40] গঠনের কথা বলা হয়েছে। পৌরনিগমগুলি তাদের কার্যগুলির পৃথকীকরণ বা একত্রিত করার মাধ্যমে স্ট্যান্ডিং কমিটির আকার পুনর্নির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে। ঐ একই আইনের 25 নং ধারা অনুযায়ী, পৌরনিগমের স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী পৌরসভার অনুরূপ। কলকাতা পৌরনিগম আইনে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কোনো বিধান নেই।

নমুনা পরীক্ষিত 24টি পৌরসভার মধ্যে ছয়টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের অবস্থা **সারণি 3.11**-এ দেখানো হয়েছে।

---

[40] *(i) ফাইনান্স অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেসন স্ট্যান্ডিং কমিটি, (ii) সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি, (iii) ওয়াটার সাপ্লাই স্ট্যান্ডিং কমিটি, (iv) পাবলিক ওয়ার্কস অ্যান্ড পাবলিক সেফটি স্ট্যান্ডিং কমিটি, (v) হেল্থ অ্যান্ড স্যানিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং (vi) এডুকেশন অ্যান্ড আরবান পভার্টি অ্যালিভিয়েশন স্ট্যান্ডিং কমিটি।*

সারণি 3.11: পৌরসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের অবস্থা

ক্রমিক সংখ্যা	স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম	যে পৌরসভায় গঠিত হয়েছে (গঠনের সময়কাল)	যে পৌরসভায় গঠিত হয়নি	যে পৌরসভা তথ্য প্রদান করেনি
1.	ফাইনান্স অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেসন স্ট্যান্ডিং কমিটি	1. বাঁশবেরিয়া (2015-16) 2. ব্যারাকপুর (2015-16) 3. কাঁথি (2015-16) 4. কোচবিহার (2017-18) 5. হাবড়া (2013-14) # 6. ঝালদা (2015-16) 7. কালিয়াগঞ্জ (2016-17) 8. কাটোয়া (2015-16) 9. খড়গপুর (2018-19) 10. মাল (2015-16) 11. মেদিনীপুর (2013-14) 12. পানিহাটি (2015-16) 13. পূজালী (2017-18) 14. রামজীবনপুর (2015-16) 15. সিউড়ি (2015-16)	1. বনগাঁ 2. কালনা 3. রায়গঞ্জ 4. তুফানগঞ্জ 5. উত্তরপাড়া-কোতরং	1. বারাসাত 2. গোবরডাঙ্গা 3. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 4. কোন্নগর
2.	সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি			
3.	ওয়াটার সাপ্লাই স্ট্যান্ডিং কমিটি			
4.	পাবলিক ওয়ার্কস স্ট্যান্ডিং কমিটি			
5.	হেল্‌থ এডুকেশন অ্যান্ড আরবান পভার্টি অ্যালিভিয়েশন স্ট্যান্ডিং কমিটি			
6.	পাবলিক হেল্‌থ অ্যান্ড স্যানিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি#			

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

 # হাবড়া পৌরসভায় পাবলিক হেল্‌থ অ্যান্ড স্যানিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়নি।

শিলিগুড়ি পৌরনিগমে, ছয়টির মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী কমিটির গঠন করা হয়েছিল, যদিও গঠনের সময়কাল সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়নি; স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়নি। *আসানসোল* পৌরনিগম কোনও তথ্য দেয়নি।

3.4.12 প্যারাস্টাটাল ও পৌর প্রশাসনে তাদের ভূমিকা

প্যারাস্ট্যাটাল হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন, যেগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি মালিকানাধীন এবং সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে বা একটি নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে গঠিত) এবং পৌরসংস্থার কিছু কাজ সম্পাদন করে।

UD&MA বিভাগ রাজ্যে পৌরপ্রশাসনের ক্ষেত্রে পৌর সংস্থা তৎসহ প্যারাস্ট্যাটাল ও অধিকার এবং বা অন্যান্য বিভাগগুলির বিশদ বিবরণ দেয়নি। যাইহোক, নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে অনেকগুলি প্যারাস্ট্যাটাল রয়েছে, যা পৌরসংস্থার পৌর প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে; প্যারাস্ট্যাটালের ভূমিকা **সারণি 3.12** এ আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি 3.12: প্যারাস্ট্যাটাল, অধিকার এবং অন্যান্য বিভাগের নাগরিক প্রশাসন সম্পর্কিত ভূমিকা

প্যারাস্টাটালের নাম	কার্য
স্থানীয় সংস্থা অধিকার (DLB)	DLB, UD&MA বিভাগের অধীনস্থ একটি অধিকার, যার দুটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। DLB-র কাজগুলির মধ্যে রয়েছে-(i) পৌরনিগম বাদে সমস্ত পৌরসংস্থার নিয়মিত পরিদর্শন; (ii) পৌরসংস্থার কর্মচারীদের জন্য বেতন, মহার্ঘ্য ভাতা এবং মহার্ঘ্য ত্রাণ এবং অবসরকালীন ভাতার প্রদান; (iii) অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (AMRUT) এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুডস মিশন (DAY-NULM) প্রকল্পগুলি, SUDA-এর তত্ত্বাবধানে পর্যবেক্ষণ; এবং (iv) স্থানীয় হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা সংক্রান্ত উত্তর পরীক্ষা করা। বিভিন্ন পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ইতিমধ্যেই অনুমোদিত শূন্যপদের বিষয়ে নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি করার ক্ষমতাও DLB-কে দেওয়া হয়েছে।
পৌর কারিগরি অধিকার (MED)	MED, 1981 সালে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিকার হিসাবে গঠিত হয়েছিল। MED পৌরসংস্থার (কলকাতা পৌরনিগম এবং হাওড়া পৌরনিগম ব্যতীত) বাস্তু, যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। এটি টু-বিড ব্যবস্থাপনার অধীনে পৌরসংস্থা দ্বারা প্রবর্তিত দরপত্র/ই-টেন্ডারগুলির প্রযুক্তিগত মূল্যায়নও পরিচালনা করে। MED-কে AMRUT, DAY-NULM, ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন (NUHM) ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রকল্প/পরিকল্পগুলি সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
রাজ্য নগরোন্নয়ন সংস্থা (SUDA)	SUDA হল ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, 1961-এর অধীনস্থ একটি নিবন্ধিত গোষ্ঠী, যা 1991 সালের মে মাসে জারি করা পূর্বতন পৌর বিষয়ক বিভাগের একটি আদেশের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। SUDA-এর কাজগুলির মধ্যে রয়েছে- (i) উন্নত পৌর প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং পদ্ধতিগত পরিকল্পনা সুনিশ্চিত করতে পৌরসংস্থাকে সহায়তা করা, (ii) সাধারণ নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদান এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জল সরবরাহ, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তার আলো সম্পর্কিত পরিকাঠামোগত সুবিধা স্থাপন। বর্তমানে, SUDA, AMRUT, ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড (BRGF), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)/হাউসিং ফর অল (HFA)-আরবান, DAY-NULM, NUHM, স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM)-আরবান, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কার্যক্রম (NSAP), রাজ্য সরকার দ্বারা পোষিত স্বাস্থ্য প্রকল্প, যেমন কমিউনিটি বেসড্ প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস (CBPHCS) এবং আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস (UPHCS)-সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও নজরদারির জন্য দায়ী। SUDA রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে পৌরসংস্থাকে সহায়তা প্রদান করে।
পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক আয়োগ (WBMSC)	পৌরসংস্থা এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরাসরি প্রেরিত অনুরোধ অনুযায়ী, পৌরসংস্থা এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে WBMSC গঠিত হয়েছিল।
পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ণ পর্ষদ (WBVB)	WBVB সমস্ত পৌরসংস্থার (কলকাতা পৌরনিগম এবং হাওড়া পৌরনিগম ব্যতীত) অধীনস্থ পৌর রায়তির বার্ষিক মূল্য সংশোধন করার জন্য ও সম্পত্তি করের সংশোধনের জন্য পর্যায়ক্রমিক সাধারণ মূল্যায়ন পরিচালনা করে।

প্যারাস্টাটালের নাম	কার্য
কলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KMDA)	KMDA, যা পূর্বে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (CMDA) হিসাবে পরিচিত ছিল, 1970 সালে একটি রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে 1972 সালের KMDA আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ হয়েছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট, 1979 প্রণয়নের মাধ্যমে, KMDA কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া (KMA) এর জন্য সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনোনীত হয়েছিল। KMDA-এর প্রাথমিক কাজ হল ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (LUDCP) প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। KMDA-র জল ও স্বাস্থ্যবিধি সেক্টর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় AMRUT, রাজ্য তহবিল ও বিশেষ পরিকাঠামো তহবিলের অন্তর্গত জল সরবরাহ প্রকল্পের বিস্তারমূলক কার্যাবলী বাস্তবায়ন/সম্পাদন করে। এই ধরনের প্রকল্পগুলির সমস্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, তাদের নিশ্চয়তার সময়কালে এবং তৎপরবর্তীকালে এই সেক্টর দ্বারা নির্বাহ করা হয়। KMDA-র পয়ঃনিষ্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেক্টর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বৃষ্টির জল নিকাশি ব্যবস্থা প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করে। এই সেক্টর কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত প্রকল্পগুলিও দেখাশোনা করে। বর্তমানে, এটিকে সারা রাজ্যের বিভিন্ন ডাম্পিং সাইটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিগ্যাসি বর্জ্যের বায়ো-রেমিডিয়েশন এবং বায়ো-মাইনিং কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। KMDA বিভিন্ন পৌরসভায় পরিষ্কার জল এবং নর্দমার জলের জন্য প্রচুর সংখ্যক পাম্পিং স্টেশন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত। এটি পৌরসংস্থার বৈদ্যুতিক-যান্ত্রিক কাজের খসড়া পরিকল্পনা প্রতিবেদন (DPR)/ প্রাক্কলন যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইনের 102 নং ধারা অনুসারে ভূমি ব্যবহারের কোনও উন্নয়ন বা পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেওয়ার জন্য KMDA উন্নয়ন মাশুল ধার্য ও সংগ্রহ করতে পারে।
আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ADDA) এবং শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SJDA)	এই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলি ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (LUDCPs) প্রস্তুত করে এবং তাদের অধীনস্থ পরিকল্পনা অঞ্চলগুলির জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্পাদন করে। ADDA এবং SJDA ভূমির কোনো উন্নয়ন বা ব্যবহার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অনুমতি প্রদানের জন্য উন্নয়ন চার্জ ধার্য ও আদায় করতে পারে।
স্থানীয় প্রশাসন এবং পৌর শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (ILG&US)	পৌরসংস্থার (কলকাতা পৌরনিগম ব্যতীত) কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (PHED)	KMA অঞ্চল বহির্ভূত এলাকায় জল সরবরাহ করে। কিছু কিছু পৌর এলাকায় PHED নিকাশি পরিশোধনাগার নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ করে।

(উৎস: সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য)

সম্পদের সংগ্রহ, মানবসম্পদ এবং পরিষেবা প্রদানে প্যারাস্ট্যাটাল, অধিকার এবং অন্যান্য বিভাগের ভূমিকা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরসংস্থাসমূহের আর্থিক সংস্থান

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরসংস্থাসমূহের আর্থিক সংস্থান

পৌরসংস্থাগুলির দ্বারা হস্তান্তরিত কাজগুলি তখনই কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, যখন অনুমানযোগ্য রাজস্ব স্থানান্তরের মাধ্যমে বা নিজস্ব রাজস্ব প্রবাহ অধিগত করার মাধ্যমে তারা যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান দ্বারা সমর্থিত হয়। পৌরসংস্থাগুলিতে অনুমানযোগ্য আর্থিক স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী রাজ্য অর্থ কমিশন ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাজস্বের নিজস্ব উৎসগুলি অধিগত করার মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রবাহ থেকে ধার্য এবং সংগ্রহ করার ক্ষমতা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই অধ্যায়ে পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক সংস্থান সহ রাজ্য অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন এবং নিজস্ব রাজস্ব থেকে প্রাপ্তিসমূহ, মোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে নিজস্ব রাজস্বের অংশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসংস্থাগুলির স্বনির্ভরতা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে নিজস্ব রাজস্ব সংস্থানের অন্বেষণের জন্য পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায়, পৌরসংস্থাগুলিতে SFC এবং CFC অনুদান হস্তান্তরে বিলম্ব, SFC অনুদানের স্বল্প প্রদান, বাজেট প্রস্তুতিতে ঘাটতিসহ সম্পত্তি কর ও অন্যান্য নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহে পৌরসংস্থাগুলির অসন্তোষজনক দক্ষতা লক্ষ্য করা গেছে।

4.1 পৌরসংস্থাগুলির রাজস্বের উৎস

পৌরসংস্থাগুলির তহবিল (i) নিজস্ব উৎসের আয়, (ii) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান ও সহায়তা, (iii) বরাদ্দকৃত রাজস্বরূপে করের ভাগ এবং (iv) সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। পৌরসংস্থাগুলির আয়ের উৎসগুলির ফ্লো-চার্ট, **চার্ট 4.1**-এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট 4.1: পৌরসংস্থাগুলির রাজস্বের উৎস

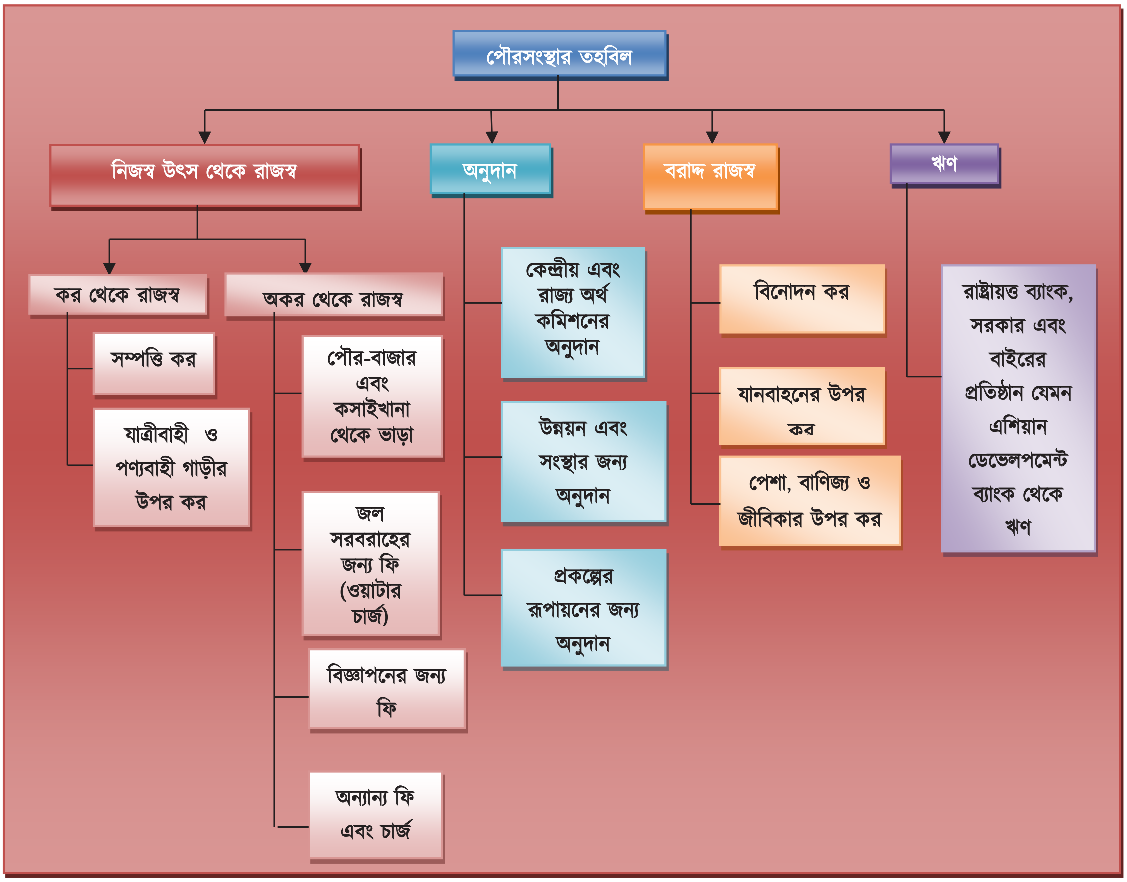

4.2 পৌরসংস্থাগুলিতে তহবিলপ্রবাহ

কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান অর্থ বিভাগের মাধ্যমে UD&MA বিভাগকে বরাদ্দ এবং প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে UD&MA বিভাগ সেই অনুদান (পরিকল্পনা বহির্ভূত) পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদানের জন্য রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থাকে (SUDA) বরাদ্দ করে। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA), পৌরসংস্থাগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করে। এছাড়াও রাজ্য সরকারি অনুদানগুলি, UD&MA বিভাগ, ট্রেজারির (স্থানীয় তহবিল অ্যাকাউন্ট)[41] মাধ্যমে পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদান করে। প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান যথা বেতন, মহার্ঘ্য ভাতা, অবসরকালীন ভাতার জন্য অবদান ইত্যাদি স্থানীয় সংস্থা অধিকারকে প্রদান করা হয়, যা পরবর্তীতে ট্রেজারির (স্থানীয় তহবিল অ্যাকাউন্ট) মাধ্যমে পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদান করা হয়।

পৌরসংস্থাগুলিকে দেওয়া আর্থিক অনুদানের বিবরণ, স্থানীয় সংস্থা অধিকার (DLB) এবং রাজ্য নগর উন্নয়ণ সংস্থা (SUDA) থেকে পাওয়া যায়নি। 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে রাজ্যের 125টি পৌরসংস্থাগুলিকে দেওয়া অনুদানের বিশদ বিবরণ, যা নিরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হয়েছিল তা নিম্নে **সারণি 4.1**-এ নির্দেশিত করা হয়েছে।

সারণি 4.1: 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে 125টি পৌরসংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান

(₹ কোটিতে)

বর্ষ	অনুদান[42]	বরাদ্দকৃত রাজস্ব	মোট প্রদান
2015-16	3,796.88	87.33	3,884.21
2016-17	5,349.38	133.47	5,482.85
2017-18	6,771.46	178.96	6,950.42
2018-19	8,049.88	164.63	8,214.51
2019-20	5,541.52	152.06	5,693.58
2020-21	6,023.48	129.69	6,153.17

[উৎস: UD&MAD এবং SUDA দ্বারা পেশ করা তথ্য, UD&MAD-র বাজেট সংক্রান্ত তথ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট]

বরাদ্দকৃত রাজস্বের মধ্যে বিনোদন কর, যানবাহনের উপর কর এবং পেশা, বাণিজ্য ও জীবিকার উপর কর অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য UD&MA বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়না।

41 'স্থানীয় তহবিল (LF) অ্যাকাউন্ট' বলতে ট্রেজারিতে রক্ষিত পৌর তহবিল বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গ পৌর (অর্থ এবং হিসাবরক্ষণ) বিধি 1999-এর 20 নং বিধি অনুসারে 'পৌর তহবিলকে' স্থানীয় তহবিল হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেজারিতে সরকারি অ্যাকাউন্টের অংশ হিসাবে,পাবলিক অ্যাকাউন্টে '8448-স্থানীয় তহবিল অ্যাকাউন্ট-00-102-পৌর তহবিল' নামক মেজর হেড অ্যাকাউন্টের অধীনে রাখা হয়।

42 UD&MAD, DLB এবং SUDA কর্তৃক পৌরসংস্থাকে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি মূলধনী তথা রাজস্ব অনুদান ইহার অর্ন্তগত। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন (FC-XIII এবং XIV), রাজ্য অর্থ কমিশন (তৃতীয় SFC এবং চতুর্থ SFC), AMRUT, NULM, NUHM, PMAY/HFA-আরবান, গ্রীন সিটি মিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্রয়মেন্ট স্কীম, স্থায়ী অনুদান, উন্নয়ণ অনুদান, বেতন ও অন্যান্য ভাতা এই অনুদানের অন্তর্ভুক্ত।

4.3 রাজ্য অর্থ কমিশনের (SFC) অনুদান

4.3.1 SFC অনুদানের স্বল্প প্রদান

চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনে 2010-11 থেকে 2014-15 সময়কালে তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদানের স্বল্প প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদানের সাপেক্ষে প্রকৃত অনুদান **সারণি 4.2**-এ নির্দেশিত করা হয়েছে।

সারণি 4.2: 125টি পৌরসংস্থাতে তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদানের সাপেক্ষে প্রকৃত অনুদান

(₹ কোটিতে)

বর্ষ	তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদান	প্রকৃত প্রদান	প্রদানের শতকরা হার
2010-11	192.00	137.24	71.48
2011-12	215.04	117.34	54.57
2012-13	240.84	172.86	71.77
2013-14	269.74	137.59	51.01
2014-15	302.11	143.01	47.35

(উৎস: চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন)

চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন তার ফেব্রুয়ারী 2016-র প্রতিবেদনে, 2015-16 তে পৌরসংস্থাগুলিকে অনুদান হিসাবে ₹ 442.49 কোটি প্রদান করার সুপারিশ করেছে। এটিও সুপারিশ করা হয়েছে যে এই পরিমাণটি আগামী পাঁচ বছরে প্রতি বছর 15 শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা উচিত, তবে শর্ত থাকে যে যদি একটি নির্দ্দিষ্ট বছরে, রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব 15 শতাংশের কম বৃদ্ধি পায়, এই হস্তান্তরটি আনুপাতিকভাবে হ্রাস করা হবে।

নথির যাচাইয়ে দেখা গেছে যে, রাজ্য সরকার 2019-20 অর্থবর্ষ থেকে অর্থাৎ SFC প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়ার তিন বছর পর থেকে চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান করা শুরু করেছে। যদিও 2018-19 অর্থবর্ষে, চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদানের অর্থ প্রদানের জন্য বরাদ্দ আদেশ প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু অনুদানগুলি প্রকৃতপক্ষে 2019-20 অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়েছিল।

চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন দ্বারা সুপারিশকৃত বছরভিত্তিক বরাদ্দ এবং 125টি পৌরসংস্থাতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকৃত বরাদ্দ **সারণি 4.3**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 4.3: চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন দ্বারা সুপারিশকৃত বরাদ্দ এবং পৌরসংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকৃত বরাদ্দ

(₹ কোটিতে)

বর্ষ	চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত অনুদান	রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকৃত বরাদ্দ
2015-16	442.49	-
2016-17	508.86	-
2017-18	585.19	-
2018-19	672.97	-
2019-20	773.92	193.06
2020-21	0.00	79.87
মোট	**2,983.43**	**272.93**

(উৎস: অনুদান প্রদান সম্পর্কিত UD&MAD দ্বারা পেশ করা তথ্য এবং চতুর্থ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রথম খন্ড, ফেব্রুয়ারী 2016, সারণি 14.15.1)

চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন এর সুপারিশ অনুসারে, 2015-16 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষ পর্যন্ত পৌরসংস্থাগুলিকে ₹ 2,983.43 কোটি অনুদান বরাদ্দ করা প্রয়োজন বলে নির্ণয় করা হয়। **সারণি 4.3** থেকে স্পষ্ট যে, 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ₹ 2,983.43 কোটির সাপেক্ষে পৌরসংস্থাগুলিকে শুধুমাত্র ₹ 272.93 কোটি প্রদান করা হয়েছিল, যা মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের মাত্র 9.15 শতাংশ ছিল।

4.3.2 SFC অনুদান প্রদানে বিলম্ব

যদিও তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন-এর সময়সীমা 2008-09 থেকে 2012-13 অর্থবর্ষ পর্যন্ত ছিল, কিন্তু এই অনুদান প্রদান প্রকৃতপক্ষে 2010-11 অর্থবর্ষ থেকে প্রদান করা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় সংস্থাগুলির দ্বারা রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদানের বিলম্বিত প্রাপ্তির ঘটনাও চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের দ্বারাও পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 2011-12 অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে 2012-13[43] অর্থবর্ষের শেষে প্রদান করা হয়েছিল।

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে পৌরসংস্থাগুলিকে চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে, যা **সারণি 4.4**-এ আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আরও আলোচনা করা হয়েছে, যে রাজ্য সরকার 2018-19 অর্থবর্ষে চতুর্থ অর্থ কমিশনের অনুদান প্রকাশের জন্য বরাদ্দের আদেশ প্রকাশ করেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 2019-20 অর্থবর্ষে অনুদান প্রদান করা হয়েছিল।

সারণি 4.4: 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে চতুর্থ অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানে বিলম্ব

(₹ কোটিতে)

তহবিল প্রদানের বর্ষ (বরাদ্দকৃত আদেশ অনুসারে)	অনুদানের সময়কাল	অনুদানের পরিমাণ	বিলম্বের বছর
2018-19	2015-16	21.44	3 বছর
	2016-17	88.91	2 বছর
	2017-18	19.40	1 বছর
2019-20	2016-17	105.31	3 বছর
	2017-18	66.64	2 বছর
	2018-19	20.42	1 বছর
2020-21	2016-17	4.25	4 বছর
	2017-18	2.36	3 বছর
	2018-19	6.95	2 বছর
	2019-20	6.99	1 বছর
2021-22	2016-17	1.63	5 বছর
	2017-18	2.34	4 বছর
	2018-19	0.21	3 বছর
	2019-20	0.54	2 বছর
	2020-21	1.39	1 বছর
মোট		**348.78**	

(উৎস: অনুদান প্রদান সম্পর্কিত UD&MAD দ্বারা পেশ করা তথ্য এবং চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দের আদেশ)

[43] *অনুচ্ছেদ 4.21, চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন, প্রথম খন্ড।*

UD&MAD এক থেকে পাঁচ বছর বিলম্বে ₹ 348.78 কোটি অনুদান প্রদান করেছে।

অনুচ্ছেদ 4.5.1-এ আলোচনা করা হয়েছে যে, নিরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক সংস্থানগুলি মূলত অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই পটভূমিতে, পৌরসংস্থাগুলিতে রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদানের স্বল্প-প্রদান এবং/অথবা বিলম্বিত প্রদান, পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা এবং সময়মত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে।

4.4 কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন (CFC)

সংবিধানের 280(3) (c) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনকে (CFC) একটি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বৃদ্ধির জন্য, সংশ্লিষ্ট রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভার সম্পদের সম্পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থার সুপারিশ করার আদেশ প্রদান করে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অর্থ কমিশনদ্বয় বিভাজ্য সর্বমোট তহবিলের শতাংশ হিসাবে পৌরসংস্থাগুলির জন্য মৌলিক অনুদান এবং কার্যসম্পাদন অনুদানের সুপারিশ করেছিল।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে, পৌরসংস্থাগুলিকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে- 'মিলিয়ন প্লাস' শহর (শহর বা নগর সমষ্টি যেখানে জনসংখ্যা এক মিলিয়নের বেশি) এবং 'নন-মিলিয়ন প্লাস' শহর। 'মিলিয়ন প্লাস' শহরগুলির জন্য, 15-তম FC 'মিলিয়ন প্লাস সিটিস চ্যালেঞ্জ ফান্ড' (MCF) সুপারিশ করেছে, যেখানে অনুদানের পরিমাণ এই শহরগুলির বাতাসের গুণমান উন্নত করার এবং শহুরে পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (SWM) জন্য সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক পূরণ করার কর্মক্ষমতার সাথে যুক্ত। নন-মিলিয়ন প্লাস সিটিগুলির জন্য অনুদানগুলি আনটায়েড অনুদান (মোট অনুদানের 40 শতাংশ) এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি, জল সরবরাহ ইত্যাদির জন্য টায়েড অনুদানে (মোট অনুদানের 60 শতাংশ) বিভক্ত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাওয়ার পরে রাজ্য সরকার সেটি পৌরসংস্থাকে প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে, 14 এবং 15-তম অর্থ কমিশন উভয়ই বিলম্বের সাথে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণের উপর পৌরসংস্থাকে সুদ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সারণি 4.5 এবং 4.6 2015-16 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষে এবং 2020-21 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে যথাক্রমে 14-তম অর্থ কমিশন এবং 15-তম অর্থ কমিশন অনুদানের বরাদ্দ এবং প্রদান নির্দেশ করে।

সারণি 4.5: 125টি পৌরসংস্থাকে 14-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান

(₹ কোটিতে)

বছর	অর্থ কমিশন দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদান			UD&MAD দ্বারা পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদত্ত অনুদান			অনুদান প্রদানে বিলম্ব
	মৌলিক অনুদান	কর্মক্ষমতা অনুদান	মোট	মৌলিক অনুদান	কর্মক্ষমতা অনুদান	মোট	
2015-16	637.21	0.00	637.21	558.19	0.00	558.20	-
2016-17	882.33	260.41	1,142.74	441.17	0.00	441.17	2016-17 অর্থবর্ষের সাথে সম্পর্কিত ₹ 441.17 কোটির মৌলিক অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তি এবং ₹ 260.41 কোটির কর্মক্ষমতা অনুদান, 2017-18 অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়েছিল।
2017-18	1,019.45	294.69.	1,314.14	1,460.62	260.41	1,721.03	-
2018-19	1,179.32	334.66	1,513.98	1,179.32	0.00	1,179.32	-

বছর	অর্থ কমিশন দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদান			UD&MAD দ্বারা পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদত্ত অনুদান			অনুদান প্রদানে বিলম্ব
	মৌলিক অনুদান	কর্মক্ষমতা অনুদান	মোট	মৌলিক অনুদান	কর্মক্ষমতা অনুদান	মোট	
2019-20	1,593.51	438.20	2,031.71	688.39	294.69	983.09	2019-20 অর্থবর্ষের ₹ 688.40 কোটির দ্বিতীয় কিস্তি 2020-21 অর্থবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল
2020-21*	-	-	-	688.40	0.00	688.40	-
মোট	**5,311.82**	**1,327.96**	**6,639.78**	**5,016.09**	**555.10**	**5,571.21**	

(উৎস: অর্থ কমিশনের অনুদানের বরাদ্দ আদেশ থেকে নেওয়া তথ্য)

***14-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানের সময়কাল ছিল 2015-16 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষ।**

সারণি 4.5 থেকে এটি স্পষ্ট যে 2016-17 এবং 2019-20 অর্থবর্ষে মৌলিক অনুদান এবং কর্মক্ষমতা অনুদান প্রদানে বিলম্ব হয়েছিল। এছাড়া 2015-16 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষে 14-তম অর্থ কমিশনের অনুদানের স্বল্প প্রাপ্তি হয়েছিল, যার পরিমাণ ₹ 1,068.59 কোটি (₹ 295.73 কোটি মৌলিক অনুদান এবং ₹ 772.86 কোটি কর্মক্ষমতা অনুদান)।

সারণি 4.6: 125টি পৌরসংস্থাতে 15-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান

(₹ কোটি)

	অর্থ কমিশন দ্বারা সুপারিশকৃত অনুদান			UD&MAD দ্বারা পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদত্ত অনুদান			
			মিলিয়ন প্লাস শহরের জন্য				
বছর	**টায়েড-বাতাসের গুণমান**	**টায়েড-কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা / স্বাস্থ্যবিধি**	**মোট**	**টায়েড-বাতাসের গুণমান**	**টায়েড-কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা / স্বাস্থ্যবিধি**	**মোট**	**অনুদান প্রদানে বিলম্ব**
2020-21	419.00	419.00	838.00	209.50	209.50	419.00	2020-21 অর্থবর্ষের বাতাসের গুণমান ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/স্বাস্থ্যবিধির অবশিষ্ট বরাদ্দ ₹ 419.00 কোটি 2021-22 অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়।
			নন-মিলিয়ন প্লাস শহরগুলির জন্য				
বছর	**আনটায়েড**	**টায়েড**	**মোট**	**আনটায়েড**	**টায়েড**	**মোট**	**অনুদান প্রদানে বিলম্ব**
2020-21			1,286.00	321.50	321.50	643.00	2020-21 অর্থবর্ষের অবশিষ্ট বরাদ্দ (টায়েড ও আনটায়েড) ₹ 643.00 কোটি 2021-22 অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়।

(উৎস: অর্থ কমিশনের অনুদানের বরাদ্দ আদেশ থেকে নেওয়া তথ্য)

সারণি 4.6 থেকে এটা স্পষ্ট যে পৌরসংস্থাগুলিকে 15-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। 14-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদান বিলম্বিত হওয়ায় রাজ্য সরকারকে 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত ₹ 25.09 কোটি এবং 15-তম অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় 2021 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ₹ 17.82 কোটির সুদ বহন করতে হয়েছিল। যদিও 14-তম এবং 15-তম অর্থ কমিশনের অনুদানের বিলম্ব করে প্রদান শুরু করার কোন কারণ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়নি।

CFC অনুদান সাধারণ পরিষেবা যেমন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি, জল সরবরাহ ইত্যাদির অর্থ সংস্থানের প্রধান উৎস। এইভাবে, CFC অনুদান প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলি ব্যাহত হয়।

বিষয়টি UD&MA বিভাগকে সেপ্টেম্বর 2022 এবং অর্থ বিভাগকে নভেম্বর 2022-এ জানানো হয়েছিল। উত্তরে, বিভাগগুলি SFC এবং CFC অনুদান প্রদানে বিলম্ব এবং পরবর্তীতে

সুদ প্রদানের বিষয়টির সাথে সম্মত হয়েছিল (জানুয়ারি 2023)। অর্থ বিভাগ জানিয়েছে যে UD&MA বিভাগ থেকে আবেদন এবং পূর্বে প্রদত্ত অনুদান সদ্ব্যবহারের শংসাপত্র পাওয়ার পর SFC-র অনুদান প্রদান করা হয়। CFC অনুদান প্রদানে বিলম্বিত হওয়ার বিষয়ে অর্থ বিভাগ জানিয়েছে যে বিলম্বিত প্রদানের ফলে প্রদত্ত সুদ পৌরসংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। UD&MA বিভাগ জানিয়েছে যে সুদ প্রদানের বিষয়টি অনুদান প্রদানের নির্দেশিকাগুলির পরিধির মধ্যে ছিল এবং এই ধরনের সুদ উন্নয়নের কাজের জন্য উপলব্ধ তহবিল বৃদ্ধি করে।

সুপারিশ:

10. **SFC এবং CFC-র অনুদান সময়মত প্রদান করা যেতে পারে।**
11. **হস্তান্তর সম্পর্কিত SFC-র সুপারিশ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিসরে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।**

4.5 পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব

পৌরসংস্থার নিজস্ব আয়ের উৎসগুলি কর এবং অ-কর রাজস্ব নিয়ে গঠিত। কলকাতা পৌরনিগম আইন, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের মধ্যে থাকা বিধানগুলি, সম্পত্তি, যাত্রিবাহী গাড়ি, পণ্যবাহী গাড়ির উপর কর, ফেরি, সেতু এবং ভারী ট্রাকের উপর টোল ধার্য করার জন্য পৌরসংস্থাগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করে। কর-বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞাপন থেকে ফি, বাজার থেকে স্টলেজ/ভাড়া, বাণিজ্য, পেশা এবং জীবিকার জন্য ফি, জল সরবরাহ ফি, বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমতি ফি, মিউটেশন ফি ইত্যাদি। পৌরসংস্থাগুলি পার্কিং ফি, কমিউনিটি হল এবং গেস্ট হাউস ভাড়া ইত্যাদি থেকেও রাজস্ব উপার্জন করে।

নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলিতে রাজস্বের নিজস্ব উৎসের বিষয়ে অবস্থানটি পরবর্তী অনুচ্ছেদ গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে:

4.5.1 মোট প্রাপ্তির তুলনায় পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্বের অপর্যাপ্ততা

পৌরসংস্থাগুলিতে হস্তান্তরিত কার্য সম্পাদন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য নিজস্ব আয়ের উৎসগুলি থেকে রাজস্ব গুরুত্বপূর্ণ। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে, পৌরসংস্থার মোট প্রাপ্তিতে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় তাদের কার্য সম্পাদনে সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

সাতাশটি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে 26টি পৌরসংস্থার মোট প্রাপ্তির সাথে নিজস্ব রাজস্ব উৎসের তুলনা **সারণি 4.7**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 4.7: নিজস্ব উৎস থেকে আয় এবং মোট প্রাপ্তি

(₹ কোটি)

অর্থবর্ষ	উক্ত অর্থবর্ষে অনুদান থেকে প্রাপ্তি (মূলধনী + রাজস্ব)	অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত রাজস্ব থেকে প্রাপ্তি	অর্থবর্ষে নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি /আদায়	অর্থবর্ষে মোট প্রাপ্তি	মোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে নিজস্ব প্রাপ্তির শতাংশ
2015-16	1,711.04	785.08	1,473.62	3,969.73	37.12
2016-17	2,444.02	519.45	1,483.01	4,446.49	33.35
2017-18	2,829.79	315.63	1,643.97	4,789.39	34.33
2018-19	3,263.05	823.50	1,634.13	5,720.68	28.57

অর্থবর্ষ	উক্ত অর্থবর্ষে অনুদান থেকে প্রাপ্তি (মূলধনী + রাজস্ব)	অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত রাজস্ব থেকে প্রাপ্তি	অর্থবর্ষে নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি /আদায়	অর্থবর্ষে মোট প্রাপ্তি	মোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে নিজস্ব প্রাপ্তির শতাংশ
2019-20	3,066.88	671.34	1,596.59	5,334.81	29.93
2020-21#	935.13	20.76	260.68	1,216.58	21.43
মোট	**14,249.91**	**3,135.76**	**8,092.00**	**25,477.68**	**31.76**

(উৎস: 26টি পৌরসভা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

 # *কলকাতা* পৌরনিগম 2020-21 অর্থবর্ষের পরিসংখ্যান চূড়ান্ত না হওয়ায় 2019-20 অর্থবর্ষ পর্যন্ত পরিসংখ্যান প্রদান করেছে। এইভাবে 2015-16 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষের পরিসংখ্যানে *কলকাতা* পৌরনিগমের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত। *কালনা* পৌরসভা কোনও উত্তর প্রদান করেনি।

সারণি 4.7 থেকে এটি স্পষ্ট যে 'নিজস্ব উৎস' থেকে পৌরসংস্থাগুলির প্রাপ্তির হার, মোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে 21.43 শতাংশ থেকে 37.12 শতাংশের মধ্যে ছিল, যা নির্দেশ করে যে পৌরসংস্থাগুলি অনুদানের উপর নির্ভরশীল যা পৌরসংস্থাগুলির আর্থিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে।

পৌরসংস্থাগুলির কর রাজস্ব

4.5.2 সম্পত্তি কর

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 170 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 102 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা আইনের 93 নং ধারা অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলিকে জমি এবং ভবনের উপর সম্পত্তি কর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটি নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্বের একটি প্রধান উৎস। সম্পত্তি করের হার, পৌর আইনগুলিতে নির্দেশিত সূত্র অনুসারে, *কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত অন্যান্য পৌরসংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ (WBVB) দ্বারা নির্ধারিত রায়তির সাধারণ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, নির্ধারণ করা হয়। WBVB দ্বারা প্রকাশিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন তালিকা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট তালিকা হয় যার উপর ভিত্তি করে পৌরসংস্থা দ্বারা সম্পত্তি কর অনুমোদিত ও আরোপিত হয়। *কলকাতা* পৌরনিগমের সাধারণ মূল্যায়ন, অ্যাসেসমেন্ট এবং সম্পত্তি করের নির্ধারণ *কলকাতা* পৌরনিগম নিজেই সম্পন্ন করে।

নমুনা-পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলিতে সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

4.5.2.1 সম্পত্তি কর আদায়

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 216 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 158 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 149 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কোনও জমি বা ভবনের উপর সম্পত্তি কর বকেয়া হয়, তখন চেয়ারম্যান (পৌরসভা/NAA)/পৌরমহাধ্যক্ষ (পৌরনিগমের ক্ষেত্রে) বকেয়া করের জন্য মালিক বা দখলকারীর কাছে একটি বিল প্রদান করবেন। এই ধরনের সম্পত্তি কর ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রদেয় হবে এবং প্রতিটি কিস্তি ত্রৈমাসিকের প্রথম দিনে প্রদেয় বলে গণ্য হবে।

বিল পেশ করার তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে কোনো বকেয়া অর্থ প্রদান করা হলে, পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত করের পরিমাণের 10 শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়া হয়। বিল পেশ করার 30 দিনের মধ্যে বকেয়া কর পরিশোধ না করলে ডিমান্ড নোটিশ পাঠানো হয়। ডিমান্ড নোটিশ পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করলে, কর প্রদানকারী ব্যক্তিকে কর খেলাপি বলে গণ্য করা হয়।

নিরীক্ষা এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

(i) বকেয়া সম্পত্তি কর এবং স্বল্প কর আদায় দক্ষতা

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে গৃহস্থ, তথা অনাবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প সম্পত্তির থেকে সম্পত্তি কর আদায় সংক্রান্ত স্থিতি, **সারণি 4.8** এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 4.8: নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাতে বকেয়া সম্পত্তি কর

(₹ লক্ষে)

বছর	দাবি			আদায়			বকেয়া			আদায়ের শতকরা হার		
	বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট
2015-16	3,74,367.12	70,318.79	4,44,685.91	22,581.03	41,965.69	64,546.72	3,51,786.09	28,353.10	3,80,139.19	6.03	59.68	14.52
2016-17	4,06,833.72	77,255.27	4,84,088.99	23,076.01	46,482.00	69,558.01	3,83,757.71	30,773.27	4,14,530.98	5.67	60.17	14.37
2017-18	4,47,054.25	82,956.88	5,30,011.13	26,598.06	48,190.03	74,788.09	4,20,456.19	34,766.85	4,55,223.04	5.95	58.09	14.11
2018-19	4,88,259.89	86,811.21	5,75,071.10	23,892.57	50,187.28	74,079.85	4,64,367.32	36,623.93	5,00,991.25	4.89	57.81	12.88
2019-20	3,14,051.13	90,462.97	4,04,514.10	23,945.12	50,490.72	74,435.84	2,90,106.01	39,972.25	3,30,078.26	7.62	55.81	18.40
2020-21	3,24,948.72	95,623.46	4,20,572.18	46,499.55	52,506.63	99,006.18	2,78,449.17	43,116.83	3,21,566.00	14.31	54.91	23.54

(উৎস: 27টি পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

সারণি 4.8 থেকে, এটা স্পষ্ট যে, 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মোট বকেয়া সম্পত্তি করের পরিমাণ ₹ 3,215.66 কোটি।

বকেয়া আদায়, বর্তমান আদায় এবং সামগ্রিক আদায়ের প্রবণতা, নীচের **চার্ট 4.2**-এ দেখানো হয়েছে-

চার্ট 4.2: 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে বকেয়া আদায়, বর্তমান আদায় এবং মোট আদায়ের প্রবণতা

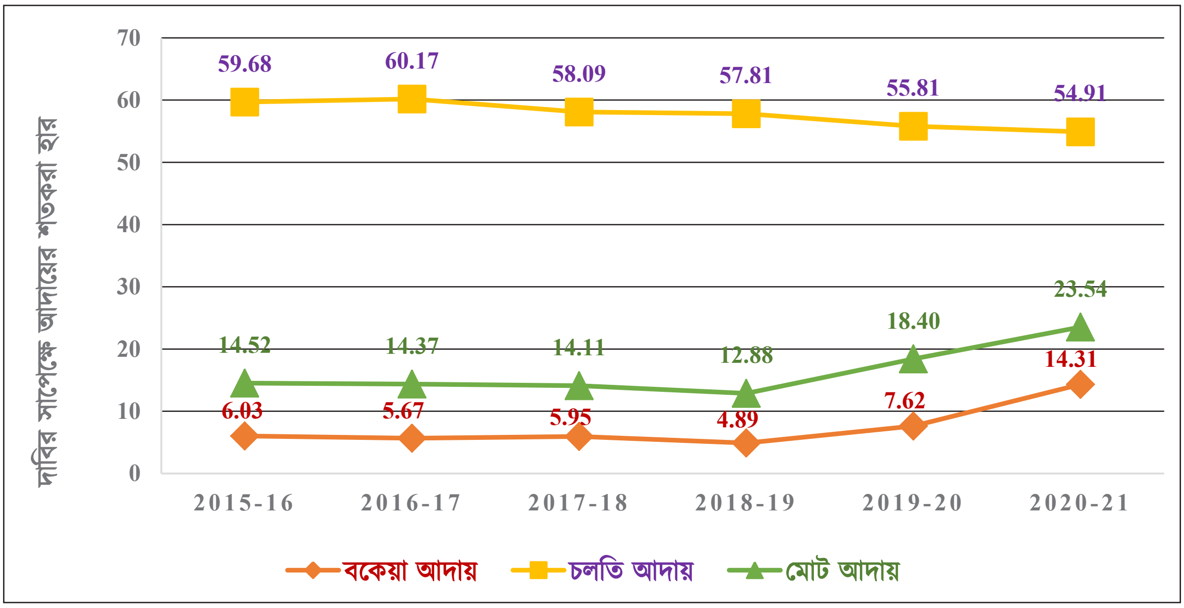

নিরীক্ষায় 11টি পৌরসংস্থা, যথা *বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর, পানিহাটি, পূজালী, রামজীবনপুর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এর ক্ষেত্রে সম্পত্তি করের দাবি ও আদায়ের সমাপন স্থিতি এবং পরবর্তী বছরগুলির প্রারম্ভিক স্থিতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে, যা ঠিকভাবে নথি না রাখা নির্দেশ করে (বিস্তারিত ***পরিশিষ্ট-5*** এ দেখানো হয়েছে)।

পৌরসংস্থাগুলি উপরোক্ত পার্থক্য এবং সেটি সঙ্গতিসাধনের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলির বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন উত্তর দেয়নি।

(ii) বিল পেশ না করা এবং ডিমান্ড নোটিশ না দেওয়া

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 216 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 158 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 149 নং ধারা, বকেয়া সম্পত্তি কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে বাধ্যতামুলকভাবে বিল পেশ করার আদেশ দিয়েছে। এছাড়া কলকাতা পৌরনিগম আইনের 217 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 159 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 151 নং ধারা অনুযায়ী, বিল উপস্থাপনের 30 দিনের মধ্যে সম্পত্তি কর পরিশোধ না করলে খেলাপি ব্যক্তিকে ডিমান্ড নোটিশ প্রদান করতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র 18টি পৌরসংস্থা করদাতাদের কাছে বিল পেশ করেছে এবং শুধুমাত্র 11টি পৌরসংস্থা সম্পত্তি কর পরিশোধ না করার জন্য খেলাপিদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ দিয়েছে। **সারণি 4.9** এ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণি 4.9 : যে পৌরসংস্থাগুলি করদাতাদের কাছে সম্পত্তি করের বিল পেশ করেছে এবং খেলাপিদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ প্রদান করেছে

	সম্পত্তি করের বিল	খেলাপিদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ
পরিবেশিত	**18টি পৌরসংস্থা:** বাঁশবেড়িয়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়্গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, তুফানগঞ্জ	**11টি পৌরসংস্থা:** বাঁশবেড়িয়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা পৌরনিগম, মাল, তুফানগঞ্জ
পরিবেশন করা হয়নি	**7টি পৌরসংস্থা:** আসানসোল পৌরনিগম, কোচবিহার, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কোন্নগর, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর	**14টি পৌরসংস্থা:** আসানসোল পৌরনিগম, কাঁথি, কোচবিহার, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, খড়্গপুর, কোন্নগর, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, রামজীবনপুর

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

দুটি পৌরসংস্থা নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেনি।

সম্পত্তি কর প্রদানে দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে কর সম্পর্কে সচেতন করতে বিলের উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, যেসব করদাতা সময়মতো সম্পত্তি কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাকে কর খেলাপি হিসেবে গণ্য করা এবং আইন অনুযায়ী কর আদায়ের পদক্ষেপ শুরু করা যাবে না, যদি না তাকে সম্পত্তি করের বিল প্রদান করা হয় এবং/অথবা ডিমান্ড নোটিশ দেওয়া হয়।

(iii) জরিমানা ও সুদ আরোপ না করা

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 217(3) এবং (4) নং ধারা পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 160(2) এবং (3) নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 151(4) নং ধারা, বকেয়া সম্পত্তি করের উপর অতিরিক্ত 15 শতাংশ এবং 10 শতাংশ[44] পর্যন্ত সরল সুদ আরোপ করার বিধান দিয়েছে।

[44] *কলকাতা পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, যেখানে বার্ষিক মূল্যায়ণের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম, সাধারণ সুদের হার নির্দিষ্ট বছরের 1 জানুয়ারিতে প্রচলিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাইম লেন্ডিং রেট থেকে তিন শতাংশ বেশি এবং যেখানে বার্ষিক মূল্যায়ণের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি সেই ক্ষেত্রে সুদের হার প্রাইম লেন্ডিং রেট থেকে ছয় শতাংশ বেশি। এই ধরনের সুদ যে মাসে বিল পেশ করা হয়েছে সেই ত্রৈমাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে প্রদেয় হবে এবং যে মাসে অর্থপ্রদান করা হয়েছে সেখানে শেষ হবে।*

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, *কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত, বাকি 26 টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থা জরিমানা আরোপ করেনি এবং সাতটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম, *গোবরডাঙ্গা, কালিয়াগঞ্জ, মাল, পূজালী* এবং *রামজীবনপুর*) বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ের উপর সুদ আরোপ করেনি। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে *কলকাতা* পৌরনিগম দ্বারা সংগৃহীত জরিমানার পরিমাণ ছিল ₹ 40.07 লক্ষ টাকা। 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে 17টি পৌরসংস্থার সংগৃহীত সুদের পরিমাণ ছিল ₹ 6.02 কোটি (বিশদে ***পরিশিষ্ট-6*** এ দেওয়া হয়েছে)। 2015-16 থেকে 2020-21 পর্যন্ত তিনটি পৌরসংস্থা যথা *বনগাঁ, কাঁথি* এবং *কলকাতা* পৌরনিগম বকেয়া সম্পত্তি করের উপর সুদ সংগ্রহ করেছে, কিন্তু সুদ হিসাবে সংগৃহীত অর্থের হিসাব প্রদান করেনি।

জরিমানা এবং সুদ আরোপ শুধুমাত্র পৌরসংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জনের সুবিধা প্রদান করেনা সেইসাথে সম্পত্তি কর প্রদানে খেলাপির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এইভাবে, 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে, জরিমানা এবং সুদ আরোপ না করার ফলে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে, যার পরিমাণ কমপক্ষে ₹ 8.27 কোটি[45] (জরিমানা বাবদ ₹ 5.37 কোটি এবং সুদ বাবদ ₹ 2.90 কোটি)।

(iv) সম্পত্তির অনাবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারে অধিকর আদায় না করা

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 109 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 97 নং ধারা পৌরসংস্থাগুলিকে জমি, বাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি বা তার অংশ, বাণিজ্যিক বা অনাবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি করের উপর অতিরিক্ত হারে অধিকর ধার্য এবং আদায় করার ক্ষমতা দিয়েছে। অধিকরের হার পৌরসংস্থার দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং এটি সম্পত্তি করের 50 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। পৌরসভার ক্ষেত্রে, অধিকরের ন্যূনতম হার সম্পত্তি করের 20 শতাংশ নির্ধারিত করা হয়েছে।

বারোটি পৌরসংস্থা 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে অনাবাসিক উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি কর ছাড়াও অধিকর আরোপ করেছিল। এই 12 টি পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে, ছয়টি পৌরসংস্থা (*বনগাঁ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর* এবং *পানিহাটি*) 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত অধিকর চাহিদার বিবরণ নথিভুক্ত করেছিল এবং এই ছয়টি পৌরসংস্থায় বকেয়া অধিকরের পরিমাণ ছিল ₹ 76.66 কোটি টাকা। তিনটি পৌরসংস্থা (*বারাসাত, কাঁথি* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম) অধিকরের দাবি নথিভুক্ত করেনি এবং বাকি তিনটি পৌরসংস্থা (*গোবরডাঙ্গা, হাবড়া* এবং *পূজালী*) নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেনি।

অবশিষ্ট 15টি পৌরসংস্থা সম্পত্তির অনাবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপর অধিকর ধার্য করেনি। পৌরসংস্থাগুলি এর জন্য কোনও কারণ দর্শায় নি।

4.5.2.2 সম্পত্তি কর বোর্ড

ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন (13thFC) সুপারিশ করেছিল যে, সম্পত্তি করের মূল্যায়নের একটি স্বাধীন এবং স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার, রাজ্যের সমস্ত পৌরসংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে, রাজ্য স্তরের সম্পত্তি কর পর্ষদ গঠন করে।

পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ (WBVB) (পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ), UD&MAD বিভাগের অধীনে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড আইন, 1978 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় যা রাজ্যের সম্পত্তি কর বোর্ড হিসাবে কাজ করে। বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য চারজন সদস্য থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সংস্থা অধিকর্তা (DLB), পদাধিকার বলে বোর্ডের একজন সদস্য বলে পরিগণিত হন। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একজন বোর্ডের সদস্য-সচিব হবেন এবং তিনি বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।

[45] *বকেয়া কর আদায়ের উপর পাঁচ শতাংশ হার ধরে জরিমানা এবং সরল সুদ নির্ণয় করা হয়েছে।*

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 123 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 110 নং ধারা অনুসারে, সমস্ত পৌরসংস্থাগুলির রায়তির সাধারণ মূল্যায়ন (*কলকাতা* পৌরনিগম এবং *হাওড়া* পৌরনিগম ব্যতীত) পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। *কলকাতা* পৌরনিগম এবং *হাওড়া* পৌরনিগম তাদের রায়তির সাধারণ মূল্যায়ন নিজেরাই করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া **চার্ট 4.3**-এ চিত্রিত করা হয়েছে।

চার্ট 4.3: পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া

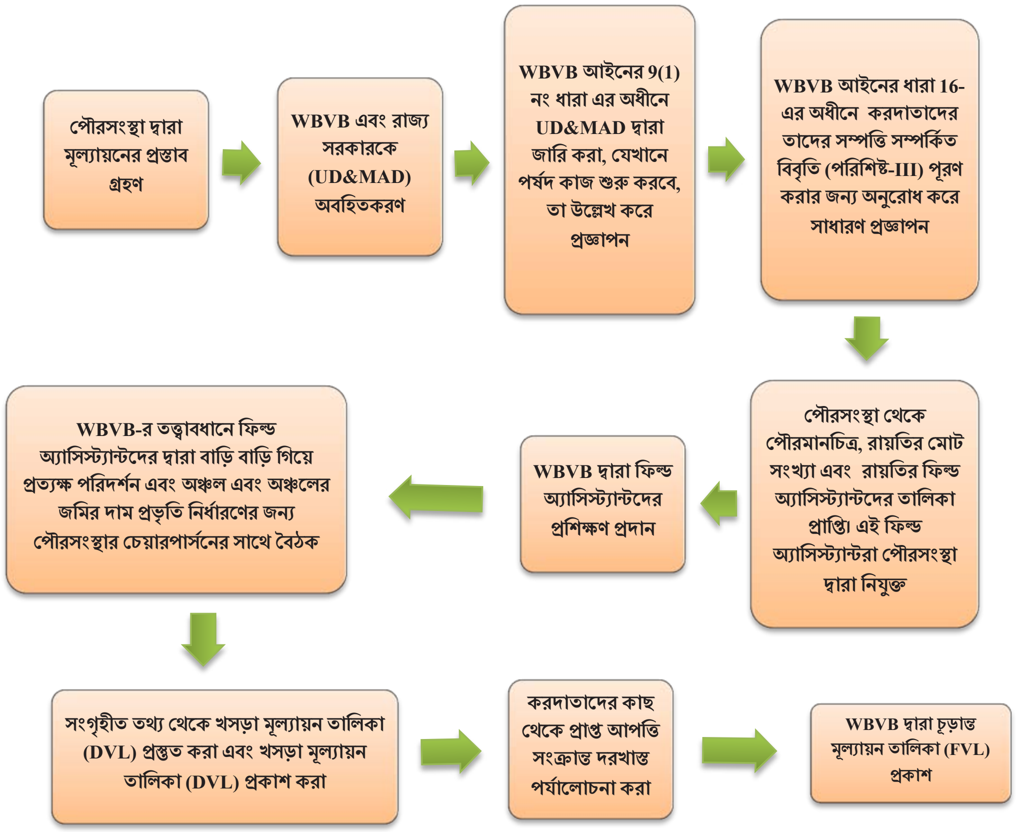

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 123 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 110 নং ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত চূড়ান্ত মূল্যায়ন তালিকা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট তালিকা হিসাবে গৃহীত হয়। এইভাবে, বার্ষিক মূল্যায়নের পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রাথমিকভাবে পৌরসংস্থাগুলিই দায়ী। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড আইনের 19 নং ধারা অনুসারে, পৌরসংস্থাগুলিকে রায়তির সাধারণ মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য পর্ষদকে অর্থ প্রদান করতে হবে। *কলকাতা* পৌরনিগমের রায়তির মূল্যায়ন পৌরনিগম নিজেই করেছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, পৌরসংস্থার সাথে পরামর্শ করে প্রতিটি অঞ্চলের জমির মূল্য নির্ধারণ করার সময়, পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ সম্পূর্ণরূপে পৌরসংস্থা দ্বারা সরবরাহকৃত পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে কিন্তু ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন[46] দ্বারা নির্ধারিত জমির মূল্য বিবেচনা করেনি। এর ফলে সম্পত্তির অবমূল্যায়ন হতে পারে এবং এর প্রভাব সম্পত্তি করের নির্ধারণের উপর পড়তে পারে।

---

46 *পশ্চিমবঙ্গের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমিশনার অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্ট্যাম্প রেভিনিউ অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন, অর্থ বিভাগ (রাজস্ব) অধিকারের প্রধান। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ট্যাম্প (প্রিভেনশন অফ আন্ডার-ভ্যালুয়েশন অফ ইনস্ট্রুমেন্টস) রুলস, 2001-এর অধীনে, অধিকারের অধীনস্থ জেলা সংস্থাগুলির নিবন্ধনকারী আধিকারিকদের জমির বাজার মূল্যের স্বচ্ছ নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।*

পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2021) যে, জমির সাধারণ মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি অঞ্চলের জমির মূল্য নির্ধারণ করার সময়, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন দ্বারা নির্ধারিত জমির মূল্য কার্যকর করা বিবেচনাধীন রয়েছে।

4.5.2.3 মূল্যায়ন এবং সম্পত্তি করের অ্যাসেসমেন্ট

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 122 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 109 নং ধারা অনুসারে পৌরএলাকায় সমস্ত রায়তির বার্ষিক পুনঃমূল্যায়নের নিশ্চিত করার জন্য, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মেয়াদের সমাপ্তিতে পৌরপ্রধান পরিষদ/পৌরনিগম দ্বারা সাধারণ মূল্যায়ন পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পন্ন হওয়ার পরে, পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা প্রস্তুত চূড়ান্ত মূল্যায়ন তালিকা, রাজ্য সরকার কর্তৃক পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট তালিকা হিসাবে প্রজ্ঞাপিত করা হয় এবং এই তালিকাটি পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকে। যদি শেষ মূল্যায়নের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সাধারণ মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করা না যায়, বা নতুন মূল্যায়ন তালিকা কার্যকর করা না যায়, তাহলে শেষ মূল্যায়ন তালিকা বলবৎ থাকবে।

কলকাতা পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, কলকাতা পৌরনিগম আইন অনুযায়ী, *কলকাতা* পৌরনিগম অথবা পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যদিও, *কলকাতা* পৌরনিগম নিজেই বার্ষিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন পরিচালনা করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, অবশিষ্ট 26টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে, 20টি পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে, পৌর এলাকার রায়তির সাধারণ মূল্যায়ন পরিচালনায় তিন মাস (*বনগাঁ*) থেকে পঁচিশ বছরের অধিক (*কালিয়াগঞ্জ*) পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। (বিস্তারিত ***পরিশিষ্ট-7*** এ দেওয়া হয়েছে)। বিলম্বের পরিসরের একটি সারসংক্ষেপ **চার্ট 4.4** এ দেওয়া হয়েছে।

চার্ট 4.4: 20 টি পৌরসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যায়ন পরিচালনায় বিলম্ব

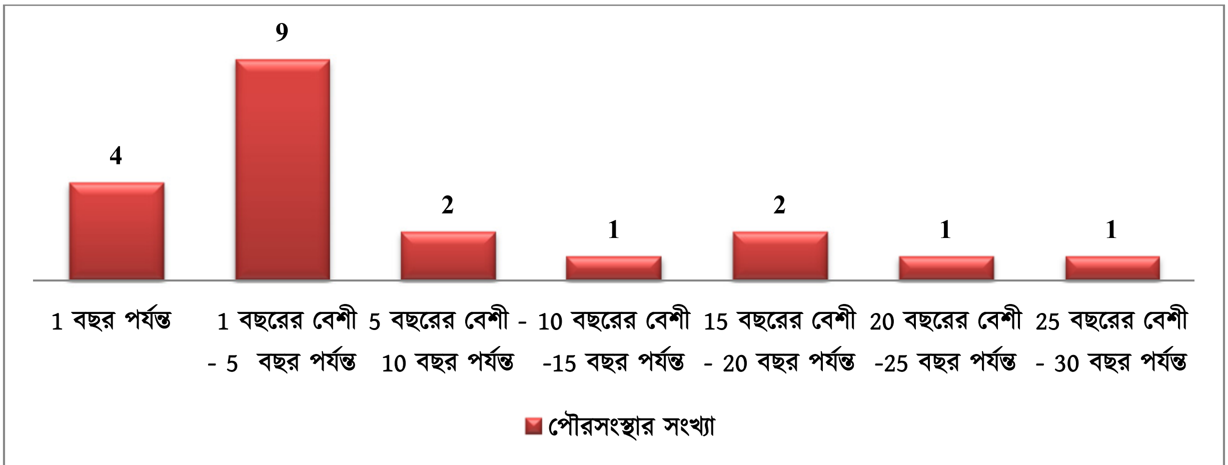

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা পেশ করা তথ্য)

কুড়িটি পৌরসংস্থা ছাড়াও, *কাঁথি* পৌরসভায়, পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ-এর সূচনা থেকে সম্পত্তির সাধারণ মূল্যায়ন করা হয়নি। বাকি পাঁচটি পৌরসংস্থাতে, সাধারণ মূল্যায়নে কোনো বিলম্ব হয়নি।

4.5.2.4 কেন্দ্রীয় সরকারি সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ

ভারতীয় সংবিধানের 285 অনুচ্ছেদের (1) নং ধারা এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তিগুলি রাজ্যের দ্বারা বা রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সমস্ত কর প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় (মে 1954) যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তিগুলি স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে যা 1 এপ্রিল 1954 থেকে কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, আদায়যোগ্য সম্পত্তি করের শতাংশ হিসাবে সার্ভিস চার্জ (মার্চ 1967) নির্ধারণ করেছিল।

সংবিধানের 285 নং অনুচ্ছেদ, কলকাতা পৌরনিগম আইনের 171(6) নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 111 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 100 নং ধারা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তিগুলিকে সম্পত্তি কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হারে বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আরোপ করার বিধান দেয়।

এছাড়াও, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ভিত্তিতে ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক (MoUD) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকায় (ডিসেম্বর 2009), সম্পত্তি করের শতাংশ হিসাবে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছে। নির্দেশ অনুসারে, রাজ্য সরকারগুলিকে আদেশটি বিধিবদ্ধ করা এবং রায়ের নিরিখে পৌরসংস্থাগুলিকে সার্ভিস চার্জ প্রদান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অসঙ্গতি ছিল, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের মতে সার্ভিস চার্জের গণনা আদায়যোগ্য সম্পত্তি করের উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে রাজ্য আইন অনুসারে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হয়। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, 2021 সালের মার্চ পর্যন্ত, সার্ভিস চার্জ নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা এবং রাজ্য আইনগুলির মধ্যে অসঙ্গতি দূর করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

নিরীক্ষাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, নমুনা পরীক্ষিত 27টি পৌরসংস্থার মধ্যে, 19টি পৌরসংস্থা[47] তাদের ক্ষেত্রাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপর পরিষেবা চার্জ আরোপ করেনি। মাত্র সাতটি পৌরসংস্থা, যথা *বনগাঁ, কোচবিহার, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *সিউড়ি* সার্ভিস চার্জ ধার্য/সংগ্রহ কার্যকর করেছিল, এবং একটি পৌরসংস্থাতে (পানিহাটি) নির্দিষ্ট তথ্য উপলব্ধ ছিল না

সুপারিশ:

12. **পৌরসংস্থা, সম্পত্তি কর থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নিতে পারে।**
13. **সরকার সুনিশ্চিত করতে পারে যাতে পৌরসংস্থার সম্পত্তির মূল্যায়ন সময়মত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করার সময়, সম্পত্তির অবমূল্যায়ন এড়াতে, রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা মূল্য বিবেচনায় নেওয়া হয়।**
14. **পৌরসংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগগুলির সাথে উহাদের প্রদত্ত পরিষেবাগুলির প্রদানের পরিসর এবং ফলস্বরূপ আরোপিত ও আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জের পরিমাণ নির্ধারনের জন্য আলোচনার সূচনা করার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে।**

4.5.3 যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি এবং পশুর উপর কর

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 170, 209A, 209B এবং 209F নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 102 এবং 148 থেকে 150 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 93, 127 এবং 128 নং ধারা, যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি এবং পশুর নিবন্ধীকরণের উপর কর ধার্য ও আদায়ের বিধান প্রদান করে।

[47] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কাঁথি, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পূজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

নিয়মানুসারে, পৌর এলাকার মধ্যে রাখা বা ব্যবহার করা প্রতিটি যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ির (কার্ট অ্যান্ড ক্যারেজ)[48], নিবন্ধনের জন্য কর প্রদান করে নিবন্ধীকরণ করতে হবে। মালিকের উপর অথবা গাড়ি এবং পশুর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা ব্যক্তিদের উপর আরোপযোগ্য কর অর্ধ-বছর বা সম্পূর্ণ বছরের জন্য পরিশোধ করা যেতে পারে।

নিরীক্ষা দেখেছে যে শুধুমাত্র চারটি পৌরসংস্থা (*কলকাতা* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম, *ব্যারাকপুর* এবং *কোন্নগর*) যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি এবং পশুদের উপর কর ধার্য করেছে এবং সংগ্রহ করেছে, যেখানে 20টি পৌরসংস্থা[49] পৌর এলাকার মধ্যে যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী এবং পশুদের উপর কর ধার্য করেনি। তিনটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *বারাসাত* এবং *রায়গঞ্জ*) অনুরোধ করার পরেও তথ্য প্রদান করেনি।

অ-কর রাজস্ব

4.5.4 বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি

কলকাতা পৌর আইনের 170 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 102 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 93 নং ধারা অনুসারে পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত, বিজ্ঞাপনের জন্য ফি, বিজ্ঞাপনের উপর করের আকারে সংগ্রহ করা হত। 2019-20[50]-তে সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনের পর, বিজ্ঞাপনের উপর করের অন্তর্ভুক্তি পৌরসংস্থা দ্বারা আরোপিত করের তালিকা থেকে সরানো হয়েছিল এবং বিজ্ঞাপনের জন্য ফি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞাপনের জন্য ফি ধার্য ও আদায়ের বিষয়ে নিরীক্ষা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছে:

4.5.4.1 বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ

a) কলকাতা পৌরনিগম আইনের 204 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 142 এবং 144 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 123 নং ধারা, পৌরসংস্থাকে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ফি সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে 23টি পৌরসংস্থা তাদের নিজ নিজ পৌর এলাকায় বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করেছে এবং 2015-16 থেকে 2020-21 পর্যন্ত মোট সংগৃহীত ফির পরিমাণ ছিল ₹ 36.60 কোটি (বিস্তারিত ***পরিশিষ্ট-8*** এ দেওয়া হয়েছে)। দুটি পৌরসংস্থা (*পূজালী* এবং *গোবরডাঙ্গা*) বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করেনি। দুটি পৌরসংস্থা (*ঝালদা* এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ*) অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করেনি।

b) নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 23টি পৌরসংস্থার মধ্যে যারা বিজ্ঞাপনের জন্য ফি আদায় করেছিল, তার মধ্যে 14টি পৌরসংস্থা বিজ্ঞাপন ফি দাবির বিস্তারিত বিবরণ রাখে নি; পাঁচটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *বাঁশবেড়িয়া, কালনা, কাটোয়া* এবং *রামজীবনপুর*) শুধুমাত্র চলতি দাবির বিবরণ রেখেছিল; এবং চারটি পৌরসংস্থা (*কাঁথি, কলকাতা* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *সিউড়ি*) বিজ্ঞাপন ফি বাবদ বকেয়া এবং চলতি দাবির বিবরণ রেখেছিল। *কাঁথি* পৌরসভা 2015-16 থেকে 2018-19 সময়ের জন্য বকেয়া এবং চলতি দাবির বিবরণ

---

[48] *'ক্যারেজ' মানে মানুষ এবং পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যেকোন চাকার গাড়ি; ভ্যান-রিকশা বা সাইকেল-রিকশা অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মোটর গাড়ি, সাইকেল বা ট্রাইসাইকেল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'কার্ট' মানে স্প্রিং সহ বা ছাড়া যেকোন কার্ট, হ্যাকারি বা চাকার গাড়ি।*

[49] *বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রামজীবনপুর, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ, উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[50] *পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম (সংশোধন) আইন, 2019; পশ্চিমবঙ্গ পৌর (সংশোধন) আইন, 2019 এবং কলকাতা পৌরনিগম (সংশোধন) আইন, 2019।*

রেখেছিল এবং *কলকাতা* পৌরনিগম, 2015-16 থেকে 2019-20 পর্যন্ত এই ফির বিবরণ রেখেছিল। *কলকাতা* পৌরনিগম 2020-21-এর জন্য কোন তথ্য প্রদান করেনি।

পৌরসংস্থাগুলি দাবির বিবরণ না রাখায় এটি স্পষ্ট যে পৌরসংস্থার এলাকায় প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা, নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রদর্শিত অননুমোদিত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা (অর্থাৎ যে সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল) এবং বিজ্ঞাপনের জন্য প্রদেয় ফি, সেইসাথে লাইসেন্স ফি নবীকরণ না করার কারণে রাজস্বের ক্ষতি সম্পর্কিত কোনো তথ্য রাখে নি।

c) নিরীক্ষায় আরও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, সাতটি পৌরসংস্থার[51] বিজ্ঞাপনের জন্য বকেয়া ফি ছিল ₹ 25.22 কোটি ।

4.5.4.2 বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত স্থানের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 203 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 143 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 122 নং ধারা অনুসারে, মালিক, স্বত্বাধিকারী, ইজারাদার অথবা একটি বিজ্ঞাপনী এজেন্টকে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স ফি প্রদানের পর সাইট ব্যবহারের লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্সটি এক বছরের জন্য জারি করা হয়।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, 23টি পৌরসংস্থা যারা বিজ্ঞাপন ফি সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে 21টি পৌরসংস্থা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য সাইট ব্যবহারের লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করেনি। মাত্র দুটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম এবং *কলকাতা* পৌরনিগম) বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের স্থানগুলি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করেছিল এবং 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, এই দুটি পৌরসংস্থার বকেয়া লাইসেন্স ফি ছিল ₹ 29.92 কোটি।

4.5.5 বাজার থেকে ভাড়া

a) কলকাতা পৌরনিগম আইনের 430 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 310 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 276 নং ধারা অনুযায়ী, পৌরসংস্থাগুলি পৌরসভার বাজারে কোন স্টল, দোকান, স্ট্যান্ড, শেড বা খোঁয়ারের মালিকানা বা ব্যবহারের জন্য স্টল, দোকান ইত্যাদি দখল করার জন্য প্রিমিয়াম, স্টলেজ, ভাড়া বা ফি ধার্য করতে পারে বা সর্বজনীন নিলামে রাখা, বা ব্যক্তিগত বিক্রয় দ্বারা স্টল, দোকানের মালিকানা নিষ্পত্তি করতে পারে।

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষের নথি যাচাইয়ের সময়, নিরীক্ষায় দেখা গেছে পৌরসভার বাজার থেকে পৌরসংস্থা দ্বারা স্টলেজ/ভাড়া আদায়ের দক্ষতা অনেক কম ছিল। 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত, 22 টি পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে পৌরসভার বাজার থেকে বকেয়া স্টলেজ/ভাড়া-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ₹ 18.49 কোটি, যার সামগ্রিক সংগ্রহ দক্ষতা[52] 55.63 শতাংশ। চারটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *ব্যারাকপুর, গোবরডাঙ্গা* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম) নিরীক্ষায় অনুরোধ করা তথ্য প্রদান করেনি।

পূজালী পৌরসভার আওতাধীন কোন পৌর বাজার ছিল না।

b) 22টি পৌরসংস্থার মধ্যে মাত্র নয়টি পৌরসংস্থা যথা *কাঁথি, হাবড়া, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর, পানিহাটি, রামজীবনপুর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং* পৌর বাজারের দোকানের মালিক/স্বত্বাধিকারীর কাছে বিল পেশ করেছিল, পাঁচটি পৌরসংস্থা যথা *কোচবিহার, কালনা, মাল, রায়গঞ্জ* এবং *তুফানগঞ্জ* কোনো বিল পেশ করেনি। বাকি আটটি পৌরসংস্থা যথা *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, বনগাঁ, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মেদিনীপুর* এবং *সিউড়ি* অনুরোধ করা তথ্য প্রদান করেনি।

---

51 চারটি পৌরসংস্থার (কাঁথি, কলকাতা পৌরনিগম, শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং সিউড়ি) ক্ষেত্রে বকেয়া এবং চলতি দাবি, দুটি পৌরসংস্থা (আসানসোল পৌরনিগম এবং বাঁশবেড়িয়া)-এর ক্ষেত্রে চলতি দাবি এবং নিরীক্ষার সময় একটি পৌরসংস্থা (পানিহাটি পৌরসভা) দ্বারা তথ্য প্রদান করা হয়নি।

52 চাহিদার সাপেক্ষে আদায়ের হার।

4.5.6 পেশা, বাণিজ্য এবং জীবিকার তালিকাভুক্তিকরণের শংসাপত্রের জন্য ফি

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 199 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 141 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 118 নং ধারার সাথে সংযুক্ত তফসিলে উল্লিখিত কোনো পেশা, বাণিজ্য বা জীবিকার সাথে যুক্ত বা যুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজে বা একজন প্রতিনিধির দ্বারা তালিকাভুক্তিকরণের একটি স্থায়ী বা অস্থায়ী শংসাপত্র নেবেন, অথবা তালিকাভুক্তিকরণের জন্য ফি প্রদানের মাধ্যমে বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তালিকাভুক্তিকরণের স্থায়ী শংসাপত্র পুনর্নবীকরণ করতে হবে।

তালিকাভুক্তিকরণের অস্থায়ী শংসাপত্রটি এক বছরের জন্য জারি করা হয় এবং এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য নয়; এটি বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন বা তার আগে স্থায়ী শংসাপত্রে রূপান্তর করতে হবে। তালিকাভুক্তিকরণের একটি স্থায়ী শংসাপত্র একত্রে তিন বছরের জন্য প্রাপ্ত করা যেতে পারে এবং সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে।

তদনুসারে, রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা সংশ্লিষ্ট আইন/নির্দেশিকাগুলি অনুসারে পৌরসংস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে, তালিকাভুক্তিকরণের স্থায়ী বা অস্থায়ী শংসাপত্রগুলির নবীকরণ না হওয়া নিয়ন্ত্রনের জন্য রেজিস্টার বা ডেটাবেসগুলি রাখতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি পৌরসংস্থা (*ঝালদা* এবং *তুফানগঞ্জ*), জারি করা তালিকাভুক্তিকরণের স্থায়ী শংসাপত্রের নথিপত্র রাখে নি, বাকি 25টি পৌরসংস্থা এটি রেখেছে।

নিরীক্ষায় আরও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তালিকাভুক্তিকরণের শংসাপত্র না প্রাপ্ত করে বা তালিকাভুক্তিকরণের অস্থায়ী বা স্থায়ী শংসাপত্রের পুনর্নবীকরণ ছাড়াই ব্যবসা বা পেশার উপর নজরদারি করার জন্য পৌরসংস্থাগুলিকে আইনের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কোনো বাধ্যতামূলক বিধানের অনুপস্থিতিতে মাত্র চারটি পৌরসংস্থা এই ধরনের পরিদর্শন পরিচালনা করছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় *কোন্নগর* পৌরসভা, আইনে থাকা বিধানগুলির লঙ্ঘন করে, 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষের মধ্যে তালিকাভুক্তিকরণের অস্থায়ী শংসাপত্রগুলিকে তালিকাভুক্তিকরণের স্থায়ী শংসাপত্রে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে পুনর্নবীকরণ করেছিল।

ডেটাবেস/রেজিস্টারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিদর্শনের অনুপস্থিতিতে, পৌরসংস্থাগুলি তাদের অন্তর্গত অঞ্চলের তালিকাভুক্তিকরণের শংসাপত্র প্রাপ্ত না করে বা পুনর্নবীকরণ ছাড়াই পরিচালিত বাণিজ্য, পেশা এবং জীবিকাগুলি নজরদারি করতে সক্ষম হয়নি। এইভাবে পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব উৎসের আয় বাড়ানোর সুযোগ হারিয়েছে।

4.5.7 পৌরসংস্থাগুলির অন্যান্য রাজস্বের উৎস

➢ **বেসরকারি বাজারের জন্য লাইসেন্স ফি**

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 436 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 308 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 278 নং ধারা অনুযায়ী একটি বেসরকারি বাজার স্থাপন করতে এবং খোলা রাখতে লাইসেন্স ফি প্রদানের মাধ্যমে পৌরসংস্থা থেকে লাইসেন্স নিতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি পৌরসংস্থা (*ব্যারাকপুর*, *কাটোয়া* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) তাদের পৌর এলাকার বেসরকারি বাজারগুলির নথিপত্র সংরক্ষণ করেছিল এবং এই পৌরসংস্থাগুলির মধ্যে দুটি পৌরসংস্থা (*কাটোয়া* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) বেসরকারি বাজার খোলার জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছিল কিন্তু লাইসেন্স ফি আদায় করেনি। 18টি পৌরসংস্থা বেসরকারি বাজারের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং নির্ধারিত লাইসেন্স ফি আদায় করেনি। পাঁচটি পৌরসংস্থা অনুরোধকৃত তথ্য (***পরিশিষ্ট-9*** এ বিশদে দেওয়া হয়েছে) প্রদান করেনি এবং একটি পৌরসভার (*কাঁথি*) অধীনে কোনো বেসরকারি বাজার নেই।

➢ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর অধিকর (অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক)

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 210A নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 133 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 117 নং ধারা অনুযায়ী পৌরনিগম/পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদকে সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্কের আকারে অধিকর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে 16টি পৌরসংস্থা অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্কের আকারে অধিকর ধার্য করছে না। শুধুমাত্র দুটি পৌরসংস্থা অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক সংগ্রহ করছিল, নয়টি পৌরসংস্থা কোনও উত্তর দেয়নি (বিশদ ***পরিশিষ্ট-9*** এ দেওয়া হয়েছে)।

➢ স্ট্যাকিং ফি

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস, 2009-এর 44 নং বিধি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং রুলস 2007-এর 24 নং বিধির পরিপ্রেক্ষিতে, পৌরনিগম/পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ, যে কোনও রাস্তায় বাড়ির আবর্জনা সহ বাড়ির সামগ্রী স্তূপীকৃত করার জন্য স্ট্যাকিং ফি ধার্য করতে পারে, যার জন্য তাদের অর্থপ্রদান করতে হবে। উপরন্তু, রাস্তার বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলকাতা পৌরনিগম সহ শুধুমাত্র আটটি পৌরসংস্থা স্ট্যাকিং ফি আরোপ করেছে, 15টি পৌরসংস্থা এটি আরোপ করেনি, বাকি চারটি পৌরসংস্থা দ্বারা কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি (***পরিশিষ্ট-9*** এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

এছাড়াও, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে শুধুমাত্র 15টি পৌরসংস্থা, ফি/চার্জের সর্বশেষ পরিমার্জন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছে (***পরিশিষ্ট-10***-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। ফি/চার্জ পরিমার্জন না করার ফলে, নিজস্ব রাজস্বের উৎস সৃষ্টির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদানের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে।

এক্সিট কন্‌ফারেন্সে (অক্টোবর 2022) বিভাগ, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি, নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে, বিশেষত সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে, পৌরসংস্থাগুলির অসন্তোষজনক কর্মদক্ষতা স্বীকার করেছে। বিভাগ সম্মত হয়েছিল যে পৌরসংস্থাগুলি রাজস্বের অনেক সম্ভাব্য উৎস যথা অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক, স্ট্যাকিং ফি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিল না। বিভাগ, বাণিজ্যিক/আধা-বাণিজ্যিক/শিল্প রায়তির অধিকর আদায় না করা, অধিকরের দাবি না রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি থেকে সার্ভিস চার্জ আরোপ না করা সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী এবং পশুদের উপর কর আদায় না করার বিষয়ে বিভাগ মতামত দিয়েছেন যে কর রাজস্বের এই ধরনের প্রাচীন উৎস সম্পর্কিত বিধানগুলি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।

পৌরসংস্থায় মূল্যায়ন করার সময় পশ্চিমবঙ্গ মুল্যায়ন পর্ষদের দ্বারা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেটস-এর মূল্য বিবেচনা না করার বিষয়টি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ মুল্যায়ন পর্ষদের সদস্য সচিবের কাছে উত্থাপন করবে বলে জানিয়েছে।

সুপারিশ:

15. পৌরসংস্থাগুলি তাদের দ্বারা আরোপিত হার/ফি সময় অন্তর পরিমার্জন করা সুনিশ্চিত করতে পারে।

4.6 বাজেট প্রাক্কলন

4.6.1 বাজেট প্রস্তুতি

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 131 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 69 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 82 নং ধারা অনুযায়ী, পৌরসংস্থাগুলিকে তাদের অধীনস্থ পৌর প্রশাসনের সম্ভাব্য প্রাপ্ত আয় এবং ব্যয়ের বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে।

উক্ত আইনগুলিতে আরও বলা হয়েছে যে এই বাজেট প্রাক্কলনগুলি 10 মার্চ (পৌরসভার ক্ষেত্রে), 22 মার্চ (*কলকাতা* পৌরনিগমের ক্ষেত্রে) এবং 31 মার্চ (অন্যান্য পৌরনিগমগুলির ক্ষেত্রে)-এই সময়সীমার মধ্যে গ্রহন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 69 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 82 নং ধারা যথাক্রমে পৌরনিগম এবং পৌরসভার জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রদান করেছে।

এ বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে-

(i) দুটি পৌরসংস্থা, যথা *মাল* পৌরসভা 2015-16 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষগুলিতে এবং *পানিহাটি* পৌরসভা, যথাক্রমে এবং 2015-16 থেকে 2017-18 অর্থবর্ষগুলিতে বাজেট প্রাক্কলন গৃহীত হওয়ার জন্য তাদের পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের কাছে পেশ করেনি।

(ii) 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ পর্যন্ত, 19টি পৌরসংস্থা, অন্তত দশ দিন (*মাল*: 2018-19) থেকে আট মাস (*রামজীবনপুর*: 2020-21) বিলম্বে তাদের বাজেট, পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের কাছে গ্রহণের জন্য পেশ করেছিল।

(iii) দুটি পৌরসংস্থা, যথা *কাঁথি* এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ*, 2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করেনি।

4.6.2 বেসিক সার্ভিসেস ফর আর্বান পুওর ফান্ড গঠন

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 123B নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 62A নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 70A নং ধারা অনুসারে, পৌরসংস্থাকে বস্তি এলাকা সহ তাদের নিজ নিজ আওতাভুক্ত অঞ্চলের জন্য মধ্যে বেসিক সার্ভিসেস ফর আর্বান পুওর (BSUP) নামে একটি পৃথক তহবিল গঠন করতে হবে। নিজস্ব উৎস, বরাদ্দকৃত রাজস্ব, SFC ও CFC থেকে বরাদ্দ, বহির্দেশীয় সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প হতে অনুদান, বিভিন্ন উৎস থেকে অনুদান ইত্যাদি থেকে পৌরসংস্থার বাজেটের মধ্যে ন্যূনতম 25 শতাংশ অর্থ বার্ষিক ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং শহুরে দারিদ্রদের পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যয় করতে হবে।

তহবিলটি একটি নন-ল্যাপসেবেল তহবিল। বার্ষিক বরাদ্দ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না হলে, অবশিষ্ট তহবিল পৌর তহবিলে স্থানান্তরিত করা যাবে না কিন্তু পরবর্তী বছরে সেটি ব্যবহার করা যাবে। পরবর্তী বছরের বরাদ্দ তহবিল আরও অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত তহবিল অনুসারে সেটি হ্রাস করা যাবে না।

তবে নিরীক্ষায় দেখা গেছে শুধুমাত্র *কাটোয়া* পৌরসভাই বাধ্যতামূলকভাবে BSUP তহবিল তৈরি করেছে, যদিও 17টি পৌরসংস্থা[53] এই তহবিল তৈরি করেনি; নয়টি পৌরসংস্থা (*আসানসোল পৌরনিগম, বনগাঁ, কাঁথি, গোবরডাঙা, ঝালদা, কালিয়াগঞ্জ, খড়গপুর, কোন্নগর* এবং *সিউড়ি*) কোনও উত্তর প্রদান করেনি।

বিষয়টি 2022 সালের সেপ্টেম্বরে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

[53] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, কোচবিহার, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালনা, কলকাতা পৌরনিগম, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

সুপারিশ:

16. **পৌরসংস্থা তাদের তহবিলের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট প্রস্তুত করতে পারে।**
17. **সমস্ত পৌরসংস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে BSUP তহবিল গঠন করা উচিত এবং এতে নিয়মিত অবদান রাখতে হবে, যাতে শহুরে দরিদ্রদের পাশাপাশি বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের সাধারণ পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা যায়।**

4.7 পৌরসংস্থা দ্বারা ব্যয়

সতেরোটি পৌরসংস্থা[54] রাজস্ব ব্যয় এবং নিজস্ব উৎসের রাজস্ব সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছিল, বাকি 10টি পৌরসংস্থা থেকে কাঙ্খিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে পৌরসংস্থাগুলির নিজস্ব উৎসের রাজস্ব তাদের রাজস্ব ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না, যা নিম্নলিখিত **সারণি 4.10** থেকে স্পষ্ট।

সারণি 4.10 : মোট রাজস্ব ব্যয়ের সাথে নিজস্ব উৎসের আয়ের তুলনা

(₹ কোটিতে)

অর্থবর্ষ	মোট রাজস্ব ব্যয়	নিজস্ব উৎস থেকে আয়	পৌরসংস্থার মোট রাজস্ব ব্যয়ের সাপেক্ষে নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তির শতাংশ
2015-16	395.63	144.19	36.45
2016-17	481.02	155.63	32.35
2017-18	599.38	179.89	30.01
2018-19	672.78	214.38	31.86
2019-20	652.03	200.31	30.72
2020-21	587.29	184.04	31.34
মোট	**3,388.13**	**1,078.44**	**31.83**

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

সারণি 4.10 থেকে, এটা স্পষ্ট যে পৌরসংস্থাগুলি তাদের রাজস্ব ব্যয় মেটানোর জন্য অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তারা বাজেটের স্বনির্ভরতা অর্জন থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল, যা তাদের হস্তান্তরিত কার্য সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য।

সুপারিশ:

18. **পৌরসংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের সংগ্রহের দক্ষতাকে শক্তিশালী করতে সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি অন্বেষন করতে পারে এবং তাদের রাজস্ব ব্যয় মেটাতে বকেয়া আদায়ের জন্য তারা সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।**

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশের সাথে সহমত পোষন করে, UD&MA বিভাগ একটি আদেশ জারি করেছে (মার্চ 2023) যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে এখন থেকে অর্থ আধিকারিকগণ পৌরসংস্থার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নোডাল আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন।

[54] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কাঁথি, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কাটোয়া, খড়্গপুর, কোন্নগর, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

পঞ্চম অধ্যায়

মানব সম্পদ

পঞ্চম অধ্যায়

মানব সম্পদ

পৌরসংস্থার ক্ষমতায়নের জন্য পর্যাপ্ত এবং সুদক্ষ লোকবল অপরিহার্য। এই অধ্যায়টিতে পৌরসংস্থায় কর্মী বিন্যাস, শূন্যপদ এবং কর্মীদের নিয়োগ আলোচিত হয়েছে। নিরীক্ষায় পৌরসংস্থগুলিতে কর্মী চাহিদার পেশাগত মূল্যায়ণ, বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ এবং মাথাপিছু কর্মীসংখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শূন্যস্থান পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পৌরসংস্থাগুলির সাবলীলভাবে কার্যসম্পাদন এবং পরিষেবা প্রদানের ধারাকে প্রভাবিত করেছে।

5.1 রাজ্যে পৌরসংস্থার কর্মী বিন্যাস

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 53 নং ধারা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পদের বিশদ বিবরণ প্রদান করে, পৌরসভা এবং প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে পৌর স্থাপন এবং উপরোক্ত ধারায় উল্লিখিত পদের থেকে নিজেদের আধিকারিকের সংখ্যা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে, পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদ দ্বারা এই ধরণের আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করার এবং তাদের প্রদেয় বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করার অনুমতি দেয়।

উপরোক্ত বিধান মান্য করে, 1995 সালে পূর্বতন পৌর বিষয়ক বিভাগ দ্বারা প্রতিটি পৌরসভার জন্য কর্মচারীর নিয়ম স্থির করা হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ দ্বারা সেটি অনুমোদিত হয়েছিল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটিস (প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস) রুলস, 1995-এর 23 নং বিধি, পৌরসভার বিভাগগুলির বিশদ বিবরণ দেয়, যেগুলি পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 63 থেকে 65 নং ধারায় বর্ণিত বাধ্যতামূলক, বিবেচনামূলক এবং হস্তান্তরিত কাজগুলি যা 74তম সংবিধান সংশোধনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের উপর অর্পিত হয়েছে, সেগুলিকে পালন করে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (রিক্রুটমেন্ট) রুলস, 2005, প্রতিটি বিভাগের অধীনে যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নির্বাচনের পদ্ধতি সহ কর্মীদের শ্রেণিবিভাগ বিবৃত করে। বিভাগগুলির কাঠামো ***পরিশিষ্ট-11***-তে দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যতীত, প্রতিটি পৌরসভায় একজন নির্বাহী আধিকারিক এবং একজন অর্থ আধিকারিকের পদ রয়েছে, যারা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং পৌরসভার পৌরপ্রতিনিধি পর্ষদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন নন। নির্বাহী আধিকারিক পৌরসভার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 14 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 30 নং ধারাতে পৌর প্রশাসনের আধিকারিকদের তালিকা রয়েছে, যা **সারণি 5.1**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি 5.1: সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে *কলকাতা* পৌরনিগম এবং অন্যান্য পৌরনিগমের কর্মকর্তাদের তালিকা

	কলকাতা পৌরনিগম	অন্যান্য পৌরনিগম
পদের নাম	1. পৌর মহাধ্যক্ষ 2. যুগ্ম পৌর মহাধ্যক্ষ 3. উপ পৌর মহাধ্যক্ষ 4. কন্ট্রোলার অফ মিউনিসিপ্যাল ফিনান্সেস এন্ড অ্যাকাউন্টস (CMFA) 5. মুখ্য পৌর নিরীক্ষক (CMA) 6. পৌর মুখ্য প্রযুক্তিবিদ 7. মুখ্য পৌর প্রযুক্তিবিদসমূহ	1. মহাধ্যক্ষ 2. মুখ্য প্রযুক্তিবিদ 3. উপমহাধ্যক্ষ, রাজস্ব 4. স্বাস্থ্য আধিকারিক 5. অর্থ আধিকারিক 6. মুখ্য নিরীক্ষক 7. সচিব

	কলকাতা পৌরনিগম	অন্যান্য পৌরনিগম
	8. মুখ্য পৌর স্থপতি এবং নগর পরিকল্পক 9. মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক 10. মুখ্য পৌর আইন আধিকারিক 11. পৌর সচিব	

(উৎস: সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ)

কলকাতা পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, পৌর মহাধ্যক্ষ, যুগ্ম পৌর মহাধ্যক্ষ, কন্ট্রোলার অফ মিউনিসিপ্যাল ফিনান্সেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস (CMFA) ও মুখ্য পৌর নিরীক্ষক (CMA) এবং অন্যান্য পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, **সারণি 5.1**-এ উল্লিখিত সমস্ত আধিকারিক নিযুক্ত হন: (i) রাজ্য সরকার দ্বারা MIC-এর সাথে আলোচনাক্রমে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে, যারা রাজ্য সরকারি চাকরিতে আছেন বা ছিলেন; অথবা (ii) রাজ্য সরকারের নির্দেশে, MIC দ্বারা রাজ্য লোকসেবা আয়োগের সাথে পরামর্শ করে; অথবা (iii) রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে, MIC দ্বারা, এমন আধিকারিকদের মধ্যে থেকে যারা পৌরনিগমের চাকরিতে আছেন বা ছিলেন। *কলকাতা* পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, **সারণি 5.1**-এ উল্লিখিত অন্যান্য আধিকারিকরা রাজ্য লোকসেবা আয়োগের পরামর্শে MIC দ্বারা দ্বারা নিযুক্ত হন অথবা MIC-র সাথে পরামর্শ করে রাজ্য সরকারের দ্বারা, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হন যারা সরকারি চাকরিতে আছেন বা ছিলেন।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 17 নং ধারা এবং পশিচমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 33 নং ধারা **সারণি 5.1**-এ উল্লিখিত আধিকারিক ব্যতীত অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীদের 'পৌর প্রতিষ্ঠান' হিসাবে নিরূপন করে। *কলকাতা* পৌরনিগমে পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনকারী আধিকারিক এবং কর্মচারীদের বিন্যাস একটি শিডিউল অফ পোস্টস-এর মাধ্যমে রক্ষিত হয় এবং শিডিউল অফ পোস্টস-এর যেকোনো সংশোধনের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য পৌরনিগমের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠানের আয়তন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম নির্ধারণ করে এবং পদ সৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয়। *কলকাতা* পৌরনিগম তার সাংগঠনিক উন্নয়ন কৌশলের উপর একটি গবেষণা চালানোর জন্য এজেন্সি নিযুক্ত করেছিল, যারা 2005 সালে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়, যেক্ষেত্রে, 1994 সালে *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম গঠনের পর থেকে কর্মীবিন্যাস মূল্যায়ন করা হয়নি।

স্থানীয় সংস্থা অধিকারের (DLB) স্তরে, যাদের উপর নিয়োগ এবং পদোন্নতি (ইতিমধ্যে অনুমোদিত পদগুলির ক্ষেত্রে) সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত আছে, পৌরসংস্থাগুলির জন্য বিভাগ-ভিত্তিক তথ্য রক্ষিত হয়নি। ফলে, নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির বিভাগগুলির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। *কলকাতা* পৌরনিগম দ্বারা পেশ করা তথ্য থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে, পৌর কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য 57টি বিভাগ[55] রয়েছে; *শিলিগুড়ি* পৌরনিগমের মাত্র 13টি বিভাগ রয়েছে; যদিও *আসানসোল* পৌরনিগমের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, 1995 সালে কর্মীদের নিয়ম নির্ধারণের পরে, আরও কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা রাজ্য সরকার দ্বারা আর মূল্যায়ন করা হয়নি, যদিও 1995 সাল থেকে বছরের পর বছর ধরে পরিষেবা প্রদানের কার্যাবলী বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌরসংস্থাগুলি, নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক বিভাগকে শূন্যপদ বা কাজের চাপ বৃদ্ধির কারণে, শূন্যপদ পূরণ বা নতুন পদ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু বিভাগ থেকে সবকটি পৌরসংস্থাগুলির জন্য সুসংহতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যার মূল্যায়ন গ্রহণ করা হয়নি।

---

[55] *KMC-র শিডিউল অফ এস্টাব্লিসমেন্ট 2022-23 অনুযায়ী।*

5.2 পৌরসংস্থাগুলিতে মানব সম্পদ নিয়োগ

পৌরনিগম ও পৌরসভাগুলিতে (*কলকাতা* পৌরনিগমসহ), আধিকারিক/কর্মচারীদের পদগুলিকে গ্রুপ A, B, C বা D হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। পৌরসভা এবং পৌরনিগমগুলির নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষসমূহ **সারণি 5.2**-তে দেওয়া হয়েছে।

সারণি 5.2: নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষসমূহ

পৌরসংস্থা	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষসমূহ
কলকাতা পৌরনিগম	A শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে, পৌর মহাধ্যক্ষ; B শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে, একজন যুগ্ম পৌর মহাধ্যক্ষ; C এবং D শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে, মেয়র পরিষদের পূর্বানুমতি নিয়ে পৌর মহাধ্যক্ষ দ্বারা এই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌরনিগমের আধিকারিক বা আধিকারিকগণ।
কলকাতা পৌরনিগম ছাড়া অন্যান্য পৌরনিগম	পৌরনিগমের এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে পৌর মহাধ্যক্ষ সকল আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করেন।
পৌরসংস্থা/প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে পৌরসভা, নির্বাহী আধিকারিক, অর্থ আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক ব্যতীত সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়োগ করে।

(উৎস: সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ)

পৌরসংস্থার (পৌরনিগম, পৌরসভা, প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষ), উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানে এবং UD&MAD-এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার যেমন WBVB-এর প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত শ্রেণির পদ এবং সেবাতে কর্মীদের সরাসরি নিয়োগের জন্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন (WBMSC) আইন, 2018 দ্বারা, UD&MAD-এর অধীনে 2019 সালের জানুয়ারিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছিল। এর আগে, স্থানীয় সংস্থা অধিকারের তত্ত্বাবধানে পৌরসভাগুলিতে এবং কলকাতা পৌরনিগম আইনের 26 নং ধারার অধীনে গঠিত পূর্বতন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পৌরনিগমে নিয়োগ করা হত।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে জানুয়ারি 2019-এ WBMSC গঠনের পরে ইহা *কলকাতা* পৌরনিগম, *দুর্গাপুর* পৌরনিগম এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগমের জন্য কর্মী নিয়োগ পরিচালনা করেছিল। পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে, 2021 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, WBMSC শুধুমাত্র একটি পৌরসভার (*কল্যাণী*) জন্য কর্মী নিয়োগ করেছিল, যদিও সারা রাজ্যের পৌরসংস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শূন্যপদ ছিল।

5.3 পৌরসংস্থাগুলিতে শূণ্যপদ এবং জনপ্রতি কর্মীসংখ্যা

পূর্বতন পৌর বিষয়ক বিভাগের (সেপ্টেম্বর 2009) আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় সংস্থা অধিকার-এর উপর পৌরসভাগুলিতে ইতিমধ্যে অনুমোদিত বিদ্যমান পদের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি অর্পণ করা হয়েছিল। এছাড়াও, অর্থ বিভাগের মেমোর (জুন 2018) পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্যে মানব সম্পদের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার বিচারের জন্য, রাজ্যস্তরে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল যাতে অর্থ বিভাগ দ্বারা প্রক্রিয়াকরণ বা সম্মতিজ্ঞাপনের পূর্বেই, স্থানীয় সংস্থা সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদসৃষ্টি/পদালি বর্গের পুনর্বিন্যাস করার সুবিবেচনা/মূল্যায়ণ করে রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা যায়।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে কমিটি গঠন এবং WBMSC গঠন সত্ত্বেও, পৌরসংস্থাগুলিতে উল্লেখযোগ্য শূন্যপদ বিদ্যমান ছিল। জুলাই 2021 পর্যন্ত, অনুমোদিত পদের সাপেক্ষে (পশ্চিমবঙ্গের 123টি[56] পৌরসংস্থাতে 85,247টি), প্রকৃত কর্মী সংখ্যা ছিল 40,195 জন, অর্থাৎ সেখানে 52.85 শতাংশ শূন্যপদ ছিল। **চার্ট 5.1**-এ 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার শূণ্যপদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

56 *বুনিয়াদপুর এবং ডোমকল বাদে।*

চার্ট 5.1: 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় শূন্যপদের শতকরা হার (জুলাই 2021-এ)

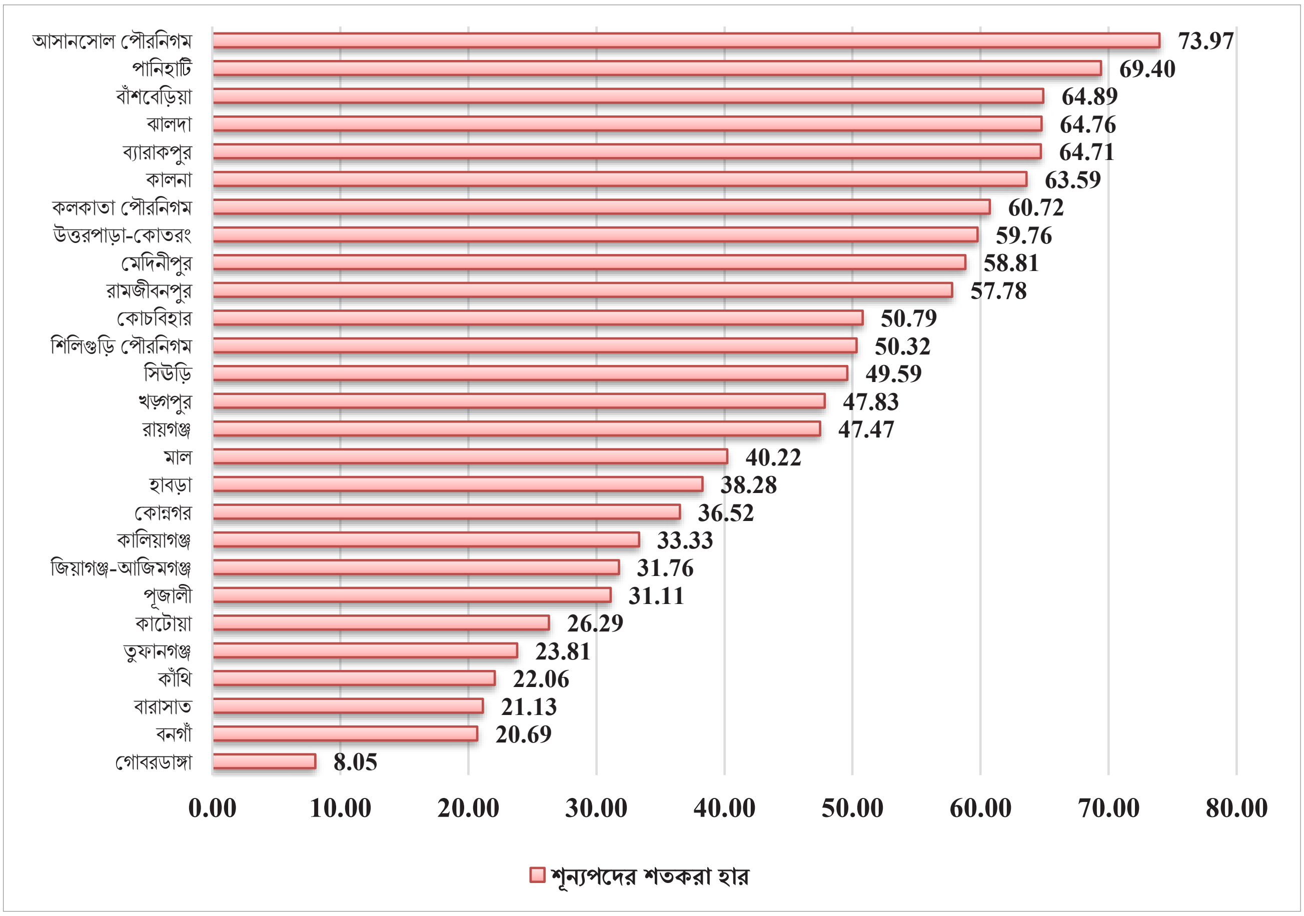

প্রতি 1,000 জনসংখ্যা পিছু অনুমোদিত কর্মীবল এবং প্রকৃত কর্মীবল **চার্ট 5.2**-তে দেখান হল।

চার্ট 5.2: প্রতি 1,000 জনসংখ্যা পিছু অনুমোদিত কর্মীবল এবং প্রকৃত কর্মীবল

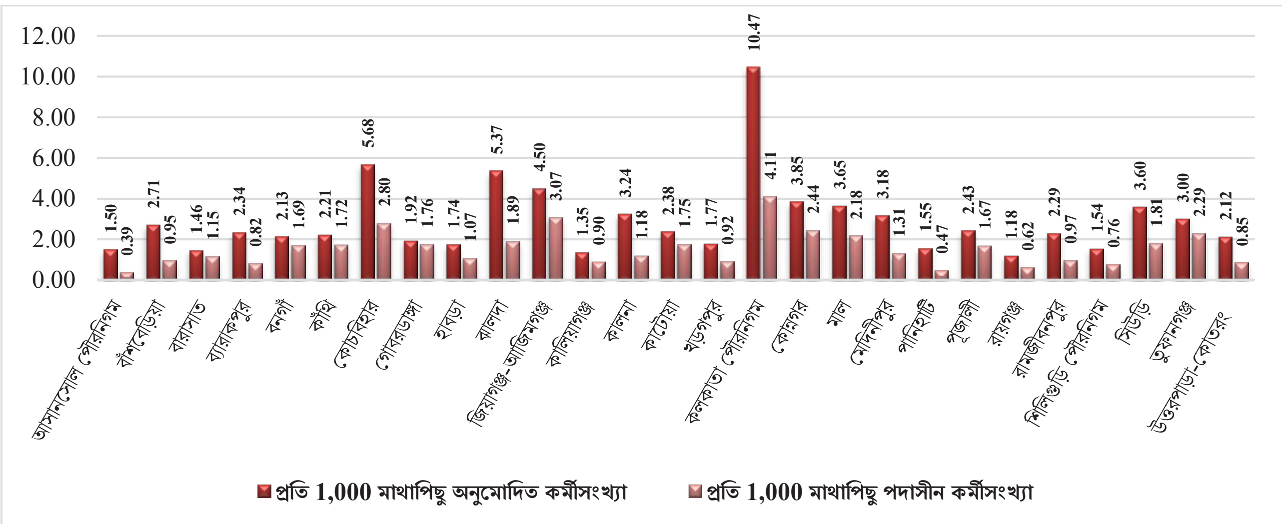

(উৎস: স্থানীয় সংস্থা অধিকার দ্বারা পেশ করা তথ্য)

প্রতি 1,000 মাথাপিছু অনুমোদিত কর্মীদের স্থিতি, 1.18 (রায়গঞ্জ) এবং 10.47 (*কলকাতা* পৌরনিগম) এর মধ্যে এবং প্রতি 1,000 মাথাপিছু প্রকৃত কর্মীদের স্থিতি, 0.39 (*আসানসোল* পৌরনিগম) এবং 4.11 (*কলকাতা* পৌরনিগম) এর মধ্যে ছিল। এই পরিসংখ্যানগুলি পৌরসংস্থাগুলিতে মানব সম্পদের ঘাটতি নির্দেশ করে। স্থায়ী কর্মীদের অনুপস্থিতিতে,

পৌরসংস্থাগুলিকে কার্য সম্পাদনের জন্য চুক্তিভিত্তিক/অস্থায়ী কর্মী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এর ফলে পৌরসভার তহবিলের উপর চাপ বৃদ্ধি হয়, যেহেতু স্থায়ী কর্মীদের বেতনের 85 শতাংশ এবং 100 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা রাজ্য সরকার বহন করত।

সাতাশটি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে 17টি[57] পৌরসংস্থার পেশ করা তথ্য থেকে দেখা যায়, 31 মার্চ 2021-এ রাজস্ব সংগ্রহ এবং পরিষেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত বিভাগগুলিতে প্রচুর শূন্যপদ আছে যার বিশদ বিবরণ **সারণি 5.3**-এ দেখান হল।

সারণি 5.3: 31 মার্চ 2021-এ 17টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় হিসাব, রাজস্ব এবং পরিষেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত বিভাগগুলিতে শূন্যপদ

বিভাগ	অনুমোদিত কর্মীবল	পদে অধিষ্ঠিত কর্মীসংখ্যা	শূন্যপদ	শূন্যপদের শতকরা হার
হিসাব বিভাগ	47	29	18	38.30
রাজস্ব বিভাগ	195	49	146	74.87
জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ	225	104	121	53.78
পূর্ত বিভাগ	68	46	22	32.35
জল সরবরাহ বিভাগ	221	102	119	53.85

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

রাজস্ব বিভাগ, সেইসাথে পরিষেবা প্রদানকারী বিভাগগুলিতে যেমন- জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, পূর্ত এবং জল সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত বিভাগগুলিতে জনবলের অভাব পৌরসংস্থাগুলির রাজস্ব সংগ্রহকে প্রভাবিত করেছে এবং নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এক্সিট কনফারেন্সে (অক্টোবর 2022), বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে বিভাগের অধীনস্থ স্থানীয় সংস্থা অধিকার (DLB), পৌরসংস্থাগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণির পদে প্রয়োজনীয় কর্মীর মূল্যায়ন শুরু করেছে। স্থানীয় সংস্থা অধিকার আরও জানিয়েছে (ফেব্রুয়ারি 2023) যে মহামারীর কারণে পৌরসংস্থাগুলিতে কর্মীদের নিয়োগের পরিকল্পনা এবং প্রকল্প ব্যাহত হয়েছে। WBMSC এর গঠন সত্ত্বেও পৌরসংস্থাতে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ সম্পর্কে স্থানীয় সংস্থা অধিকার, রাজ্য সরকার আরোপিত মিতব্যয়ী ব্যবস্থারও উল্লেখ করেছে যেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সকল নতুন নিয়োগ সীমিত করা হয়েছে। স্থানীয় সংস্থা অধিকার আরও বলেছে যে বেশিরভাগ শূন্যপদগুলি গ্রুপ D পদের জন্য ছিল, যাদের নিয়োগ পৌরসংস্থা নিজেরাই সম্পন্ন করতে পারে। যাইহোক, নিরীক্ষা চিহ্নিত করেছে যেহেতু, পৌরসংস্থাগুলি অনুদানের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল সেহেতু, রাজ্য সরকারের শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

সুপারিশসমূহ:

19. **ক্রমবর্ধমান নাগরিক জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে পৌরসংস্থাগুলিকে সক্ষম করার জন্য পৌরসংস্থার কর্মী প্রয়োজনীয়তার একটি পেশাদার মূল্যায়ন গ্রহণ করা যেতে পারে।**

20. **সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পৌরসংস্থাগুলিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।**

[57] *বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, হাবড়া, কালনা, কাটোয়া, খড়্গপুর, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রামজীবনপুর, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

ষষ্ঠ অধ্যায়
হস্তান্তরিত কার্যাবলীর সম্পাদনে দক্ষতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

হস্তান্তরিত কার্যাবলীর সম্পাদনে দক্ষতা

74-তম CAA-র অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য স্তরের আইনের মাধ্যমে 12-তম তফশিলে সন্নিবেশিত কার্যাবলীর হস্তান্তরকরণ দ্বারা নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পৌরসংস্থাগুলিকে যথাযথ কার্যাবলী সম্পাদনে সক্ষম করে তোলার জন্য পৌরসংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন। পশ্চিমবঙ্গে, তাদের সাধারণ পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সক্ষম করে তোলার জন্য রাজ্য স্তরের আইনে বিধান রয়েছে। এই অধ্যায়ে জল সরবরাহ তৎসহ জলকর আদায়, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিষেবা প্রদানে পৌরসংস্থাগুলির কার্যাবলীর দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জল সরবরাহের ক্ষেত্রে, জল সরবরাহের জন্য প্যারাস্ট্যাটালগুলির উপর পৌরসংস্থাগুলির নির্ভরশীলতা, 100 শতাংশ গার্হস্থ্য জলের সংযোগ প্রদানে ব্যর্থতা এবং অধিকাংশ পৌরসংস্থা কর্তৃক রাজস্ব ব্যয় মেটানোর জন্য জলকর আদায় না করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রস্তুত না করা, পৃথকীকৃত বর্জ্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিতে ব্যর্থতা, উপবিধি বলবৎ না করা এবং সাফাই চার্জের অনাদায় পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ভূনিম্নস্থ সুসংগঠিত পয়ঃপ্রণালি ও নিকাশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং গৃহস্থালিগুলির সাথে নিকাশি ব্যবস্থার সংযোগসাধন না হওয়া, নিকাশি বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে *কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত অন্যান্য পৌরসংস্থার সীমিত ভূমিকা অথবা কোন ভূমিকা না থাকা নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে। নাগরিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি (UPHCs) নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত না হওয়া ও UPHC-তে স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিভিন্ন পদ ফাঁকা থাকার বিষয়গুলি লক্ষিত হয়। এই ঘাটতিগুলি পৌরসংস্থার উপর ন্যস্ত কার্যাবলীর সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

6.1 জল সরবরাহ

6.1.1 পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা জল সরবরাহের কার্যকারিতা

জল সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থার ক্ষমতায়নের জন্য পৌর আইনে বিধান থাকা সত্ত্বেও নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত নির্বাচিত পৌরসংস্থাগুলির সবকটি এই কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হল।

6.1.1.1 জল সরবরাহের উৎস

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 29 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 63 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 97 নং ধারা অনুযায়ী জল সরবরাহ পৌরসভা, *কলকাতা* পৌরনিগম এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পৌরনিগমের বাধ্যতামূলক কার্য হিসাবে পরিগণিত হয়। উক্ত ধারা অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলিকে জল সরবরাহ সংক্রান্ত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজে অথবা কোন সংস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সংস্থান করতে হবে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 234 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 226 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 176 নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করা পৌরসংস্থার কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হয়। জনসাধারণকে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য হাইড্রান্ট, স্ট্যান্ড পোস্ট নির্মাণ অথবা অন্য উপায় অবলম্বনের বিষয়টি

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 237 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 179 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 233 নং ধারায় পরিগৃহীত আছে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 236 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 178 নং ধারাতে কুঁড়েঘর ও বস্তিতে জল সরবরাহের বিধান রয়েছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে,

(i) 27টি নমুনা-পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে শুধুমাত্র 10টি পৌরসংস্থায়, নাগরিকদের পরিশোধিত জল সরবরাহের জন্য নিজস্ব জলের প্ল্যান্ট/পরিশোধনাগার বর্তমান। যদিও 10টি পৌরসংস্থার মধ্যে দুটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম এবং *উত্তরপাড়া কোতরং*) পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য অন্যান্য উৎস যেমন প্যারাস্ট্যাটাল, অন্যান্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

(ii) নিরীক্ষায় আরো পরিলক্ষিত হয়েছে যে অবশিষ্ট 17টি পৌরসংস্থা পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকা জলের প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। নমুনা-পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় জল সরবরাহের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ **সারণি 6.1**-এ বিবৃত হল-

সারণি 6.1: 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় জল সরবরাহের উৎস

উৎসের নাম	পৌরসংস্থার নিজস্ব জল পরিশোধনাগার/ সুবিধা	প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগ দ্বারা পরিচালিত জল পরিশোধনাগার/ সুবিধা			নলকূপ	ভূ-গর্ভস্থ জল
		PHED	KMDA	অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সংস্থা		
পৌরসংস্থার সংখ্যা ও নাম	**10টি পৌরসংস্থা:** 1. আসানসোল পৌরনিগম 2. কাঁথি 3. কোচবিহার 4. কালনা 5. কাটোয়া 6. কলকাতা পৌরনিগম 7. মেদিনীপুর 8. রামজীবনপুর 9. সিউড়ি 10. উত্তরপাড়া-কোতরং	**10টি পৌরসংস্থা:** 1. আসানসোল পৌরনিগম 2. বনগাঁ 3. গোবরডাঙ্গা 4. হাবড়া 5. ঝালদা 6. খড়গপুর 7. মাল 8. রায়গঞ্জ 9. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 10. তুফানগঞ্জ	**7টি পৌরসংস্থা:** 1. বাঁশবেড়িয়া* 2. বারাসাত* 3. ব্যারাকপুর* 4. কোন্নগর* 5. পানিহাটি 6. পূজালী 7. উত্তরপাড়া-কোতরং*	**1টি পৌরসংস্থা:** 1. স্টীল অথোরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL) দ্বারা আসানসোল পৌরনিগম	**20টি পৌরসংস্থা:** 1. আসানসোল পৌরনিগম 2. বাঁশবেড়িয়া 3. বারাসাত 4. ব্যারাকপুর 5. কাঁথি 6. কোচবিহার 7. গোবরডাঙ্গা 8. হাবড়া 9. ঝালদা 10. কাটোয়া 11. খড়গপুর 12. কলকাতা পৌরনিগম 13. কোন্নগর 14. মাল 15. মেদিনীপুর 16. পানিহাটি 17. পূজালী 18. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 19. সিউড়ি 20. তুফানগঞ্জ	**4টি পৌরসংস্থা:** 1. বারাসাত 2. ব্যারাকপুর 3. কোচবিহার 4. উত্তরপাড়া-কোতরং

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্যসমূহ)

***KMDA কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্য পৌরসংস্থার সঙ্গে ট্রান্স-মিউনিসিপ্যাল জল সরবরাহ প্রকল্প।**

***কালিয়াগঞ্জ* পৌরসভা কোন তথ্য প্রদান করেনি।**

সতেরটি পৌরসংস্থা যারা জলসরবরাহের জন্য প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের থেকে জলের প্রকল্পের হস্তান্তর নেয়নি। ছয়টি পৌরসংস্থা এর কারণ জানিয়েছে যা **সারণি 6.2**-এ বিবৃত হল-

সারণি 6.2: ছয়টি পৌরসংস্থার পানীয় জলের প্রকল্পের প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের থেকে হস্তান্তর না নেওয়ার কারণসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার নাম	প্যারাস্ট্যাটাল/ দপ্তর	পরিবর্তন না করার কারণ
1.	গোবরডাঙ্গা	PHED	পৌরসংস্থায় পরিকাঠামোর অভাব
2.	হাবড়া	PHED	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পৌরসংস্থায় পরিকাঠামোর অভাব
3.	মাল	PHED	পৌরসংস্থার অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা
4.	পানিহাটি	KMDA	পৌরসংস্থায় অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও আর্থিক অনটন
5.	পূজালী	KMDA	প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন তৎসহ মেরামতি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং জনবলের অভাব
6.	তুফানগঞ্জ	PHED	তহবিলের অপ্রতুলতা এবং রক্ষণাবেক্ষনের কারিগরী দক্ষতার অভাব

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্যসমূহ)

(iii) সাতাশটি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে, নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে পাঁচটি পৌরসংস্থা যথা *বনগাঁ, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, মাল* এবং *রায়গঞ্জ*-এর ঐ অঞ্চলের নাগরিকদের জল সরবরাহে কোনো ভূমিকা নেই। *বনগাঁ* ও *ঝালদা* পৌরসভায় PHED-এর নিজস্ব জল প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ করা হয় এবং এই দুটি পৌরসভাতে কোনো গৃহে জল সংযোগ ব্যবস্থা উপস্থিত ছিল না। *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভায় অগভীর হস্তচালিত নলকূপই পানীয় জলের একমাত্র উৎস, নলকূপ খনন বা তার অনুমতি প্রদানেও পৌরসভার কোনো ভূমিকা নেই। *মাল* ও *রায়গঞ্জ* পৌরসভাও জল সরবরাহের জন্য PHED-এর উপর নির্ভরশীল ছিল।

(iv) উপরন্তু, নিজস্ব জল প্রকল্প বা প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের জল প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও জলের জন্য কুড়িটি পৌরসংস্থা নলকূপের উপর এবং চারটি পৌরসংস্থা ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা জল প্রকল্প থেকে জল সরবরাহের অপর্যাপ্ততাকেই নির্দেশ করে (**সারণি 6.1**)।

ব্যারাকপুর, বারাসাত, পূজালী এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম তাদের এলাকায় অপ্রতুল জল সরবরাহের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে (জুলাই থেকে ডিসেম্বর 2021)।

যেসব পৌরসংস্থার নিজস্ব জল প্রকল্প নেই তারা জল সরবরাহের জন্য প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগের উপর নির্ভরশীল ছিল। জল সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য, *ব্যারাকপুর* পৌরসভা জানায় যে তাদের ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, যেক্ষেত্রে *পূজালী* পৌরসভা জানিয়েছে যে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় লোকজন জলের জন্য গভীর নলকূপ, হ্যান্ড পাম্প ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম জানিয়েছে যে জলের অপ্রতুলতার মোকাবিলার জন্য তারা নলকূপ খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তেরোটি পৌরসংস্থায় AMRUT, রাজ্য তহবিল বা অন্য কোন অনুদান[58] থেকে নতুন জল সরবরাহ প্রকল্প পরিকল্পিত/গৃহীত হয়েছে। চারটি পৌরসংস্থা (*কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা*

[58] ***AMRUT অনুদান:*** *KMDA এর মাধ্যমে বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, পানিহাটি এবং উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা; MED এর মাধ্যমে আসানসোল পৌরনিগম, বনগাঁ, হাবড়া এবং মেদিনীপুর পৌরসভা।* ***বিশেষ BRGF অনুদান:*** *MED এর মাধ্যমে খড়্গপুর পৌরসভা।* ***রাজ্য তহবিল:*** *MED এর মাধ্যমে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, মাল ও তুফানগঞ্জ পৌরসভা।* ***UIDSSMT এবং রাজ্য তহবিল:*** *MED এর মাধ্যমে রায়গঞ্জ পৌরসভা। কলকাতা পৌরনিগমে বিভিন্ন সরকারি অনুদান এবং নিজস্ব উৎসের রাজস্ব থেকে।*

এবং *পূজালী*) জানিয়েছে যে তাদের বর্তমানে জল সরবরাহ প্রকল্পের কোন পরিকল্পনা নেই, আর আটটি পৌরসংস্থা (*বারাসাত, ঝালদা, কালনা, কাটোয়া, কোন্নগর, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *সিউড়ি*) কোন তথ্য প্রদান করেনি।

6.1.1.2 জলের সঞ্চয় এবং বন্টন

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 243 নং ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 187 নং ধারা *কলকাতা* পৌরনিগম ও অন্যান্য পৌরনিগমকে পৌরনিগম এলাকার মধ্যে বা বাইরে জলের প্রকল্প বা জল সঞ্চয় বা জল গ্রহণ ও বন্টনের জন্য নির্মাণ, পরিচালন, রক্ষনাবেক্ষন, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ও লিজ নেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 251 ও 252 নং ধারাতে মেইন্স ও সার্ভিস মেইন্স বসানোর সংস্থান দেওয়া হয়েছে, অনুরূপে, ঐ একই সংস্থান পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 195 ও 196 নং ধারাতে প্রদান করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 228 নং ধারা অনুযায়ী পৌরসভাগুলি রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে এককভাবে অথবা অন্য পৌরসংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে পৌরসভা এলাকার মধ্যে বা বাইরে জলের প্রকল্প নির্মাণ এবং জলের প্রকল্পের পরিচালন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষনাবেক্ষন অধিগ্রহণ করতে পারে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে-

(i) বারোটি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা জলাধারে জলের সঞ্চয় করা হয়, যা **সারণি 6.3**-এ বিবৃত হল।

সারণি 6.3: প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা জল সঞ্চয়

ক্রমিক সংখ্যা	প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগ	পৌরসংস্থার নাম
1.	**KMDA**	বাঁশবেড়িয়া
2.		বারাসাত
3.		পানিহাটি
4.		পূজালী
5.	**MED**	কোচবিহার
6.	**PHED**	গোবরডাঙ্গা
7.		হাবড়া
8.		ঝালদা
9.		খড়্গপুর
10.		মাল
11.		শিলিগুড়ি পৌরনিগম
12.		তুফানগঞ্জ

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্য)

(ii) দুটি পৌরসংস্থায় (*আসানসোল* পৌরনিগম ও *ব্যারাকপুর*) পৌরসংস্থা ও প্যারাস্ট্যাটাল যুগ্মভাবে জল সঞ্চয়ের বিষয়টি পরিচালন করে। নয়টি পৌরসংস্থা (*কাঁথি, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর, মেদিনীপুর, রামজীবনপুর, সিউড়ি* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) নিজেরাই জলাধার পরিচালন করে। তিনটি পৌরসংস্থায় (*কাটোয়া, রামজীবনপুর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) জলাধারগুলি প্যারাস্ট্যাটাল (PHED, KMDA

ও ADDA) দ্বারা নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে সেগুলি পৌরসংস্থাগুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়। *বনগাঁ, রায়গঞ্জ* এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভাগুলির জল সঞ্চয়ে কোন ভূমিকা নেই। *কালিয়াগঞ্জ* পৌরসভা এই প্রসঙ্গে কোন উত্তর দেয়নি।

(iii) এগারোটি পৌরসংস্থায় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইনের নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা সম্পাদিত হয় (**সারণি 6.4**-এ বিবৃত)। চারটি পৌরসংস্থায় যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *বাঁশবেড়িয়া, হাবড়া* এবং *খড়গপুরে* উক্ত কাজটি, পৌরসংস্থা ও প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা যৌথভাবে সম্পাদিত হয়, যেক্ষেত্রে নয়টি পৌরসংস্থা নিজেরাই উক্ত কাজটি সম্পাদন করে।

সারণি 6.4: এগারোটি পৌরসংস্থায় প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা জল সরবরাহ

ক্রমিক সংখ্যা	প্যারাস্ট্যাটাল/বিভাগ	পৌরসংস্থার নাম
1.	**KMDA**	পানিহাটি
2.		পূজালী
3.	**MED**	কোচবিহার
4.		কালনা
5.	**PHED**	বনগাঁ
6.		গোবরডাঙ্গা
7.		ঝালদা
8.		মাল
9.		রায়গঞ্জ
10.		শিলিগুড়ি পৌরনিগম
11.		তুফানগঞ্জ

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্যসমূহ)

বারাসাত পৌরসভা অনানুষ্ঠানিকভাবে KMDA-এর কাছ থেকে পাইপলাইনের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজটি অধিগ্রহণ করেছে। *কালিয়াগঞ্জ* পৌরসভা কোনো উত্তর দেয়নি এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভার জল সরবরাহে কোনো ভূমিকা নেই।

6.1.1.3 জলের সংযোগ

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 254 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 198 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 231 নং ধারা পৌরসংস্থাগুলিকে মেইন্স ও সাপ্লাই মেইন্স থেকে গৃহের চৌহদ্দিতে জলের সংযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা প্রদান করে।

পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সম্বন্ধিত বাধ্যতামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য পৌরসংস্থাগুলির প্রতিটি গৃহে জল সংযোগ স্থাপন করা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক 'হ্যান্ডবুক অফ্ সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং' প্রকাশিত (2006) হয়েছে।

পঁচিশটি পৌরসংস্থা কর্তৃক 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত জলের সংযোগ স্থাপন হয়েছে এমন গৃহের সংখ্যার বিষয়ে তথ্য প্রদান করেছে। জলের সংযোগযুক্ত গৃহের সংখ্যার শতকরা হার **চার্ট 6.1**-এ বর্ণিত হল।

চার্ট 6.1: 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত নির্বাচিত পৌরসংস্থাগুলিতে জলের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এমন গৃহের শতকরা হার

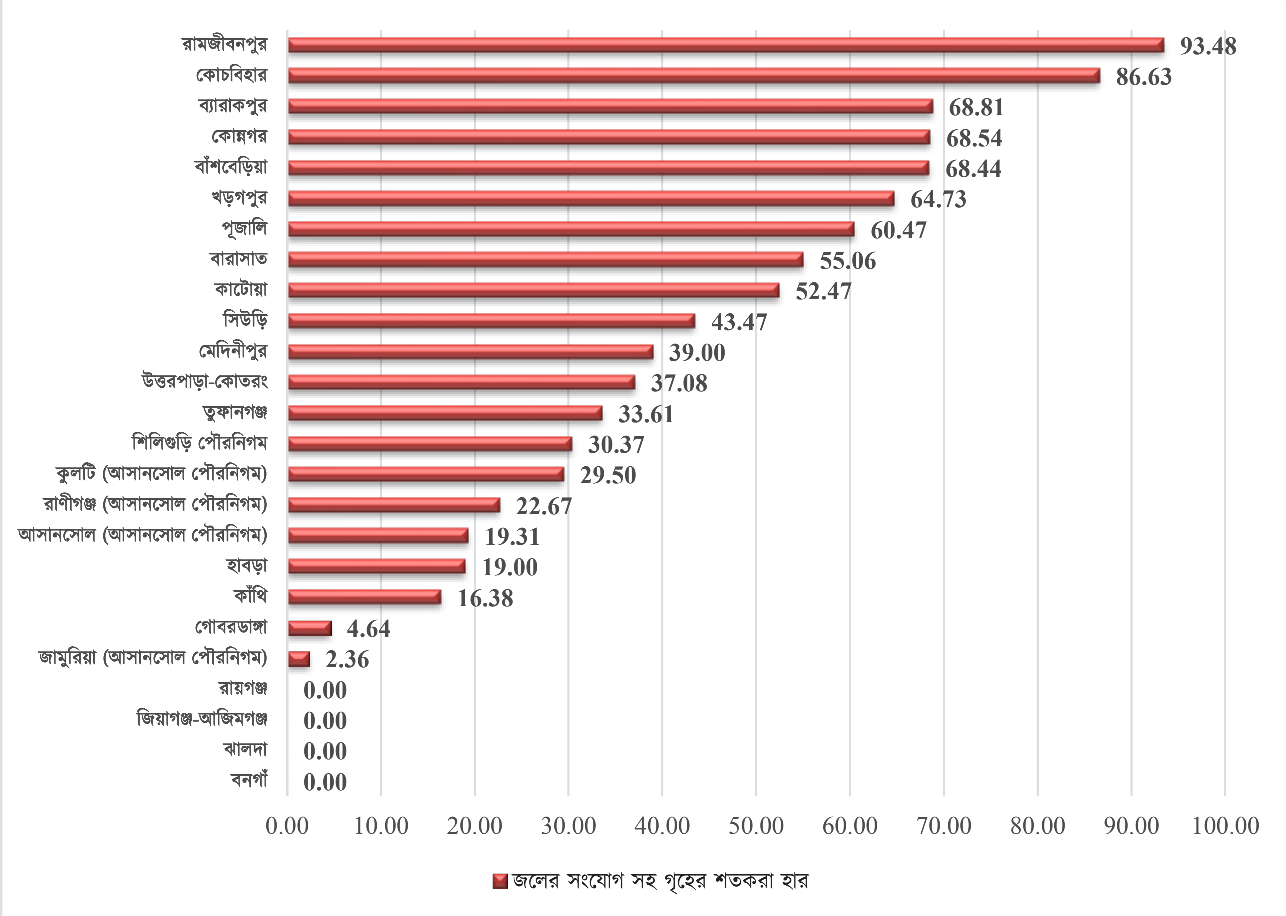

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্যসমূহ। *জামুরিয়া, কুলটি* এবং *রানীগঞ্জ* পৌর এলাকা *আসানসোল* পৌরনিগমের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এই পৌরসভাগুলি সম্পর্কিত তথ্য পৃথকভাবে নিরীক্ষায় প্রদান করা হয়েছে সেই কারণে চার্ট 6.1-এ এই পৌরসভাগুলি সম্পর্কিত তথ্য পৃথকভাবে দেখান হয়েছে)

পাঁচটি পৌরসংস্থা যথা *কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কলকাতা* পৌরনিগম, *মাল* এবং *পানিহাটি* কোনো তথ্য প্রদান করেনি। **চার্ট 6.1** থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে নমুনা-নিরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলির কোনটিই সকল গৃহে জলের সংযোগ প্রদান করেনি যার ফলে সকল গৃহ যে পরিশুদ্ধ পাণীয় জল পেয়েছে তা নিশ্চিত করা যায়নি।

6.1.1.4 জল সরবরাহের পরিমাণ, ধারাবাহিকতা এবং গুণমান

হ্যান্ডবুক অব সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং দ্বারা স্থিরীকৃত সরবরাহ করা জলের পরিমাণ ও ধারাবাহিকতা যথাক্রমে প্রতিদিন মাথাপিছু 135 লিটার (lpcd) এবং 24 ঘন্টা। হ্যান্ডবুক, সরবরাহকৃত জলের 100 শতাংশ গুণমান সুনিশ্চিত করা স্থির করেছে। নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলিতে সরবরাহকৃত জলের গুণমান ও ধারাবাহিকতার স্থিতি **চার্ট 6.2 ও 6.3**-এ বর্ণিত হয়েছে।

চার্ট 6.2: সরবরাহকৃত জলের পরিমাণ

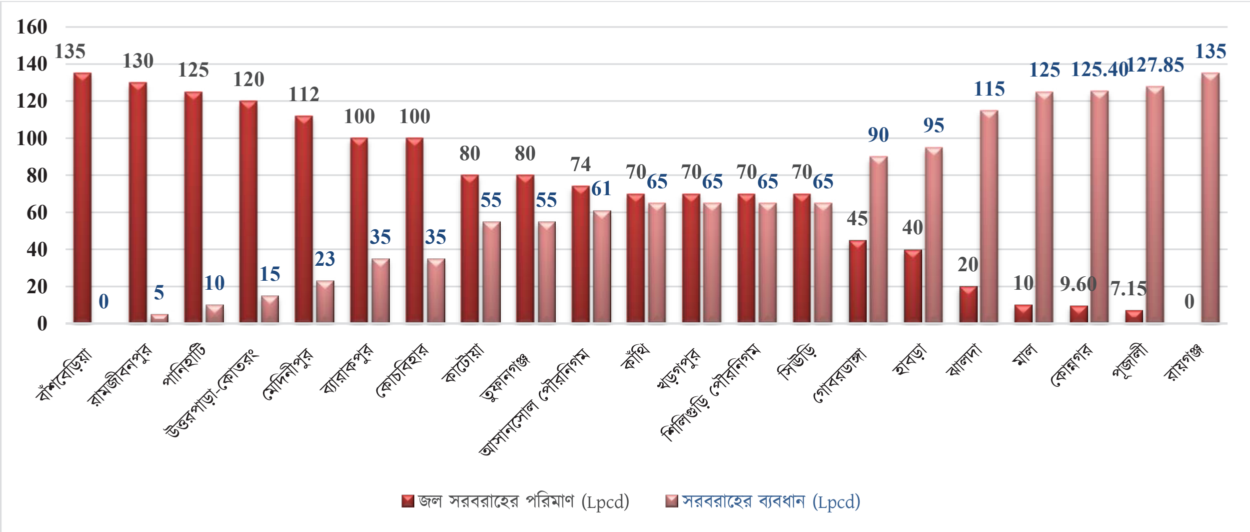

চার্ট 6.3: জল সরবরাহের ধারাবাহিকতা (ঘন্টায়)

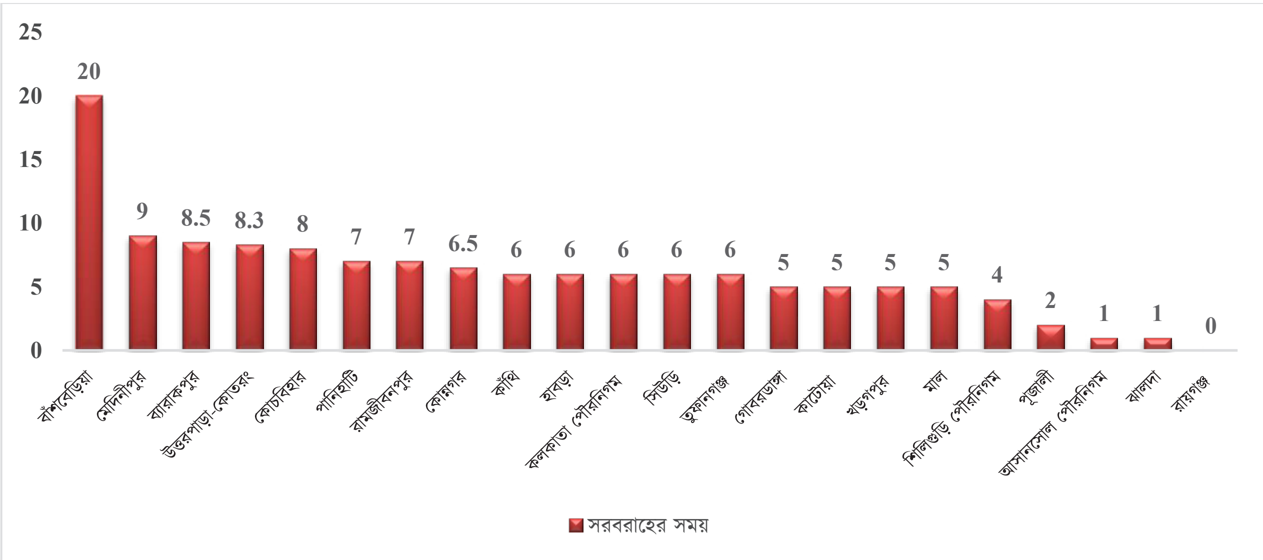

এটি স্পষ্ট যে শুধুমাত্র একটি পৌরসংস্থা (*বাঁশবেড়িয়া*) 135 lpcd জল সরবরাহ করার মাপকাঠি অর্জন করেছে। কোন পৌরসংস্থাই জল সরবরাহের ধারাবাহিকতার মাপকাঠি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

নিরীক্ষায় এটিও পরিলক্ষিত হয়েছে যে শুধুমাত্র 10টি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *বারাসাত*, *কাঁথি*, *কোচবিহার*, *কাটোয়া*, *খড়গপুর*, *কলকাতা* পৌরনিগম, *মেদিনীপুর*, *রামজীবনপুর* এবং *সিউড়ি*) সরবরাহকৃত জলের মান পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে দুইটি পৌরসংস্থা যথা *বারাসাত* ও *সিউড়ি* প্রয়োজনানুযায়ী এই পরীক্ষা করেছে। বারোটি পৌরসংস্থা সরবরাহকৃত জলের গুণমানের কোনো পরীক্ষা করেনি। চারটি পৌরসংস্থা (*কালিয়াগঞ্জ*, *কালনা*, *কোন্নগর* ও *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম) কাঙ্খিত উত্তর দেয়নি। *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের* জল সরবরাহে কোনো ভূমিকা নেই এবং কোন পরীক্ষা সম্পন্ন করেনি।

6.1.1.5 জল সংযোগে মিটার যুক্ত করা

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 262 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 206 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 226 নং ধারা অনুযায়ী, পৌরসংস্থাগুলি সাপ্লাই মেইন্সের সঙ্গে

যুক্ত গৃহের চৌহদ্দিতে জলের মিটার বসাবে ও সেটিকে সার্ভিস মেইন্সের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। মিটার বসানো ও সংযোগ করার ব্যয় পৌরসংস্থা নির্বাহ করবে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 265 নং ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 209 নং ধারা জলের মিটার রিডিং অনুযায়ী অর্থ প্রদানের শর্ত আরোপ করে। হ্যান্ডবুক অফ্ সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং, 100 শতাংশ জল-মিটার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র পাঁচটি পৌরসংস্থা যথা, *আসানসোল* পৌরনিগম, *কোচবিহার, কাঁথি, খড়গপুর* এবং *পূজালী*) জলের মিটার বসিয়েছে। *কাঁথি* এবং *পূজালী* গৃহে জলের মিটার বসালেও মিটারের রিডিং নেয়নি।

খড়গপুর এবং *কোচবিহার* পৌরসভা শুধুমাত্র কয়েকটি মিটার বসিয়েছে এবং গ্রাহকদের জন্য কোনো বিল প্রস্তুত করেনি, *আসানসোল* পৌরনিগম শুধুমাত্র বৃহৎ সংযোগ, বহুতল ও বাণিজ্যিক সম্পত্তিগুলিতে মিটার সংযুক্ত করেছে।

পনেরোটি পৌরসংস্থা[59] জলের মিটার সংযুক্ত করেনি। ছয়টি পৌরসংস্থা (*বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, গোবরডাঙ্গা, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, রামজীবনপুর*) কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি। *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* কোনো গৃহেই সংযোগ স্থাপন করেনি ফলে মিটারও বসানো হয়নি।

6.1.1.6 জলের সংযোগের জন্য ফি আদায়

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 234 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 176 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 226 নং ধারা অনুযায়ী, প্রনিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হারে পৌরসংস্থাগুলি জল সরবরাহের জন্য ফি আদায় করবে। হ্যান্ডবুক অফ্ সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং অনুযায়ী জল সরবরাহ পরিষেবার ব্যয়ের 100 শতাংশ পুনরুদ্ধার করতে হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র তিনটি পৌরসংস্থা যথা *খড়গপুর, রামজীবনপুর* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম গার্হস্থ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে জল সরবরাহের ফি আদায় করেছে এবং সাতটি পৌরসংস্থায় (*আসানসোল* পৌরনিগম, *কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর, রামজীবনপুর* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম) অ-গার্হস্থ্য উপভোক্তাদের থেকে ঐ ফি আদায় করেছে।

কুড়িটি পৌরসংস্থা[60] গার্হস্থ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে এবং ষোলটি পৌরসংস্থা[61] অ-গার্হস্থ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে জলের সরবরাহের মূল্য আদায় করেনি।

তিনটি পৌরসংস্থা (*গোবরডাঙ্গা, কালিয়াগঞ্জ, কালনা*) কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি। *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভা কোনো গৃহেই জলের সংযোগ স্থাপন না করায় জল সরবরাহের ফি-ও আদায় করেনি।

নাগরিকদের জল সরবরাহ করার জন্য রাজ্য আইন দ্বারা হস্তান্তরিত কার্য হিসাবে পৌরসংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যদিও, নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে নিম্নলিখিত কারণে জল সরবরাহ পরিষেবার কার্যকারিতা বিঘ্নিত হয়েছে:

i. পৌরসংস্থাগুলি জল পরিশোধন ও নাগরিকদের জল সরবরাহের জন্য অনেকাংশে KMDA ও PHED-এর ন্যায় প্যারাস্টাটালের উপর নির্ভরশীল। ফলস্বরূপ,

[59] *বারাসাত, বনগাঁ, হাবড়া, ঝালদা, কাটোয়া, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[60] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, ঝালদা, কাটোয়া, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[61] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, ঝালদা, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

পৌরসংস্থাগুলি মাথাপিছু জল সরবরাহ ও জল সরবরাহের ধারাবাহিকতার সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক অর্জন করতে পারেনি।

ii. তহবিলের সীমাবদ্ধতা এবং পরিকাঠামোর ও দক্ষতার অভাবের কারণে পৌরসংস্থাগুলি প্যারাস্ট্যাটালগুলির থেকে প্রকল্প অধিগ্রহণ করতে অপারগ ছিল।

iii. আইনে বিবৃত থাকলেও পৌরসংস্থাগুলি প্রতিটি গৃহে জলের সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

iv. পৌরসংস্থাগুলি রাজস্ব ব্যয় বহন করার জন্য গার্হস্থ্য ও অ-গার্হস্থ্য উপভোক্তাদের জলের সরবরাহ বাবদ ফি আরোপ ও আদায়ের বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

এক্সিট কনফারেন্সে (অক্টোবর 2022) বিভাগ জানিয়েছে যে তারা জল সরবরাহ বিষয়ক কার্য সম্পর্কে অপর্যাপ্ততা যাচাই করবে ও AMRUT প্রকল্পের মাধ্যমে সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করবে।

সুপারিশ:

21. **জল সরববাহ প্রকল্পের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষন এবং প্যারাস্ট্যাটাল/অন্যান্য বিভাগের কাছ থেকে জল সরববাহ প্রকল্প অধিগ্রহণে সক্ষম করে তোলার জন্য সরকার পৌরসংস্থাকে যথাযথ অর্থ ও কর্মী প্রদান করতে পারে।**

22. **নাগরিকদের সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে ও সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক অর্জন করতে সরকার নিয়মিত নজরদারি ব্যবস্থা চালু করতে পারে।**

23. **বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী পৌরসংস্থা, গার্হস্থ্য ও অ-গার্হস্থ্য উভয় উপভোক্তাদের থেকে জল সরবরাহের জন্য ফি আরোপ ও আদায় করতে পারে। জল ব্যবহারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে জলের ফি আদায় ও নিজস্ব উৎসের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে পৌরসংস্থা জল সরবরাহের জন্য মিটার সংযুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে পারে।**

6.2 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রণকারী আইনে পৌরসংস্থা কর্তৃক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংস্থান বিবৃত আছে। যদিও, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইন 2006 দ্বারা পরিচালিত পৌরনিগমের জন্য বিশদ সংস্থান ডিসেম্বর 2018-তে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, 2018-দ্বারা 300 নং ধারাতে সংযোজিত হয়েছে।

পৌরসংস্থাগুলিকে 8 এপ্রিল 2016[62]-তে কার্যকরী ভারত সরকারের বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (MoEFC) মন্ত্রকের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, 2016-ও মেনে চলতে হবে।

উক্ত বিধিগুলি পৌরসংস্থা, সেনসাস টাউন, প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল, প্রজ্ঞাপিত শিল্পনগরী, ভারতীয় রেল বিভাগ, বিমানবন্দর, বন্দর ও পোত, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অন্তর্গত এলাকা এবং ঐ এলাকায় অবস্থিত প্রতিটি আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য অনাবাসিক কঠিন বর্জ্য উৎপাদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য, ই-বর্জ্য, শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য, বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদক ব্যতীত)।

এই বিধিগুলিতে স্থানীয় সংস্থা তৎসহ নগরোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সরকারি দপ্তর, জেলা শাসক, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ বর্ণিত আছে।

[62] *পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986 দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এবং মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট (ম্যানেজমেন্ট এন্ড হ্যান্ডলিং) রুলস, 2000-এর স্থগিতকরণে।*

এই বিধির সাথে পৌরসংস্থাগুলির সম্মতি এবং রাজ্য প্রণীত পৌর আইন দ্বারা পৌরসংস্থার উপর বর্তিত কার্যাবলী সম্পাদনে দক্ষতা বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

6.2.1 পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের কার্যকারিতা

6.2.1.1 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনার প্রস্তুতি

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির 11 নং বিধি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারকে উক্ত বিধি বিজ্ঞাপিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে একটি রাজ্য নীতি এবং রাজ্যের জন্য একটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রস্তুত করতে হবে। এছাড়াও, উক্ত বিধির 15(a) নং বিধি অনুযায়ী, পৌরসংস্থাগুলি, রাজ্য নীতি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রজ্ঞাপিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে ও তার অনুলিপি UD&MAD-কে প্রেরণ করবে।

UD&MAD জানুয়ারী, 2018-তে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রাজ্য নীতি ও কৌশল প্রকাশ করে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলিকে ছয় মাস অর্থাৎ জুলাই 2018-এর মধ্যে তাদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হত।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে *কলকাতা* পৌরনিগম কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার প্ল্যান প্রকাশ করেছে (সেপ্টেম্বর 2019) এবং *খড়গপুর* পৌরসভা স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে কঠিন বর্জ্য পরিচালন বিষয়ে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) প্রস্তুত করেছে (নভেম্বর 2017)। এগুলি ব্যতীত, সাতটি পৌরসংস্থা[63] বিভিন্ন সময়ে এককভাবে অথবা অন্য প্রকল্পের অংশ হিসাবে কঠিন বর্জ্য পরিচালন কার্যাবলীর জন্য পরিকল্পনা/DPR প্রস্তুত করেছে, কিন্তু কোন পরিকল্পনাই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিধান অনুসারে প্রস্তুত করা হয়নি। অবশিষ্ট 18টি পৌরসংস্থা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোন পরিকল্পনাই প্রস্তুত করেনি।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্য পৌর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, 2016 অনুযায়ী, মে 2019-এ এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (EoI) আহ্বানের মাধ্যমে 124টি (*কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত) পৌরসংস্থায় মাইক্রো-পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করেছে এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে নির্বাচিত এজেন্সিগুলিকে কার্যাদেশ প্রদান করেছে। যদিও, পরিকল্পনা অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য এজেন্সি দ্বারা প্রস্তুত করা মাইক্রো-পরিকল্পনা/DPR পৌরসংস্থাগুলিতে বিতরণ করেনি।

উপরন্তু, SUDA জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2022) যে প্রত্যেকটি পৌরসংস্থার জন্য (*কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত, যার DPR মাইক্রো-পরিকল্পনা এজেন্সি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি) প্রস্তুত করা চূড়ান্ত DPR, UD&MAD-এর স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্স (SLTF) দ্বারা অনুমোদিত হলেও স্টেট হাই পাওয়ার কমিটির (SHPC) কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়নি। SHPC-র অনুমোদন প্রাপ্ত হলেই DPR পৌরসংস্থাগুলিকে বিতরণ করা হবে।

এটি সুস্পষ্ট যে পৌরসংস্থাগুলি এজেন্সি দ্বারা প্রস্তুত করা মাইক্রো-পরিকল্পনা/DPR পায়নি (সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত) যার ফলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী সম্পাদনে বিলম্ব হয়েছে। উপরন্তু এজেন্সি নিয়োগে বিলম্বের কারণে পরিকল্পনা পদ্ধতি তিন বছর বিলম্বিত হয়েছে (সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত)।

6.2.1.2 বর্জ্যের সংগ্রহ এবং পৃথকীকরণ

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 29 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 97 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 63 নং ধারা অনুযায়ী কঠিন বর্জ্যের সংগ্রহ, অপসারণ ও

[63] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, হাবড়া, কোন্নগর, পানিহাটি, শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

নিষ্পত্তিকরণকে পশ্চিমবঙ্গের পৌরসংস্থাসমূহ, *কলকাতা* পৌরনিগম ও অন্যান্য পৌরনিগমের বাধ্যতামূলক কার্য হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 322 নং ধারা ও 329 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 260 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300 নং ধারা অনুযায়ী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পৌরসংস্থার দায়িত্বের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

(i) নগরোন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হ্যান্ডবুক অব সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং সংগ্রহ দক্ষতা অর্থাৎ উৎপাদনের সাপেক্ষে বর্জ্য সংগ্রহের শতকরা হার 100 শতাংশ হিসাবে ধার্য্য করেছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থা দ্বারা উৎপাদিত দৈনিক বর্জ্যের পরিমাণ 7,080.97 টন প্রতি দিন (TPD), যার মধ্যে প্রতিদিন 6,695.09 TPD পৌরসংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত হয়। অর্থাৎ সর্বমোট সংগ্রহ দক্ষতা 94.55 শতাংশ (**চার্ট 6.5**)। 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় একক সংগ্রহ দক্ষতা **চার্ট 6.4**-এ বিবৃত হল।

চার্ট 6.4: 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার একক সংগ্রহ দক্ষতা

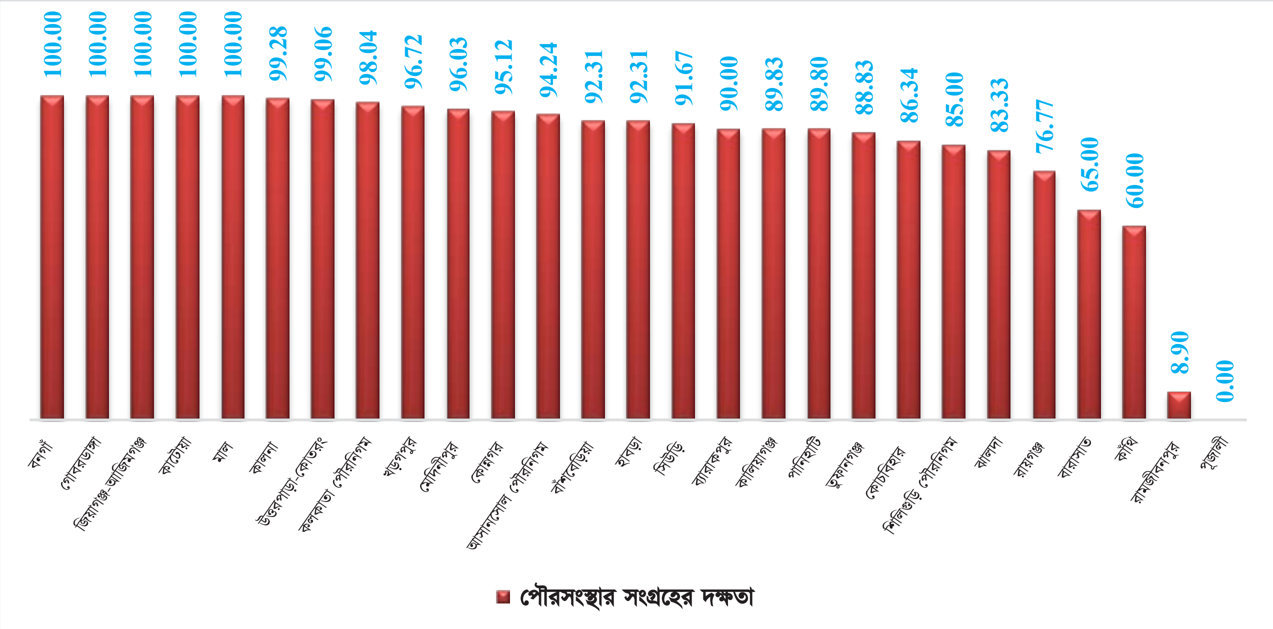

পূজালী পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও নিষ্পত্তিতে কোন ভূমিকা না থাকায় সংগ্রহ দক্ষতা 'শূন্য'। *রামজীবনপুর* পৌরসংস্থায় সংগ্রহ দক্ষতা মাত্র 8.90 শতাংশ।

(ii) কঠিন বর্জ্য পরিচালন বিধির 15(b) নং বিধি অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলি বস্তি ও অস্থায়ী বসতিসহ প্রতিটি আবাসগৃহ এবং বাণিজ্যিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য অনাবাসিক ক্ষেত্র থেকে পৃথকীকৃত কঠিন বর্জ্য গৃহে/ক্ষেত্রে গিয়ে সংগ্রহ করবে।

27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে, 22টি পৌরসংস্থা প্রতি গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা শুরু করেছে এবং 12টি পৌরসংস্থা পৌর কঠিন বর্জ্য-এর (MSW) উৎসস্থলেই পৃথকীকরণের কাজ শুরু করেছে। প্রতি গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও উৎসস্থলেই পৌর কঠিন বর্জ্যের পৃথকীকরণের স্থিতি **সারণি 6.5**-এ বর্ণিত হল-

সারণি 6.5: প্রতি গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও উৎসস্থলেই পৌর কঠিন বর্জ্যের পৃথকীকরণের স্থিতি

	প্রতি গৃহ থেকে সংগ্রহ		উৎসে পৃথকীকরণ	
	বাস্তবায়িত হয়েছে	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়েছে	বাস্তবায়িত হয়নি
পৌরসংস্থার সংখ্যা ও নাম	**22টি পৌরসংস্থা:** বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, সিউড়ি, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।	**4টি পৌরসংস্থা:** আসানসোল পৌরনিগম, কাটোয়া, পূজালী এবং রামজীবনপুর	**12টি পৌরসংস্থা:** বারাসাত, ব্যারাকপুর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।	**14টি পৌরসংস্থা:** আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ এবং তুফানগঞ্জ।

(উৎস: পৌরসংস্থা কর্তৃক পেশ করা তথ্যসমূহ)

আসানসোল পৌরনিগম এবং *রামজীবনপুর* পৌরসভা শুধুমাত্র ভ্যাট/কমিউনিটি বিন থেকে পৌর কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করেছে। *ঝালদা* পৌরসংস্থা কোনো উত্তর দেয়নি।

(iii) উৎপত্তিস্থলেই পৃথকীকরণের জন্য, বর্জ্যের আলাদা মজুতস্থল প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য পরিচালন বিধির 4(a) নং বিধি অনুযায়ী সময়ে সময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা বা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জীবাণুবিয়োজ্য, জীবাণুবিয়োজ্য নয় ও বিপজ্জনক গার্হস্থ্য বর্জ্য এই তিন প্রকার বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও নির্দিষ্ট বিনে মজুত করা এবং স্বীকৃত বর্জ্য উত্তোলক বা বর্জ্য সংগ্রাহককে পৃথকীকৃত বর্জ্যের হস্তান্তর করা সেই বর্জ্য উৎপাদকের দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে 20টি পৌরসংস্থা[64] আবাসগৃহে বিন সরবরাহ করেছে। যদিও, 20টির মধ্যে 14টি পৌরসংস্থা[65] উৎসস্থলে বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য তিন প্রকারের পরিবর্তে মাত্র দুই ধরণের বিন সরবরাহ করেছে। শুধুমাত্র *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম বিভিন্ন সময়ে তিন প্রকার বিন সরবরাহ করেছে। 20টি পৌরসংস্থার মধ্যে, তিনটি (*ব্যারাকপুর, কোচবিহার* এবং *রায়গঞ্জ*) কি প্রকারের বিন সরবরাহ করেছে সেটি সুস্পষ্ট করেনি এবং অবশিষ্ট দুইটি পৌরসংস্থা কোন তথ্য প্রদান করেনি।

পাঁচটি পৌরসংস্থা (*আসানসোল* পৌরনিগম, *বাঁশবেড়িয়া, গোবরডাঙ্গা, মেদিনীপুর* ও *পূজালী*) প্রতি গৃহে বিন প্রদান করেনি এবং দুইটি পৌরসংস্থা যথা *হাবড়া* ও *ঝালদা* কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে SUDA কেন্দ্রীয়ভাবে দুই ধরণের বিন ক্রয় করেছে এবং পৌরসংস্থাগুলিকে সরবরাহ করেছে।

তিনটি বিভিন্ন প্রকার বিন সরবরাহ না করার ফলে উৎসেই বর্জ্যের পৃথকীকরণের মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয়নি।

---

[64] *বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মাল, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[65] *বারাসাত, বনগাঁ, কাঁথি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, মাল, পানিহাটি, রামজীবনপুর, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

6.2.1.3 কঠিন বর্জ্যের বহন

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 324 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 265 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300E নং ধারা অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলি কঠিন বর্জ্যের অপসারণের জন্য যানবাহন বা অন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা করবে।

(i) নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাতেই পৌর কঠিন বর্জ্য পরিবহনের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি যানবাহন[66] বর্তমান। 22টি পৌরসংস্থাকে[67], SUDA, সেকেন্ডারি বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন প্রদান করেছে। 22টি পৌরসংস্থার মধ্যে, 10টি পৌরসংস্থা[68] সেকেন্ডারি বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহনের জন্য SUDA-র উপর (*বাঁশবেড়িয়া* পৌরসংস্থা KMDA-এর উপর নির্ভরশীল) সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। দুইটি পৌরসংস্থা (*খড়্গপুর* পৌরসভা এবং *কলকাতা* পৌরনিগম) SUDA কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে সেকেন্ডারি বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন ক্রয় করেছে। *গোবরডাঙ্গা, ঝালদা* এবং *পানিহাটি* পৌরসংস্থা এই বিষয়ে কোন উত্তর দেয়নি।

পূজালী পৌরসভার কঠিন বর্জ্য পরিচালনে কোন ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও SUDA ছয়টি সেকেন্ডারি বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন (টিপার/ডাম্প ট্রাক) প্রদান করেছে। উক্ত পৌরসংস্থা SUDA প্রদত্ত অর্থে একটি সেকেন্ডারি বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন (ভ্রাম্যমান কম্প্যাক্টর) ক্রয় করেছে। যেহেতু উক্ত পৌরসংস্থা ঐ যানবাহনগুলি ব্যবহারে অপারগ সেহেতু ছয়টি যানবাহন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ভ্রাম্যমান কম্প্যাক্টরটি *মহেশতলা* পৌরসভায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

(ii) বারোটি পৌরসংস্থায়[69], প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন কম্পার্মেন্ট যুক্ত না হওয়ায় বর্জ্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে ফলে কঠিন বর্জ্যের উৎসেই পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত বর্জ্যের সংগ্রহ ও বহনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছে। ছয়টি পৌরসংস্থায় যথা: *কাঁথি, কালনা, কাটোয়া, কোন্নগর, মাল* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এ প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহনে কম্পার্মেন্ট যুক্ত করা আছে। এই বিষয়ে আটটি পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। *পূজালী* পৌরসভায় প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রাহক যানবাহন ব্যবহৃত হয়নি।

6.2.1.4 কঠিন বর্জ্যের স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং, ডাম্পিং ও প্রক্রিয়াকরণ

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 325 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 267 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300G নং ধারা পৌর এলাকার মধ্যে বা বাইরে কঠিন বর্জ্যের নিষ্পত্তির ব্যবস্থার বিধান প্রদান করেছে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 327 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 268 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300H নং ধারা অনুযায়ী পৌরসংস্থাগুলিকে কঠিন বর্জ্যের

---

66 *'প্রাইমারি সংগ্রহ' অর্থাৎ উৎসে যেমন একক আবাসগৃহ এবং দোকান, কার্যালয় এবং অন্য কোনো অনাবাসিক প্রাঙ্গণ থেকে সংরক্ষিত বর্জ্য সংগ্রহ (দরজা থেকে সংগ্রহ) করে পৌরসংস্থা দ্বারা নির্ধারিত অন্য পয়েন্ট/ ট্রান্সফার স্টেশন বা ডাম্প সাইট বা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইটে বহন বোঝায়। প্রাথমিক সংগ্রহে ব্যবহৃত যানবাহন, যেমন কনটেইনার যুক্ত পুশ কার্ট, ট্রাইসাইকেল বা ছোট যান্ত্রিক যানগুলিকে প্রাইমারি সংগ্রাহক যান বলা হয়। 'সেকেন্ডারি সংগ্রহ' বলতে বোঝায় কমিউনিটি বিন, বর্জ্য স্টোরেজ ডিপো, বা স্থানান্তর স্টেশন থেকে বর্জ্য তুলে নেওয়া এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইট বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থানে পরিবহন করা। সেকেন্ডারি সংগ্রহে ব্যবহৃত যানবাহন, যেমন ট্রাক এবং কম্প্যাক্টরকে, সেকেন্ডারি সংগ্রাহক যান বলা হয়।*

67 *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পূজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ, উত্তরপাড়া-কোতরং।*

68 *আসানসোল পৌরনিগম, বারাসাত, বনগাঁ, কাঁথি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কোন্নগর, মেদিনীপুর, পূজালী, রায়গঞ্জ এবং রামজীবনপুর।*

69 *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কোচবিহার, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কলকাতা পৌরনিগম, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি এবং তুফানগঞ্জ।*

গ্রহণ, মজুতকরণ, পরিশোধন, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে বা ঐ কঠিন বর্জ্যকে কম্পোস্টে/অন্য পদার্থে পরিণত করা এবং তা বাণিজ্যিকভাবে চালু করার জন্য পৌর এলাকার মধ্যে বা বাইরে যে কোন নির্মাণ, অধিগ্রহণ, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদান করেছে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 328 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 268 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300H নং ধারা অনুযায়ী পৌরসংস্থাকে পৌর এলাকার মধ্যে বা বাইরে বাণিজ্যিকভাবে কঠিন বর্জ্য সদ্ব্যবহার করে কোন কুয়ো, ট্যাঙ্ক বা নিচু জমি ভরাট করার জন্য অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির 15(w) নং বিধি পৌরসংস্থাগুলিকে নিজ উদ্যোগে বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে অবশিষ্ট বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য স্যানিটারি ল্যান্ডফিল[70] এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বের বিধান দেয়। উক্ত বিধির 15(zh) নং বিধি পৌরসংস্থাগুলিকে মিশ্র বর্জ্যের ল্যান্ড ফিলিং এবং ডাম্পিং বন্ধ করা এবং 15(zi) নং বিধি শুধুমাত্র অব্যবহারযোগ্য, অনবীকরণযোগ্য, জীবাণুবিয়োজ্য নয়, অদাহ্য ও বিক্রিয়া করতে অক্ষম এমন এবং বর্জ্য পরিশোধনাগারের পূর্ব-প্রক্রিয়াকৃত বাতিল এবং অবশিষ্ট বর্জ্যই স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে জমা করার নির্দেশ প্রদান করে যাতে ল্যান্ডফিলে শুন্য বর্জ্য জমা করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

পূর্বোক্ত বিধির 22 নং বিধি অনুসারে, কঠিন বর্জ্য পরিশোধন সুবিধা ও স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সনাক্তকরণ, ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য দুই বছর সময়সীমা ধার্য্য করা হয়েছে। এক লক্ষের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে এই সময়সীমা তিন বছর ধার্য্য করা হয়েছে।

উপরন্তু, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির তফশিল-I-এ স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইটের জন্য যে মানদণ্ড আরোপ করা হয়েছে তা হলো যে ঐ সাইটের দূরত্ব যেন নদী থেকে 100 মিটার, পুকুর থেকে 200 মিটার, হাইওয়ে থেকে 200 মিটার হয় ইত্যাদি। ল্যান্ডফিল সাইটে অবাঞ্ছিত লোকজন ও রাস্তার প্রাণীর প্রবেশ প্রতিরোধে বেড়া দিতে হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে-

(i) 31 মার্চ 2021 পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষিত 27টি পৌরসংস্থার মধ্যে মাত্র পাঁচটি পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ইউনিট বর্তমান যার বিস্তারিত বিবরণ **সারণি 6.6**-এ দেওয়া হল।

সারণি 6.6: পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য পরিশোধনাগারের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ
1.	কলকাতা পৌরনিগম	উক্ত পৌরসংস্থার প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে ধাপায় 500 TPD এর একটি কেন্দ্রীভূত কম্পোস্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। প্রকল্পটি 1999 সালে চালু হয়েছিল। প্লাস্টিক বর্জ্যকে বেঞ্চ, চেয়ার ইত্যাদিতে রূপান্তর করার জন্য ধাপায় পাইলট প্রকল্প হিসাবে একটি 2 TPD প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট 2021 সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল।

[70] *'স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং' বলতে বাতিল ও অবশিষ্ট বর্জ্য এবং নিষ্ক্রিয় বর্জ্যের কোন ভূমিতে অন্তিম এবং সুরক্ষিত নিষ্পত্তি বোঝায় যেখানে উল্লিখিত বিষয়ে সুরক্ষা বন্দোবস্ত থাকবে যেমন ভূপৃষ্ঠের জলের, পৃষ্ঠতলের জলের এবং ভাসমান বায়ু ধুলোকণার দূষণ, বায়ুবাহিত কণা জমা হওয়া, দুর্গন্ধ, আগুনের সমস্যা, জীবজন্তুর দ্বারা বিশৃঙ্খলা, পাখির দ্বারা বিশৃঙ্খলা, পেস্ট বা রোডেন্ট, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ধারাবাহিক জৈব দূষক, ঢালের স্থিতিশীলতার অভাব ও ক্ষয়। 'ডাম্প সাইট' বলতে স্থানীয় সংস্থা দ্বারা স্যানিটারি ল্যান্ড ফিলিং এর নীতি অনুসরণ না করে কঠিন বর্জ্যের নিষ্পত্তির ভূমিকে বোঝায়।*

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ
2.	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	পৌরসংস্থার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। প্রতি মাসে 21 টন ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রকল্পটি 2019 সালে চালু করা হয়েছিল।
3.	কোন্নগর	পৌরসংস্থার একটি 42 TPD ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট রয়েছে, যা, কলকাতা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (KSWMIP) নামক একটি ট্রান্স-মিউনিসিপ্যাল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, যার মধ্যে উত্তরপাড়া-কোতরং সহ ছয়টি পৌরসংস্থা রয়েছে, সেই প্রকল্পের অন্তর্গত JICA-এর সহায়তায় নির্মিত। প্রকল্পটি KMDA নির্মাণ করেছিল এবং এই পৌরসংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তর করেছিল। প্রকল্পটি 2019 সাল থেকে কার্যকর হয়। প্রকল্পটির দুটি অংশ রয়েছে-একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট এবং একটি স্থানান্তর স্টেশন। অবশিষ্ট 10.95 TPD বর্জ্য (মিশ্র বর্জ্য/নিষ্ক্রিয় বর্জ্য) স্বাস্থ্যবিধান জমি ভরাটের জন্য বৈদ্যবাটিতে আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে (RWMC) পাঠানো হয়।
4.	উত্তরপাড়া-কোতরং	এই পৌরসংস্থা একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট এবং একটি স্থানান্তর স্টেশন নিয়ে গঠিত KSWMIP-এর একটি অংশ। অবশিষ্ট বর্জ্য (মিশ্র বর্জ্য) স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের জন্য বৈদ্যবাটিতে RWMC-তে পাঠানো হয়।

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

মাল পৌরসভায় একটি সার প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট রয়েছে, যা কার্যকরী নয়।

(ii) শুধুমাত্র তিনটি পৌরসংস্থা যথা, *কালনা, কোন্নগর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এর নিজস্ব স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের সুবিধা রয়েছে। *কালনা* পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এখনও চালু হয়নি। *কোন্নগর* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এর স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের সাধারণ সাইটটি *বৈদ্যবাটি* পৌরসভার অধীনে আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে (RWMC) অবস্থিত। *কোন্নগর* পৌরসভার ক্ষেত্রে, আংশিকভাবে মিশ্রিত বর্জ্য ল্যান্ডফিল সাইটে ফেলা হয়।

(iii) ছয়টি পৌরসংস্থায় (*কাঁথি, ঝালদা, কাটোয়া, মাল, রামজীবনপুর* এবং *সিউড়ি*) পৌর কঠিন বর্জ্যের জন্য তাদের নিজস্ব ডাম্পিং সাইট নেই। এই ছয়টি পৌরসংস্থা অননুমোদিত জমিতে যেমন, রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে (*মাল*), ভেস্টেড জমি (*সিউড়ি*) ইত্যাদিতে পৌর কঠিন বর্জ্যের স্তূপীকরণ করছিল। *আসানসোল* পৌরনিগমের পাঁচটি ডাম্পিং সাইট রয়েছে, যার মধ্যে দুটি (*জামুরিয়া, কুলটি*) পৌরসংস্থার অধীনস্থ নয় এবং পঞ্চায়েত জমিতে অবস্থিত। *কুলটিতে* ডাম্পিং সাইট একটি পরিত্যক্ত খনি এলাকায় অবস্থিত।

হাবড়া পৌরসভার বর্তমান ডাম্পিং সাইটটিতে আর বর্জ্য স্তূপীকরণ করা সম্ভব নয় এবং *অশোকনগর-কল্যাণগড়* পৌরসভার সাথে সংযুক্ত ক্লাস্টার প্রকল্পটি চালু নেই। ফলস্বরূপ, পৌরসংস্থাটি বর্তমানে 24 নং ওয়ার্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের জমিতে মিশ্র বর্জ্য স্তূপীকরণ করে। *হুগলি* নদীর পাশে 2 নং ওয়ার্ডে *পূজালী* পৌরসভার একটি ডাম্পিং সাইট রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির লঙ্ঘন। স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তির কারণে পৌরসভাকে সেখানে স্তূপীকরণ বন্ধ করতে হয়। পৌরসংস্থাটি 2021 সালের মে মাসে UD&MAD-এর কাছে জমি কেনার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, যার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি (আগস্ট 2021 পর্যন্ত)।

সতেরোটি পৌরসংস্থার[71] নিজস্ব ডাম্পিং সাইট বর্তমান যেখানে মিশ্র কঠিন বর্জ্য ফেলা হয়।

(iv) পাঁচটি নির্বাচিত পৌরসভার (*বারাসাত, বনগাঁ, কোচবিহার, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* এবং *তুফানগঞ্জ*) ডাম্পিং সাইটে বেড়া দেওয়া ছিলনা। 12টি পৌরসভার ক্ষেত্রে, ডাম্পিং সাইটের অবস্থান এক বা একাধিক মানদন্ডের নিরিখে যেমন নদী থেকে 100 মিটার দূরে বা আবাসস্থল থেকে 200 মিটার দূরে বা জল সরবরাহ থেকে 200 মিটার দূরে না থাকা ইত্যাদি কারণে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিধি লঙ্ঘন করেছে।

(v) তিনটি পৌরসংস্থা যথা *কালনা, কাটোয়া* এবং *রামজীবনপুরে* বেসরকারি ক্লিনিক ও নার্সিং হোম কর্তৃক জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ডাম্পিং সাইটে ফেলতে দেখা গেছে।

(vi) পৌরসংস্থার কর্মী/আধিকারিকদের সঙ্গে যৌথ প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকালে ডাম্পিং সাইটে জঞ্জালের স্তূপ, জঞ্জাল পোড়ানো এবং নদীর ধারে স্তূপীকরণ করার ন্যায় বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়েছে। যৌথ প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকালে গৃহীত চিত্রগুলি নিচে দেওয়া হল:

চিত্র 6.1: *কোচবিহার* পৌরসভায় উন্মুক্ত ডাম্পিং সাইটে কঠিন বর্জ্যের দহন (যা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, 2016 অনুসারে নিষিদ্ধ)

চিত্র 6.2: *তুফানগঞ্জ* পৌরসভার *রায়ডাক* নদীর তীরে 06 নং ওয়ার্ডে পৌরসভার উন্মুক্ত ডাম্পিং গ্রাউন্ড

চিত্র 6.3: *পানিহাটি* পৌরসভার *রামচন্দ্রপুর* ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনার স্তূপ

চিত্র 6.4: *ব্যারাকপুর* পৌরসভার *মুক্তাপুকুর* ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনার স্তূপ

[71] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কোচবিহার, গোবরডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং তুফানগঞ্জ।*

6.2.1.5 উপবিধি প্রণয়ন এবং ব্যবহার্য ফি সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 95B নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 105 নং ধারা, কঠিন বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে পৌর পরিষেবা প্রদানের জন্য বর্জ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে বিশেষ সাফাই চার্জ সংগ্রহের জন্য পৌরসংস্থার ক্ষমতায়ন করে। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 210B নং ধারা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ সাফাই চার্জ ধার্য করার বিধান দেয়। এই সমস্ত ধারাগুলি পৌরসংস্থাকে এই ধরনের চার্জের হার নির্ধারণ করতে এবং যে এই ধরনের চার্জ আরোপ করার সময়কাল, হার এবং সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করার প্রনিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করে।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 332 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300B নং ধারা, পৌরসংস্থাকে ঝাড় দেওয়া, প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার এবং আবর্জনা বা আপত্তিকর বর্জ্য সংগ্রহ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য মালিক বা কোন প্রাঙ্গনের দখলদারকে সময়ে সময়ে CIC/MIC দ্বারা নির্ধারিত হারে প্রশাসনিক চার্জ বা বিশেষভাবে সাফাই করার পরিষেবা প্রদান চার্জ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই আইনগুলি অনুসারে, উক্ত কারণে যে কোন অপ্রদেয় অর্থ, বকেয়া কর হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আদায়যোগ্য। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 333 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 266 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300B নং ধারায় অনাবাসিক জায়গার জন্য অনুরূপ বিধান বিদ্যমান।

কলকাতা পৌরনিগম আইনের 338 নং ধারা, পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 272 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 300K নং ধারা অনুযায়ী, এই আইনগুলির লঙ্ঘন করে কঠিন বর্জ্য ফেলার জন্য জরিমানা ধার্য্য করা হবে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির 15(e) বিধি অনুসারে এই বিধির প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিয়মের বিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে উপবিধি তৈরি করতে হবে এবং তাদের সময়ানুগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত উপবিধিগুলি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি ভঙ্গকারী বা ময়লা ছড়াচ্ছে বা এই নিয়মগুলির বিধানের সাথে সঙ্গতিসাধনে ব্যর্থ হয়েছে এমন ব্যাক্তিদেরকে তাৎক্ষণিক জরিমানা করার জন্য এবং পৌরসংস্থার আধিকারিকদের উপবিধি অনুসারে উক্ত জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য, মানদণ্ড নিরূপন করবে। উক্ত বিধির 15(f) বিধি পৌরসংস্থাগুলিকে বর্জ্য উৎপাদকদের থেকে ব্যবহার্য ফি আরোপ ও আদায় করার ক্ষমতা দেয়।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে শুধুমাত্র চারটি পৌরসংস্থা যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *কলকাতা* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং* পৌরসভা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকলাপের জন্য প্রনিয়ম/উপবিধি তৈরি করেছে। *কলকাতা* পৌরনিগম দ্বারা প্রস্তুত উপবিধি রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল (আগস্ট 2020); *আসানসোল* পৌরনিগম এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং* দ্বারা প্রস্তুত করা উপবিধিগুলি অনুমোদনের জন্য SUDA-তে পাঠানো হয়েছিল (জানুয়ারি 2021)। *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম দ্বারা প্রস্তুত উপবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি। 22টি পৌরসংস্থা[72] কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী সম্পর্কিত উপবিধি তৈরি করেনি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে চারটি পৌরসংস্থা যথা *কলকাতা* পৌরনিগম, *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম, *ব্যারাকপুর* এবং *কোন্নগর*, বর্জ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ব্যবহার্য ফি সংগ্রহ করছিল। *আসানসোল* পৌরনিগম এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং* ব্যবহার্য ফি সংগ্রহ করেনি, যদিও তারা এই উদ্দেশ্যে

---

[72] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙা, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পুজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, সিউড়ি এবং তুফানগঞ্জ।*

উপবিধি প্রণয়ন করেছিল। 20টি পৌরসংস্থা[73] উপ-বিধি তৈরি করেনি এবং ব্যবহার্য ফি সংগ্রহ করেনি।

ঝালদা পৌরসভা কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদান করেনি।

6.2.1.6 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বর্জ্য সংগ্রাহক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংযুক্তকরণ

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির 15(c) এবং (d) নং বিধি বর্জ্য সংগ্রাহক বা অস্বীকৃত বর্জ্য সংগ্রাহকদের সংগঠন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সংযুক্তকরণের জন্য বিধান প্রদান করে, যাতে ঘরে ঘরে সংগ্রহ সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণ সহজতর হয়।

নিরীক্ষায় নির্দেশিত হয়েছে যে শুধুমাত্র আটটি পৌরসংস্থা (*বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কোন্নগর, পূজালী, শিলিগুড়ি* পৌরনিগম, *সিউড়ি* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*) স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করেছে এবং তিনটি পৌরসংস্থা (*বনগাঁ, হাবড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং*) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তাদের সংযুক্তকরণ করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য সংগ্রাহকদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সতেরোটি পৌরসংস্থা[74] স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করেনি এবং দুটি পৌরসংস্থা (*ঝালদা* এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ*) কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদান করেনি।

6.2.1.7 বর্জ্যের উৎপাদন এবং নিষ্পত্তির মধ্যে ব্যবধান, লিগাসি বর্জ্য ও পরিবেশের ক্ষতিপূরণ

(i) নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় মোট বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, স্তুপীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে ব্যাবধান রয়েছে (31 মার্চ 2021 পর্যন্ত দৈনিক অবস্থান) যা **চার্ট 6.5**-এ দর্শিত হল-

চার্ট 6.5: 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবধান

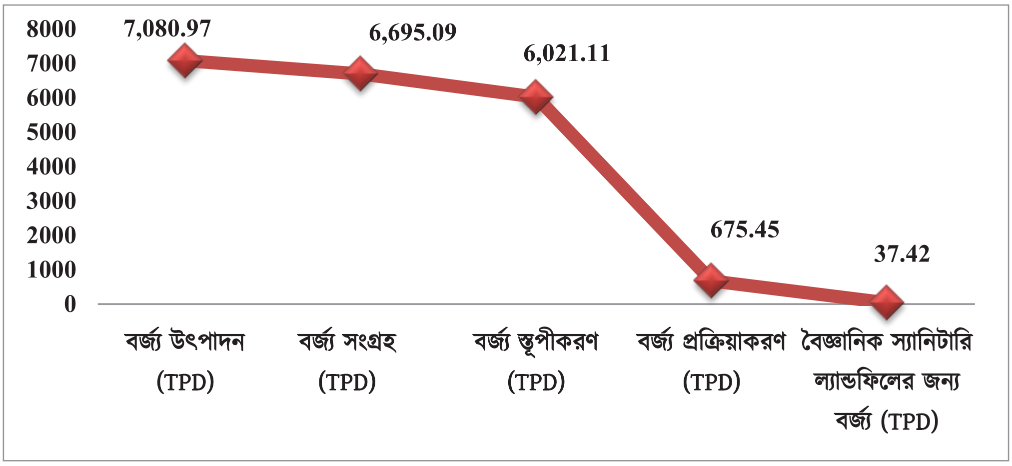

চার্ট 6.5 থেকে এটা স্পষ্ট যে উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়া করা বর্জ্যের পাশাপাশি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে অবশিষ্ট বর্জ্য নিষ্পত্তিতে সুবিশাল ব্যবধান রয়েছে। চার্টে আরও দেখানো হয়েছে যে দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের 85 শতাংশ এবং দৈনিক সংগ্রহ করা বর্জ্যের 89.93 শতাংশ অবৈজ্ঞানিকভাবে ফেলা হচ্ছে; দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের মাত্র 0.53 শতাংশ এবং দৈনিক সংগৃহীত বর্জ্যের 0.56 শতাংশ স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে ফেলা হচ্ছে। দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের 9.54 শতাংশ এবং দৈনিক সংগৃহীত বর্জ্যের 10.09 শতাংশ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য

[73] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙা, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, সিউড়ি এবং তুফানগঞ্জ।*

[74] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙা, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর এবং তুফানগঞ্জ।*

যাচ্ছে[75]। এটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনে পৌরসংস্থার অক্ষমতা নির্দেশ করে।

(ii) নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে 20টি পৌরসংস্থায় 62,91,950 মেট্রিক টন (MT) লিগ্যাসি বর্জ্য জমা হয়েছে, যা **চার্ট 6.6**-এ দেখানো হল:

চার্ট 6.6: 20টি পৌরসংস্থার লিগ্যাসি বর্জ্য

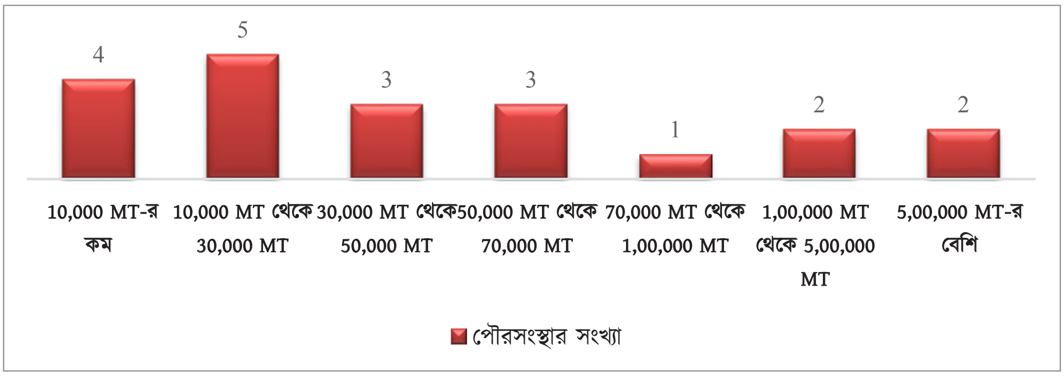

আসানসোল পৌরনিগমে (11,00,000 MT) ও *কলকাতা* পৌরনিগমে (41,50,000 MT), 5,00,000 MT-এর বেশি লিগ্যাসি বর্জ্য জমা আছে। 2021-22-এ KMDA ও SUDA, সকল পৌরসংস্থায় লিগ্যাসি বর্জ্যের বায়ো-রেমিডিয়েশন/বায়ো-মাইনিং-এর জন্য এজেন্সি নিযুক্ত করেছে।

(iii) মাননীয় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) 17 জুলাই 2019 তারিখের আদেশে নির্দেশ দিয়েছে যে, পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে লিগ্যাসি বর্জ্যের বায়ো-রেমিডিয়েশন শুরু করতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, কঠিন বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা বিধির 22 নং বিধি (ক্রমিক নং. 11), মেনে 1 নভেম্বর 2019 থেকে, তারা ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

17 জানুয়ারী 2020 তারিখের আরেকটি আদেশে[76], মাননীয় NGT নির্দেশ দেয় যে, এক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, 2016-এর 22 নং বিধি (ক্রমিক নং. 1 থেকে 10)[77] অগ্রাহ্য করা হলে, 1 এপ্রিল 2020 থেকে পৌরসংস্থাগুলি ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। যেহেতু 95টি পৌরসংস্থা লিগ্যাসি বর্জ্যের জন্য মাননীয় NGT-এর নির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং 124টি পৌরসংস্থা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলীর 22 নং বিধি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ 1 জুলাই 2020[78] থেকে মাসিক ক্ষতিপূরণ গণনা করেছে, যা সংশ্লিষ্ট পৌরসংস্থাগুলিকে প্রদান করতে হবে।

যদিও নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, মাননীয় NGT-এর নির্দেশিকা মান্য করে, সকল পৌরসংস্থাগুলির তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অন্তর্গত পরিবেশ

[75] *দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের 85 শতাংশের, দৈনিক সংগ্রহ করা বর্জ্যের 89.93 শতাংশের অবৈজ্ঞানিক স্তূপীকরণ: যথাক্রমে (6,021.11/7,080.97) শতাংশ এবং (6,021.11/6,695.09) শতাংশ; দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের 0.53 শতাংশ এবং দৈনিক সংগ্রহ করা বর্জ্যের 0.56 শতাংশ স্যানিটারি ল্যান্ডফিলগুলিতে যাচ্ছে: যথাক্রমে (37.42/7,080.97) শতাংশ এবং (37.42/6,695.09) শতাংশ; দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্যের 9.54 শতাংশ এবং দৈনিক সংগ্রহ করা বর্জ্যের 10.09 শতাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য যাচ্ছে: যথাক্রমে (675.45/7,080.97) এবং (675.45/6,695.09) শতাংশ।*

[76] *OA নং যথাক্রমে 519/2019 এবং 606/2018 অনুসারে।*

[77] *ক্রমিক নং 1 থেকে 10; এই নিয়মগুলি বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ব্যক্ত করে যে এই বিধির অধীনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিধির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থানীয় সংস্থা বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরাসরি নিজস্বভাবে, বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দ্বারা নির্মাণ করতে হবে।*

[78] *মহামারীর কারণে, মাসিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়কাল 1 জুলাই 2020 থেকে স্থির করা হয়েছিল।*

ক্ষতিপূরণ তহবিলে, জুলাই 2020 থেকে মে 2021 সময়কালের জন্য পরিবেশের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোট ₹ 26.62 কোটি[79], SUDA স্বচ্ছ ভারত মিশনের তহবিলের[80] সুদ থেকে প্রদান করেছে। নভেম্বর 2020 থেকে মে 2021 পর্যন্ত সময়কালের ক্ষতিপূরণ বাবদ ₹ 6.49 কোটি SUDA-র তরফ থেকে প্রদান করা বাকি আছে।

রাজ্য প্রণীত আইন দ্বারা পৌরসংস্থাগুলিকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হস্তান্তরিত কার্যাবলী সম্পাদনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যদিও নিরীক্ষা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি লক্ষ্য করেছে:

i. যদিও পৌরসংস্থাগুলি তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তা সত্ত্বেও তাদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

ii. পৌরসংস্থাগুলি উৎসে পৃথকীকরণের বাস্তবায়নে এবং প্রতি গৃহ থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি বাহন সরবরাহের জন্য SUDA-র উপর নির্ভরশীল ছিল।

iii. পৌরসংস্থাগুলি আনুমানিক বর্জ্য উৎপাদন নির্ধারণে, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের ব্যবস্থা, ডাম্পিং সাইট এবং ল্যান্ডফিল সাইটের ব্যবস্থাপনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

iv. পৌরসংস্থাগুলি উপবিধি তৈরি করেনি এবং তাদের রাজস্ব ব্যয় মেটাতে ও উৎসে বর্জ্য উৎপাদন কমাতে, বর্জ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে ব্যবহার্য ফি ধার্য করেনি ও সংগ্রহ করেনি।

v. পৌরসংস্থাগুলি লিগ্যাসি বর্জ্যের বায়ো-রেমিডিয়েশন ও বায়ো-মাইনিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি।

এক্সিট কনফারেন্সে (অক্টোবর 2022), UD&MAD স্বীকার করেছে যে দ্রুত নগরায়ন ডাম্পিং সাইটগুলি পর্যন্ত পৌঁছনর ফলে, অনেক পৌরসংস্থা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির শর্ত লঙ্ঘন করছে।

সুপারিশ:

24. পৌরসংস্থাগুলি বর্জ্য উৎপাদন কমাতে এবং উৎসে 100 শতাংশ বর্জ্য পৃথকীকরণ অর্জনের পাশাপাশি পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

25. পৌরসংস্থাগুলি প্রতি গৃহ থেকেই 100 শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং এই প্রচেষ্টায় বর্জ্য উত্তোলনকারী/স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সংযুক্ত করতে পারে।

26. পৌরসংস্থাগুলি উপবিধি তৈরি এবং গ্রহণ করতে পারে এবং বর্জ্য উৎপাদকের থেকে ব্যবহার্য ফি ধার্য ও আদায় করতে পারে।

27. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌরসংস্থাগুলিকে পর্যাপ্ত তহবিল এবং লোকবল দ্বারা বলীয়ান করা যেতে পারে।

---

[79] *লিগ্যাসি বর্জ্য মোকাবিলা করার 22 নং বিধি (ক্রমিক নং 11) এর সাপেক্ষে: জুলাই 2020 থেকে অক্টোবর 2020 সময়ের জন্য ₹ 5.16 কোটি যা নভেম্বর 2020-তে প্রদান করা হয়েছে; তাজা বর্জ্য নিয়ে কাজ করার 22 নং বিধি (ক্রমিক নং. 1 থেকে 10) এর সাপেক্ষে: জুলাই 2020 থেকে সেপ্টেম্বর 2020 সময়ের জন্য ₹ 6.52 কোটি যা নভেম্বর 2020-তে পরিশোধ করা হয়েছে এবং নভেম্বর 2020 থেকে মে 2021 সময়ের জন্য ₹ 11.48 কোটি যা আগস্ট 2021-এ পরিশোধ করা হয়েছে। ₹ 3.46 কোটি তিন ধাপে (জুলাই 2020, আগস্ট 2020 এবং মার্চ 2021) প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু ক্ষতিপূরণের প্রাসঙ্গিক সময়কাল পেশ করা হয়নি। নভেম্বর 2020 থেকে মে 2021 সময়ের জন্য ₹ 6.49 কোটি, এখনও SUDA দ্বারা পরিশোধ করা হয়নি।*

[80] *SUDA-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রক্ষিত স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM) তহবিলে অর্জিত সুদ।*

6.3 স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য এবং নিকাশি সম্বন্ধিত পৌরসংস্থার কাজগুলির মধ্যে নালা, নর্দমা এবং পয়ঃপ্রণালি ও নিকাশি ব্যবস্থার নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার করা, নিকাশি বর্জ্যের পরিশোধন এবং নিকাশি বর্জ্য এবং অন্যান্য আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট সার উৎপাদন ইত্যাদি অন্তর্গত।

পৌর জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা পৌরসংস্থার জনস্বাস্থ্য কার্যের অধীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি, কারণ শহরের দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই পরিষেবার সুবিধাগ্রহণ করার কঠোর সীমাবদ্ধতা[81] আছে। 2013 সালে চালু হওয়া ন্যাশানাল আর্বান হেলথ মিশন (NUHM), ন্যাশানাল হেলথ মিশনের (NHM) একটি উপশাখা যার লক্ষ্য শহরের দরিদ্র এবং দুর্বল জনগণের স্বতন্ত্র এবং বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণ করা। 50,000 এবং তার বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর এবং জেলা সদরগুলি এই মিশনের আওতাভুক্ত।

6.3.1 পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি কার্য বাস্তবায়নের কার্যকারিতা

পৌরসংস্থার পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি সম্পর্কিত পরিষেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

6.3.1.1 পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি নেটওয়ার্ক এবং নির্গমন স্থান

অনুচ্ছেদ 6.3-তে আলোচিত এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 63 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 97 নং ধারা অনুযায়ী, নালা, নর্দমা এবং পয়ঃপ্রণালি ও নিকাশি ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক-এর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সাফাই (পূর্ত কার্যের পরিধিতে) এবং তরল বর্জ্য নিষ্পত্তি (জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধির পরিধিতে) বাধ্যতামূলক কার্য। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 29 নং ধারাতেও অনুরূপ বিধান আছে কিন্তু কাজের আলাদা পরিধি নির্দিষ্ট করা নেই। কলকাতা পৌরনিগম আইনের 277 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 245 নং ধারাও পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি ব্যবস্থা প্রদানে পৌরসংস্থার ভূমিকা পুনর্ব্যক্ত করে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে-

(i) কেবলমাত্র চারটি পৌরসংস্থার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি নেটওয়ার্ক ছিল। *কলকাতা* পৌরনিগমের আনুমানিক 480 কিলোমিটার পাইপযুক্ত নিকাশি এবং 180 কিলোমিটার ইট নির্মিত নিকাশি ছিল। *পানিহাটি* পৌরসভার 23 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি ছিল যা কার্যকর ছিল না। *উত্তরপাড়া-কোতরং* পৌরসভার 8.5 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালি ছিল এবং *কোন্নগর* পৌরসভার ক্ষেত্রে সেটি দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র 0.6 কিলোমিটার। এই পৌরসভাগুলির নিকাশি ব্যাবস্থার নেটওয়ার্কও ছিল যা উন্মুক্ত এবং আচ্ছাদিত ভূস্তরীয় নালার সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

20টি পৌরসংস্থার[82], পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি নেটওয়ার্ক উন্মুক্ত অথবা আচ্ছাদিত ভূস্তরীয় নালা অথবা দুই ধরণের নালার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তিনটি পৌরসংস্থা (*রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম) তাদের পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি নেটওয়ার্ক সম্পর্কে কোন তথ্য দেয়নি।

ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা চ্যানেলের মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থ দূরে প্রবাহিত করে, রোগ জীবাণু অপসারণ করে এবং মাটির দূষণ রোধ করে। উন্মুক্ত এবং আচ্ছাদিত নালা

---

81 *NUHM ফ্রেমওয়ার্ক ফর ইমপ্লিমেন্টেশন, মে 2013।*

82 *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, গোবরডাঙা, হাবড়া, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, মাল, মেদিনীপুর, পূজালী, সিউড়ি এবং তুফানগঞ্জ।*

আবর্জনার কারণে আবদ্ধ হয়ে পয়ঃপ্রণালি ও নিকাশি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে।

(ii) নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে 20টি পৌরসংস্থায়[83], নর্দমাগুলি তাদের বর্জ্য অবশেষে নদী, খাল অথবা নদীর কাছাকাছি নিচু জমিতে নিষ্কাশন করে। এই 20টি পৌরসংস্থার মধ্যে নয়টি পৌরসংস্থা (*বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর, পানিহাটি, পূজালী* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*), প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শেষ পর্যন্ত *হুগলি* নদীতে নিষ্কাশন করে। শুধুমাত্র সাতটি পৌরসংস্থার (*বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *কোন্নগর* এবং *পানিহাটি*) কার্যকর বা আংশিক ভাবে কার্যকর নিকাশি শোধন ব্যবস্থা ছিল যা *হুগলি* এবং অন্য নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলদূষণের ইঙ্গিত দেয়। এগারটি পৌরসংস্থা[84] বিভিন্ন নদীতে, খালে এবং নিচু স্থানে নিষ্কাশন করে।

তিনটি পৌরসংস্থা যথা *কালনা, খড়গপুর* এবং *সিউড়ি* নয়ানজুলি এবং ধানক্ষেতে নিষ্কাশন করেছিল। চারটি পৌরসংস্থা যথা *গোবরডাঙ্গা, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি।

পৌরসংস্থার আধিকারিক/কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথ প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকালে, নদীতে অপরিশোধিত নিকাশি বর্জ্যের নির্গমন এবং আবদ্ধ খোলা নর্দমা লক্ষ্য করা গেছে। যৌথ প্রত্যক্ষ পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু চিত্র নীচে দেওয়া হল:

চিত্র 6.5: *বনগাঁ* পৌরসভার 05 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভার বৃহৎ নিকাশি নালা থেকে *ইছামতী* নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গমণ

চিত্র 6.6: *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভার 07 নম্বর ওয়ার্ডে *ভাগীরথী* নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গমণ স্থল

83 *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কোচবিহার, হাবড়া, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মাল, মেদিনীপুর, পানিহাটি, পূজালী, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

84 *আসানসোল পৌরনিগম, বারাসাত, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, ঝালদা, কালিয়াগঞ্জ, মাল, মেদিনীপুর এবং তুফানগঞ্জ।*

চিত্র 6.7: *তুফানগঞ্জ* পৌরসভার 07 নম্বর ওয়ার্ডে আবদ্ধ নর্দমা

চিত্র 6.8: *কোচবিহার* পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক চুল্লীর কাছে *তোর্সা* নদীর সঙ্গে পৌরসংস্থার নর্দমা যেখানে মিশেছে

(iii) নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে, 18টি পৌরসংস্থায়[85], বাড়িতে সোক পিট সহ বা ছাড়া সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছিল। এই 18টি পৌরসংস্থার মধ্যে 12টি পৌরসংস্থায়[86], সোক পিট সহ/ছাড়া সেপটিক ট্যাঙ্ক নিকাশি ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পাঁচটি পৌরসংস্থা যথা *বাঁশবেড়িয়া, কাঁথি, কোচবিহার, কালনা* এবং *কোন্নগর* গার্হস্থ্য বর্জ্য জলের নির্গমণ প্রণালী পদ্ধতির কোন উল্লেখ করেনি, একটি পৌরসংস্থায় (*তুফানগঞ্জ*) সেপটিক ট্যাঙ্ক/ সোক পিটের সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। নয়টি পৌরসংস্থা যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *বনগাঁ, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগম গার্হস্থ্য নিষ্কাশন প্রণালী উল্লেখ করেনি।

(iv) নিরীক্ষায় পৌর এলাকায় পয়ঃপ্রণালি এবং নিকাশি ব্যবস্থায় প্যারাস্টাটালের বিশিষ্ট ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। *উত্তরপাড়া-কোতরং* পৌরসংস্থায়, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ KMDA দ্বারা পরিচালিত হলেও নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসংস্থা দ্বারা পরিচালিত। লিফটিং স্টেশন এবং পাম্পিং স্টেশনের পুনরুজ্জীবন KMDA দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এছাড়াও, *বাঁশবেড়িয়া* এবং *বারাসত* পৌরসভায়, KMDA নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল। *বারাসতের* ক্ষেত্রে, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলি পৌরসংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নিকাশি বর্জ্যের শোধনাগার (STP) সংক্রান্ত প্যারাস্ট্যাটালের ভূমিকা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

প্যারাস্ট্যাটাল দ্বারা পয়ঃনিষ্কাশন ও নিকাশি ব্যবস্থা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য প্রণীত আইনের মাধ্যমে পৌরসভাকে অর্পিত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করে। নিরীক্ষা চলাকালীন, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে পৌরসভাগুলি নিজেদের অধীনস্থ অঞ্চলে উৎপাদিত তরল বর্জ্য সম্পর্কে কোন হিসাব করেনি বা সে সম্পর্কে অবগত ছিল না, যা তরল বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যাগুলি প্রশমিত করার জন্য একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল।

[85] *বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কাঁথি, কোচবিহার, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কোন্নগর, মাল, পানিহাটি, পূজালী, সিউড়ি, তুফানগঞ্জ এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[86] *বারাসাত, ব্যারাকপুর, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কাটোয়া, খড়গপুর, মাল, পানিহাটি, পূজালী, সিউড়ি, উত্তরপাড়া-কোতরং।*

6.3.1.2 নিকাশি বর্জ্যের শোধনাগার (STP) এবং ফিক্যাল স্লাজ নিষ্পত্তি

পশ্চিমবঙ্গ পৌরনিগম আইনের 98 নং ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের 64 নং ধারাতে নিকাশি বর্জ্যের পরিশোধন, নিকাশি বর্জ্যের এবং অন্যান্য আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরিকে বিবেচনামূলক কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(i) 27টি নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার মধ্যে সাতটি পৌরসংস্থার পৌর এলাকায় 13টি STP ছিল, যার মধ্যে সাতটি STP সরাসরি দুটি পৌরসংস্থার (*কলকাতা* পৌরনিগম এবং *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভা) নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই STP-গুলির বিশদ বিবরণ **সারণি 6.7**-এ দেওয়া আছে।

সারণি 6.7: পৌর এলাকার STP

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	STP-র সংখ্যা	পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ	স্থাপিত ক্ষমতা, প্রতিদিন মিলিয়ন লিটারে (MLD)	বর্তমান ক্রিয়াশীল ক্ষমতা, প্রতিদিন মিলিয়ন লিটারে (MLD)	STP-র বিস্তারিত বিবরণ
1.	বাঁশবেড়িয়া	1	KMDA	0.3	0.3	জুলাই 2020 সালে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এটি আংশিকভাবে চালু আছে এবং সম্পূর্ণরূপে চালু করার জন্য KMDA দ্বারা সংস্কার করা হচ্ছে। **পৌরসংস্থার কোন ভূমিকা নেই।**
2.	ব্যারাকপুর	2	KMDA	24	0	চালু হওয়া বাকি আছে। **পৌরসংস্থার কোন ভূমিকা নেই।**
3.	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	2 (অক্সিডেশন পন্ড)	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভা	1.39	0.94	পূর্বে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ PHED-এর হাতে ছিল। মার্চ 2010 সালে PHED এগুলিকে পৌরসংস্থাকে হস্তান্তরিত করে। এগুলি আংশিকভাবে চালু আছে। বর্তমানে, MED দ্বারা পুনরুজ্জীবন করা হচ্ছে।
4.	কাটোয়া	1	PHED	4.36	2.36	চালু আছে। **পৌরসংস্থার কোন ভূমিকা নেই।**
5.	কলকাতা পৌরনিগম	5	কলকাতা পৌরনিগম	179	70	তিনটি STP চালু আছে এবং দুটি বন্ধ আছে। সম্পূর্ণ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কলকাতা পৌরনিগমের তত্ত্বাবধানে আছে। মোট 108 MLD প্রকল্পিত ক্ষমতাসহ 3টি নতুন STP নির্মাণাধীন ছিল।
6.	কোন্নগর (উত্তরপাড়া)	1	KMDA	22	12	আংশিকভাবে সচল। **পৌরসংস্থার কোন ভূমিকা নেই।**
7.	পানিহাটি	1	KMDA	12	0	বর্তমানে কার্যকর নয়, কাজ চলছে। **পৌরসংস্থার কোন ভূমিকা নেই।**

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য, ন্যাশনাল ইনভেনটরি অফ STPs, CBCB দ্বারা, মার্চ 2021; ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (NMCG) এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) এর কাছে জমা দেওয়া মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রগতি প্রতিবেদন)

সারণি 6.7 থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে এই সাতটি পৌরসংস্থাতেও, 13টি STP-এর মধ্যে কেবল আটটি STP চালু/আংশিকভাবে চালু ছিল। এছাড়াও, 13টি STP-র 243.05 MLD স্থাপিত ক্ষমতার মধ্যে বর্তমান ক্রিয়াশীল ক্ষমতা ছিল মাত্র 85.60 MLD।

(ii) এছাড়াও, পৌর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথ প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে, *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভার STP আংশিকভাবে কার্যকর ছিল (**চিত্র 6.9** এবং **চিত্র 6.10**)।

চিত্র 6.9: *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভার STP-তে আংশিকভাবে কার্যকরী অক্সিডেশন পন্ড্

চিত্র 6.10: *জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* পৌরসভার আংশিকভাবে কার্যকরী STP-র পাম্প হাউস

বাকি 20টি পৌরসংস্থাতে STP তৈরী হয়নি, যার ফলে অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নালায়, ক্যানেলে, নদীতে, নীচু জমি ইত্যাদিতে প্রবাহিত হচ্ছিল।

(iii) আঠারোটি পৌরসংস্থা[87] স্লাজ সংগ্রহ ও ডাম্পিং করছিল। এর মধ্যে মাত্র দুটি পৌরসংস্থায়, যথা-*বাঁশবেড়িয়া* এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*, ডাম্পিং করার আগে স্লাজ শোধনের সুবিধা ছিল। *বাঁশবেড়িয়া* পৌরসভার একটি ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (FSTP) ছিল, যেখানে সার তৈরি করা হয়। *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এর ক্ষেত্রে, *বৈদ্যবাটিতে* আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে স্লাজ ডাম্প করা হচ্ছিল। অবশিষ্ট 16টি পৌরসংস্থা অপরিশোধিত স্লাজ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে স্তূপীকৃত করছিল। নয়টি পৌরসংস্থা যথা *গোবরডাঙা, হাবড়া, কাটোয়া, কলকাতা* পৌরনিগম, *মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, রামজীবনপুর, শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *তুফানগঞ্জ* কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করেনি।

নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে যা পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে:

i. সংগঠিত ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি ব্যবস্থার অভাব এবং পৌর এলাকায় উৎপাদিত বর্জ্য জল কার্যকরভাবে নিষ্কাশনের জন্য নিকাশি ব্যবস্থা আবাস গৃহের সাথে সংযুক্ত না হওয়া পরিলক্ষিত হয়। উন্মুক্ত ভূস্তরীয় নালার উপস্থিতিও উদ্বেগের বিষয় ছিল, যেহেতু এই নালাগুলি আবর্জনার জন্য আবদ্ধ হতে পারে, যার ফলে পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে।

ii. *কলকাতা* পৌরনিগম ব্যতীত, KMDA, PHED এবং MED-এর মতো প্যারাস্ট্যাটালগুলি STP-গুলির নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। নমুনা পরীক্ষিত পৌরসংস্থাগুলিতে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে এই বিষয়ে

[87] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, কাঁথি, কোচবিহার, ঝালদা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, খড়গপুর, কোন্নগর, মাল, পানিহাটি, পূজালী, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া কোতরং।*

পৌরসংস্থাগুলির সীমিত ভূমিকা ছিল, বা কোনও ভূমিকা ছিল না। পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি ব্যবস্থার নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণেও প্যারাস্ট্যাটালগুলির ভূমিকা ছিল।

iii. পৌরসংস্থাগুলি সংগৃহীত ফিক্যাল স্লাজের শোধন এবং নিষ্পত্তি করতে অক্ষম ছিল।

সুপারিশ:

28. সরকার পৌরসংস্থার সক্রিয় যোগদান সহ STP নির্মাণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে পারে।

29. পৌরসংস্থাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিকাশি ব্যবস্থার পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ গ্রহণ করতে পারে এবং সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্ক অনুসারে 100 শতাংশ বাড়ির পয়ঃপ্রণালি সংযোগ নিশ্চিত করতে পারে।

6.3.2 জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলীর কার্যকারিতা

নির্বাচিত 27টি পৌরসংস্থার মধ্যে 21টি পৌরসংস্থায় যেগুলির জনসংখ্যা 50,000 বা তার বেশি সেখানে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন (NUHM) কার্যকর ছিল। এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

6.3.2.1 পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (UPHCs) কার্যসমূহ

NUHM নির্দেশিকা 2013 এবং গাইডলাইন্স ফর অরগানাইজিং আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সার্ভিসেস (জানুয়ারি 2018) অনুসারে, নাগরিকদের স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানের জন্য UPHC-গুলি প্রতিদিন আট ঘন্টা চালু থাকা উচিত। চালু থাকার প্রস্তাবিত সময় ছিল দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা, অথবা দুটি শিফটে সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টা এবং বিকাল 4টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। প্রতিটি UPHC-তে সকাল এবং সন্ধ্যার বর্হিবিভাগ (OPD) থাকার নিয়ম ছিল (রাজ্যের নিয়ম অনুসারে OPD-এর সময় পরিবর্তিত হতে পারে)। UPHC-গুলিতে নিয়মিত রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির সুবিধা ইত্যাদির পাশাপাশি ফার্মেসীর সুবিধা থাকা প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণে অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে যে, 31 মার্চ 2021-এ:

(i) একুশটি পৌরসংস্থার মধ্যে একটি পৌরসংস্থা, *আসানসোল* পৌরনিগমে, 23টি UPHC-র মধ্যে দুটি চালু ছিল না।

(ii) তিনটি পৌরসংস্থায় 33টির মধ্যে 12টি UPHC-তে (*বারাসাতে* ছয়টি UPHC-র সবকটিতে; *আসানসোল* পৌরনিগমে পাঁচটি UPHC-তে; এবং *রায়গঞ্জে* একটি UPHC-তে), ল্যাবরেটরির সুবিধা ছিলনা। 15-টি পৌরসংস্থায়[88] 192টি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সবকটিতে ল্যাবরেটরির সুবিধা ছিল। তিনটি পৌরসংস্থা যথা *বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ* এবং *সিউড়ি* কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি।

(iii) পনেরটি পৌরসংস্থার[89] অধীনে 213টি UPHC-তে (*আসানসোল* পৌরনিগমের অধীনে চালু নয় এমন দুটি UPHC বাদে), বর্হিবিভাগের সময়সীমা দিনে আট ঘণ্টার কম ছিল। দুটি পৌরসংস্থা যথা-*জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* ও *কাটোয়া*-র, অধীনে চারটি UPHC-তে, বর্হিবিভাগের সময়সীমা ছিল আট ঘণ্টা বা তার বেশি। চারটি পৌরসংস্থা যথা

[88] *বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, পানিহাটি, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[89] *আসানসোল পৌরনিগম, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, পানিহাটি, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ, মেদিনীপুর এবং *রায়গঞ্জ* কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি। 21টি পৌরসংস্থার কোনোটিতেই বর্হিবিভাগের সময়সীমা পরিবর্তনশীল ছিল না।

তথ্য প্রদান করেনি এমন তিনটি পৌরসংস্থা যথা *বাঁশবেড়িয়া, বনগাঁ* এবং সিউড়ি ব্যতীত 18টি পৌরসংস্থার 223টি কার্যকর UPHC-তে (*আসানসোল* পৌরনিগমের অধীনে চালু নয় এমন দুটি UPHC বাদে) ফার্মেসীর সুবিধা ছিল। 21টি পৌরসংস্থার UPHC-তে বর্হিবিভাগের সময়, ল্যাবরেটরি ও ফার্মেসীর সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ **সারণি 6.8**-এ দেওয়া হল।

সারণি 6.8: 21টি পৌরসংস্থার UPHC-তে বর্হিবিভাগের সময়, ল্যাবরেটরি/ফার্মেসীর সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসভার নাম	জনসংখ্যা	UPHC-র সংখ্যা	UPHC-র বর্হিবিভাগের সময়	বর্হিবিভাগের সময় (ঘন্টায়)	ল্যাবরেটরি সহ UPHC-র সংখ্যা	ফার্মেসীর সুবিধা সহ UPHC-র সংখ্যা
1	আসানসোল পৌরনিগম	11,52,443	23	সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টে	6	18	হ্যাঁ
2	বাঁশবেড়িয়া	1,03,920	2	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি
3	বারাসাত	2,78,435	6	সকাল 11টা থেকে বিকাল 4টে, অন্য 5 টি ক্ষেত্রে সকাল 9টা থেকে দুপুর 2টো	5	0	হ্যাঁ
4	ব্যারাকপুর	1,52,783	3	দুপুর 12টা থেকে বিকাল 4টে	4	3	হ্যাঁ
5	বনগাঁ	1,08,864	2	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি
6	কাঁথি	92,226	2	দুপুর 2টো থেকে সন্ধ্যা 6টা	4	2	হ্যাঁ
7	কোচবিহার	77,935	2	সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টে	6	2	হ্যাঁ
8	হাবড়া	1,47,221	3	সকাল 11টা থেকে দুপুর 3টে	4	3	হ্যাঁ
9	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	51,790	2	দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা	8	2	হ্যাঁ
10	কালিয়াগঞ্জ	53,530	1	সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টো	4	1	হ্যাঁ
11	কালনা	56,722	1	সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা	7	1	হ্যাঁ
12	কাটোয়া	81,615	2	সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টা	10	2	হ্যাঁ
13	খড়গপুর	2,07,604	6	সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে	5	6	হ্যাঁ
14	কলকাতা পৌরনিগম	44,96,694	144	সকাল 9টা থেকে দুপুর 2টো	5	144	হ্যাঁ
15	কোন্নগর	76,172	2	সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে	5	2	হ্যাঁ
16	মেদিনীপুর	1,69,264	3	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	3	হ্যাঁ
17	পানিহাটি	3,77,347	8	সকাল 11টা থেকে বিকাল 5টা	6	8	হ্যাঁ
18	রায়গঞ্জ	1,83,612	4	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি	3	হ্যাঁ
19	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	5,13,264	10	সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টো	4	10	হ্যাঁ
20	সিউড়ি	67,864	1	দুপুর 12টা থেকে বিকাল 5টা	5	তথ্য প্রদান করা হয়নি	তথ্য প্রদান করা হয়নি
21	উত্তরপাড়া-কোতরং	1,59,147	3	সকাল 9 টা থেকে দুপুর 2টো	5	3	হ্যাঁ

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

6.3.2.2 UPHC-তে লোকবলের ঘাটতি

নির্দেশিকা অনুসারে, UPHC-তে দুজন মেডিক্যাল অফিসার (চিকিৎসক)-একজন নিয়মিত এবং একজন আংশিক সময়ের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। করণিক এবং সহায়ক কর্মীছাড়া তিনজন কর্মী নার্স, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং চার থেকে পাঁচজন অক্সিলারি নার্স মিডওয়াইভস (ANM) (আওতাভুক্ত জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে) থাকতে হবে। আংশিক সময়ের মেডিক্যাল অফিসার ছাড়া, সমস্ত কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (DH&FW) এর অধীনে জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (CMOH) দ্বারা নিয়োগ করা হবে। আংশিক সময়ের মেডিক্যাল অফিসার পৌরসংস্থার দ্বারাই নিযুক্ত হতে পারে।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে, 31 মার্চ 2021-এ:

(i) আটটি পৌরসংস্থা, যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *বাঁশবেড়িয়া, কালনা, কলকাতা* পৌরনিগম, *পানিহাটি, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি* পৌরনিগম এবং *উত্তরপাড়া-কোতরং*-এ UPHC-তে নিয়মিত/স্থায়ী এবং আংশিক সময়ের মেডিক্যাল অফিসার পদের ঘাটতি ছিল। 11টি পৌরসংস্থায়[90] নিয়মিত/স্থায়ী মেডিক্যাল অফিসার পদের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। 10টি পৌরসংস্থায়[91], আংশিক সময়ের মেডিক্যাল অফিসারের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। সাতটি পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে যথা *বারাসাত, কাঁথি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, খড়্গপুর, কোন্নগর* এবং *মেদিনীপুরে* মেডিক্যাল অফিসারের কোনও খালি পদ নেই (***পরিশিষ্ট-12*** তে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

(ii) আঠারটি পৌরসংস্থায়[92] কর্মী নার্সের এবং 20টি পৌরসংস্থায় ANM-এর ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

দুটি পৌরসংস্থায় (*জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ* ও *সিউড়ি*) কর্মী নার্সের কোনো অভাব ছিল না। একটি পৌরসংস্থা (*বনগাঁ*) কর্মী নার্স এবং ANM সম্পর্কিত কাঙ্খিত তথ্য প্রদান করেনি (***পরিশিষ্ট-12*** এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

(iii) নয়টি পৌরসংস্থায় যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *হাবড়া, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কালনা, খড়্গপুর, কলকাতা* পৌরনিগম, *পানিহাটি, রায়গঞ্জ* এবং *শিলিগুড়ি* পৌরনিগমে ফার্মাসিস্টের ঘাটতি ছিল এবং আটটি পৌরসংস্থায় যথা *আসানসোল* পৌরনিগম, *কাঁথি, কালনা, খড়্গপুর, কলকাতা* পৌরনিগম, *মেদিনীপুর, পানিহাটি* এবং *রায়গঞ্জে* ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ঘাটতি ছিল। একটি পৌরসংস্থা (*বনগাঁ*) কাঙ্খিত তথ্যপ্রদান করেনি। 11টি পৌরসংস্থায় ফার্মাসিস্টের এবং 12টি পৌরসংস্থায় ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান কোনও ঘাটতি ছিল না (***পরিশিষ্ট-12*** তে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

বাকি ছয়টি পৌরসংস্থায় যথা *গোবরডাঙ্গা, ঝালদা, মাল, পূজালী, রামজীবনপুর* এবং *তুফানগঞ্জ*, যেখানে NUHM বাস্তবায়িত হয়নি এবং NUHM প্রকল্পের অধীনে পৌরসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক বা একাধিক প্রকল্প, যেমন কমিউনিটি বেসড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস (CBPHCs), আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস (UPHCS), আরবান রিপ্রডাক্টিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ (আরবান-RCH), ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (NVBDCP) চালু ছিল।

[90] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কলকাতা পৌরনিগম, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, সিউড়ি এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[91] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, কোচবিহার, কালনা, কলকাতা পৌরনিগম, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

[92] *আসানসোল পৌরনিগম, বাঁশবেড়িয়া, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কাঁথি, কোচবিহার, হাবড়া, কালিয়াগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, খড়গপুর, কলকাতা পৌরনিগম, কোন্নগর, মেদিনীপুর, পানিহাটি, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি পৌরনিগম এবং উত্তরপাড়া-কোতরং।*

নিয়ম অনুযায়ী UPHC-গুলির চালু না থাকা এবং মেডিক্যাল অফিসার, কর্মী নার্স এবং ANM-এর শূন্যপদ পৌর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান, যেটি NUHM-এর উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের মূল বিষয় ছিল, তার থেকে বঞ্চিত করে ছিল।

সুপারিশ:

30. সরকার নিশ্চিত করতে পারে যে পৌরসংস্থাগুলিতে সমস্ত UPHC ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ সঠিকভাবে কাজ করছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তারা NUHM প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিয়ুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে।

কলকাতা
তারিখ 05 জুন 2023

(সতীশ কুমার গর্গ)
প্রধান মহালেখাকার (নিরীক্ষা-I)
পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিস্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লী
তারিখ 07 জুন 2023

(গিরীশ চন্দ্র মূর্মু)
ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-1

সংবিধানের দ্বাদশ তফসিলে নথিভুক্ত 18টি কার্যাবলীর তালিকা যা পৌরসংস্থাগুলিকে হস্তান্তর করতে হবে

(অনুচ্ছেদ: 1.2 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 1)

1. নগর পরিকল্পনা সহ পৌর পরিকল্পনা।
2. ভূমি-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ভবন নির্মাণ।
3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা।
4. রাস্তা ও সেতু।
5. গার্হস্থ্য, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ।
6. জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, সাফাই এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
7. অগ্নি নির্বাপণ।
8. নাগরিক বনসৃজন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশগত দিকগুলির প্রচার।
9. শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিক চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি সহ সমাজের দুর্বল অংশের স্বার্থ রক্ষা।
10. বস্তির উন্নয়ন ও উন্নতিসাধন।
11. শহুরে দারিদ্র্য বিমোচন।
12. শহুরে সুযোগ-সুবিধা এবং উদ্যান, বাগান, খেলার মাঠ-এর ব্যবস্থা।
13. সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং নান্দনিক দিকগুলির প্রচার।
14. মৃতদেহ সমাহিত করা ও তার স্থান, সমাধিক্ষেত্র, শ্মশানক্ষেত্র এবং বৈদ্যুতিক শ্মশান।
15. গবাদি পশুর খোয়ার; পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ।
16. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান।
17. জনসাধারণের জন্য সুযোগ-সুবিধা যেমন রাস্তার আলো, গাড়ি রাখার স্থান বাস স্টপ এবং জনগণের অন্যান্য সুবিধা।
18. কসাইখানা ও ট্যানারি নিয়ন্ত্রণ।

পরিশিষ্ট-2

নিরীক্ষিত সংস্থার তালিকা

(অনুচ্ছেদ: 2.3 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 8)

নিরীক্ষিত সংস্থার নাম		
A. পৌরসংস্থা		
ক্রমিক সংখ্যা	**জেলার নাম**	**পৌরসংস্থার নাম**
পৌরনিগম		
1.	দার্জিলিং	শিলিগুড়ি পৌরনিগম (SMC)
2.	কলকাতা	কলকাতা পৌরনিগম (KMC)
3.	পশ্চিম বর্ধমান	আসানসোল পৌরনিগম (AMC)
পৌরসভা/প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (NAA)		
4.	বীরভূম	সিউড়ি
5.	কোচবিহার	কোচবিহার
6.		তুফানগঞ্জ
7.	পূর্ব বর্ধমান	কালনা
8.		কাটোয়া
9.	পূর্ব মেদিনীপুর	কাঁথি
10.	হুগলি	বাঁশবেড়িয়া
11.		কোন্নগর
12.		উত্তরপাড়া-কোতরং
13.	জলপাইগুড়ি	মাল
14.	মুর্শিদাবাদ	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ
15.	উত্তর 24 পরগনা	বারাসাত
16.		ব্যারাকপুর
17.		বনগাঁ
18.		গোবরডাঙ্গা
19.		হাবড়া
20.		পানিহাটি
21.	উত্তর দিনাজপুর	কালিয়াগঞ্জ
22.		রায়গঞ্জ
23.	পুরুলিয়া	ঝালদা
24.	দক্ষিণ 24 পরগনা	পূজালী
25.	পশ্চিম মেদিনীপুর	খড়্গপুর
26.		মেদিনীপুর
27.		রামজীবনপুর

পৌরসংস্থা ব্যতীত অন্যান্য নিরীক্ষা সংস্থা	
B. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ বিভাগ	
ক্রমিক সংখ্যা	**নিরীক্ষিত সংস্থার নাম**
1.	নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ (UD&MA)
2.	বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
3.	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ
4.	অর্থ বিভাগ
5.	অগ্নি এবং আপৎকালীন সেবা বিভাগ
6.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
7.	ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
8.	জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ
9.	পরিবহন বিভাগ
C. UD&MA বিভাগের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	
ক্রমিক সংখ্যা	**নিরীক্ষিত সংস্থার নাম**
1.	আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ADDA)
2.	কলকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KMDA)
3.	নবদিগন্ত শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষ (NDITA)
4.	শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SJDA)
D. UD&MA বিভাগের অধীনস্থ অধিকার/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/সংযুক্ত অফিস	
ক্রমিক সংখ্যা	**নিরীক্ষিত সংস্থার নাম**
1.	স্থানীয় সংস্থা অধিকার (DLB)
2.	পৌর প্রযুক্তি অধিকার (MED)
3.	পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ (WBVB)
4.	ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন (WBMSC)
5.	রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA)
E. জেলা পরিকল্পনা কমিটি (DPCs) 14 টি জেলায়	
F. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে 14টি জেলায় চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ (CMOH) এর দপ্তর	

পরিশিষ্ট-3
ELA-র নিকট জমা না হওয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণ (31/3/2021 পর্যন্ত)
(অনুচ্ছেদ: 3.4.9.1 দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা: 36)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার নাম	31/3/2021 পর্যন্ত বকেয়া হিসাব	জমা না পড়া হিসাবের সংখ্যা
		সংশ্লিষ্ট সময়কাল	
1	আলিপুরদুয়ার	2018-20	2
2	আসানসোল পৌরনিগম	2015-20	5
3	অশোকনগর কল্যাণগড়	2015-20	5
4	বাদুড়িয়া	2011-20	9
5	বৈদ্যবাটী	2018-20	2
6	বালি	2008-16	8
7	বালুরঘাট	2017-20	3
8	বাঁকুড়া	2018-20	2
9	বাঁশবেড়িয়া	2017-20	3
10	বরানগর	2018-20	2
11	বারাসাত	2015-20	5
12	ব্যারাকপুর	2018-20	2
13	বারুইপুর	2017-20	3
14	বেলডাঙ্গা	2016-20	4
15	বহরমপুর	2016-20	4
16	ভদ্রেশ্বর	2015-20	5
17	ভাটপাড়া	2019-20	1
18	বিধাননগর পৌরনিগম	2014-20	6
19	বীরনগর	2019-20	1
20	বিষ্ণুপুর	2007-20	13
21	বোলপুর	2017-20	3
22	বনগাঁ	2015-20	5
23	বজবজ	2018-20	2
24	বুনিয়াদপুর	2014-20	6
25	বর্ধমান	2019-20	1
26	চাকদহ	2018-20	2
27	চাঁপদানি	2019-20	1
28	চন্দননগর পৌরনিগম	2014-20	6
29	চন্দ্রকোণা	2018-20	2
30	কাঁথি	2015-20	5
31	কোচবিহার	2014-20	6
32	কুপার্স ক্যাম্প প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	2011-20	9

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার নাম	31/3/2021 পর্যন্ত বকেয়া হিসাব	জমা না পড়া হিসাবের সংখ্যা
		সংশ্লিষ্ট সময়কাল	
33	দাঁইহাট	2018-20	2
34	ডালখোলা	2018-20	2
35	ডানকুনি	2012-20	8
36	দার্জিলিং	2018-20	2
37	ধুলিয়ান	2015-20	5
38	ধূপগুড়ি	2012-20	8
39	ডায়মন্ড হারবার	2014-20	6
40	দিনহাটা	2014-20	6
41	ডোমকল	2015-20	5
42	দুবরাজপুর	2013-20	7
43	দমদম	2016-20	4
44	দুর্গাপুর পৌরনিগম	2017-20	3
45	এগরা	2014-20	6
46	ইংলিশবাজার	2018-20	2
47	গঙ্গারামপুর	2010-20	10
48	গারুলিয়া	2016-20	4
49	গয়েশপুর	2008-20	12
50	ঘাটাল	2017-20	3
51	গোবরডাঙ্গা	2016-20	4
52	গুসকরা	2014-20	6
53	হাবড়া	2018-20	2
54	হলদিয়া	2019-20	1
55	হলদিবাড়ি	2014-20	6
56	হালিশহর	2018-20	2
57	হরিণঘাটা	2015-20	5
58	হুগলী চুঁচুড়া	2017-20	3
59	হাওড়া পৌরনিগম	2016-20	4
60	ইসলামপুর	2018-20	2
61	জলপাইগুড়ি	2018-20	2
62	জামুড়িয়া	2008-16	8
63	ঝালদা	2011-20	9
64	ঝাড়গ্রাম	2016-20	4
65	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	2008-20	12
66	জয়নগর-মজিলপুর	2017-20	3
67	কালিম্পং	2019-20	1
68	কালিয়াগঞ্জ	2016-20	4

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার নাম	31/3/2021 পর্যন্ত বকেয়া হিসাব	জমা না পড়া হিসাবের সংখ্যা
		সংশ্লিষ্ট সময়কাল	
69	কালনা	2018-20	2
70	কল্যাণী	2016-20	4
71	কামারহাটি	2018-20	2
72	কাঁচড়াপাড়া	2016-20	4
73	কান্দি	2009-20	11
74	কাটোয়া	2019-20	1
75	খড়গপুর	2016-20	4
76	খড়ার	2017-20	3
77	খড়দহ	2018-20	2
78	ক্ষীরপাই	2015-20	5
79	কলকাতা পৌরনিগম	2019-20	1
80	কোন্নগর	2019-20	1
81	কৃষ্ণনগর	2019-20	1
82	কুলটি	2007-16	9
83	কার্শিয়াং	2011-20	9
84	মধ্যমগ্রাম	2016-20	4
85	মহেশতলা	2018-20	2
86	মাল	2008-20	12
87	মাথাভাঙ্গা	2018-20	2
88	মেখলীগঞ্জ	2008-20	12
89	মেমারি	2019-20	1
90	মেদিনীপুর	2018-20	2
91	মিরিক প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	2007-20	13
92	মুর্শিদাবাদ	2009-20	11
93	নবদ্বীপ	2019-20	1
94	নৈহাটি	2018-20	2
95	নলহাটি	2015-20	5
96	নিউ ব্যারাকপুর	2015-20	5
97	উত্তর ব্যারাকপুর	2018-20	2
98	উত্তর দমদম	2013-20	7
99	পুরাতন মালদা	2018-20	2
100	পানিহাটি	2018-20	2
101	পাঁশকুড়া	2018-20	2
102	পূজালী	2018-20	2
103	রঘুনাথপুর	2009-20	11
104	রায়গঞ্জ	2018-20	2

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থার নাম	31/3/2021 পর্যন্ত বকেয়া হিসাব	জমা না পড়া হিসাবের সংখ্যা
		সংশ্লিষ্ট সময়কাল	
105	রাজারহাট গোপালপুর	2012-16	4
106	রাজপুর সোনারপুর	2017-20	3
107	রামজীবনপুর	2013-20	7
108	রামপুরহাট	2019-20	1
109	রানাঘাট	2014-20	6
110	রানীগঞ্জ	2011-16	5
111	রিষড়া	2018-20	2
112	সাঁইথিয়া	2016-20	4
113	শান্তিপুর	2018-20	2
114	শ্রীরামপুর	2018-20	2
115	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	2018-20	2
116	সোনামুখী	2008-20	12
117	দক্ষিণ দমদম	2017-20	3
118	তাহেরপুর প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	2016-20	4
119	তাম্রলিপ্ত	2018-20	2
120	তারকেশ্বর	2014-20	6
121	টিটাগড়	2019-20	1
122	তুফানগঞ্জ	2017-20	3
123	উলুবেড়িয়া	2015-20	5
124	উত্তরপাড়া কোতরং	2017-20	3
মোট			**544**

পরিশিষ্ট-4

নমুনা পরীক্ষিত 27টি পৌরসংস্থায় মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস্ কমিটির (MACs) গঠন

(অনুচ্ছেদ: 3.4.10 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 40)

বছর	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC গঠিত হয়েছিল	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC-র সভা আয়োজিত হয়েছিল	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC গঠিত হয়নি	যে সমস্ত পৌরসংস্থাগুলি তথ্য প্রদান করেনি
2015-16	1. বাঁশবেড়িয়া 2. কাঁথি 3. কালিয়াগঞ্জ 4. খড়গপুর 5. কলকাতা পৌরনিগম 6. কোন্নগর 7. পূজালী 8. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 9. তুফানগঞ্জ	1. খড়গপুর 2. কলকাতা পৌরনিগম 3. পূজালী 4. শিলিগুড়ি পৌরনিগম	1. বারাসাত 2. ব্যারাকপুর 3. বনগাঁ 4. কোচবিহার 5. গোবরডাঙ্গাঁ 6. হাবড়া 7. ঝালদা 8. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 9. কালনা 10. কাটোয়া 11. মেদিনীপুর 12. রামজীবনপুর 13. সিউড়ি 14. উত্তরপাড়া কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. মাল 3. পানিহাটি 4. রায়গঞ্জ
2016-17	1. বাঁশবেড়িয়া 2. কালিয়াগঞ্জ 3. পূজালী	1. পূজালী	1. বারাসাত 2. ব্যারাকপুর 3. বনগাঁ 4. কাঁথি 5. কোচবিহার 6. গোবরডাঙ্গাঁ 7. হাবড়া 8. ঝালদা 9. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 10. কালনা 11. কাটোয়া 12. খড়গপুর 13. কলকাতা পৌরনিগম 14. কোন্নগর 15. মেদিনীপুর 16. রামজীবনপুর 17. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 18. সিউড়ি 19. তুফানগঞ্জ 20. উত্তরপাড়া কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. মাল 3. পানিহাটি 4. রায়গঞ্জ
2017-18	1. বনগাঁ 2. কোচবিহার 3. কলকাতা পৌরনিগম 4. পূজালী	1. কোচবিহার 2. কলকাতা পৌরনিগম 3. পূজালী	1. বাঁশবেড়িয়া 2. বারাসাত 3. ব্যারাকপুর 4. কাঁথি 5. গোবরডাঙ্গাঁ 6. হাবড়া 7. ঝালদা 8. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 9. কালিয়াগঞ্জ 10. কালনা 11. কাটোয়া 12. খড়গপুর 13. কোন্নগর 14. মেদিনীপুর 15. রামজীবনপুর 16. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 17. সিউড়ি 18. তুফানগঞ্জ 19. উত্তরপাড়া কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. মাল 3. পানিহাটি 4. রায়গঞ্জ

বছর	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC গঠিত হয়েছিল	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC-র সভা আয়োজিত হয়েছিল	যে সকল পৌরসংস্থাগুলিতে MAC গঠিত হয়নি	যে সমস্ত পৌরসংস্থাগুলি তথ্য প্রদান করেনি
2018-19	1. বারাসাত 2. ব্যারাকপুর 3. কাটোয়া 4. খড়গপুর 5. পূজালী	1. ব্যারাকপুর 2. কাটোয়া 3. পূজালী	1. বাঁশবেড়িয়া 2. বনগাঁ 3. কাঁথি 4. কোচবিহার 5. গোবরডাঙ্গা 6. হাবড়া 7. ঝালদা 8. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 9. কালিয়াগঞ্জ 10. কালনা 11. কলকাতা পৌরনিগম 12. কোন্নগর 13. মেদিনীপুর 14. রামজীবনপুর 15. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 16. সিউড়ি 17. তুফানগঞ্জ 18. উত্তরপাড়া কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. মাল 3. পানিহাটি 4. রায়গঞ্জ
2019-20	নেই	নেই	1. বাঁশবেড়িয়া 2. বারাসাত 3. ব্যারাকপুর 4. বনগাঁ 5. কাঁথি 6. কোচবিহার 7. গোবরডাঙ্গা 8. হাবড়া 9. ঝালদা 10. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 11. কালিয়াগঞ্জ 12. কালনা 13. কাটোয়া 14. খড়গপুর 15. কোন্নগর 16. মেদিনীপুর 17. পূজালী 18. রামজীবনপুর 19. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 20. সিউড়ি 21. তুফানগঞ্জ 22. উত্তরপাড়া-কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. কলকাতা পৌরনিগম 3. মাল 4. পানিহাটি 5. রায়গঞ্জ
2020-21	1. ব্যারাকপুর	1. ব্যারাকপুর	1. বাঁশবেড়িয়া 2. বারাসাত 3. বনগাঁ 4. কাঁথি 5. কোচবিহার 6. গোবরডাঙ্গা 7. হাবড়া 8. ঝালদা 9. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ 10. কালিয়াগঞ্জ 11. কালনা 12. কাটোয়া 13. খড়গপুর 14. কোন্নগর 15. মেদিনীপুর 16. পূজালী 17. রামজীবনপুর 18. শিলিগুড়ি পৌরনিগম 19. সিউড়ি 20. তুফানগঞ্জ 21. উত্তরপাড়া-কোতরং	1. আসানসোল পৌরনিগম 2. কলকাতা পৌরনিগম 3. মাল 4. পানিহাটি 5. রায়গঞ্জ

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-5

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ পর্যন্ত 11টি পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের সমাপন স্থিতি এবং চলতি আর্থিক বছরের প্রারম্ভিক স্থিতির মধ্যে পার্থক্য

(অনুচ্ছেদ: 4.5.2.1(i) দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 53)

অর্থবর্ষ	পৌরসংস্থা	বিগত অর্থবর্ষের জন্য সম্পত্তি করের সমাপন স্থিতি (₹ লক্ষ)	চলতি অর্থবর্ষের জন্য সম্পত্তি করের প্রারম্ভিক স্থিতি (₹ লক্ষ)	পার্থক্য (₹ লক্ষ)	মোট পার্থক্য (₹ লক্ষ)
2016-17	বাঁশবেড়িয়া	812.58	811.69	0.89	-26,694.81
	বনগাঁ	84.35	72.41	11.94	
	কালনা	55.12	77.13	-22.01	
	কাটোয়া	62.69	61.99	0.70	
	কলকাতা পৌরনিগম	3,62,874.15	3,89,600.13	-26,725.98	
	কোন্নগর	212.06	190.17	21.89	
	পানিহাটি	1,935.13	1,923.37	11.76	
	উত্তরপাড়া-কোতরং	760.95	754.95	6.00	
2017-18	বাঁশবেড়িয়া	861.51	861.99	-0.48	-32,523.31
	কালিয়াগঞ্জ	6.38	31.17	-24.79	
	কাটোয়া	66.14	56.25	9.89	
	কলকাতা পৌরনিগম	3,95,792.75	4,28,296.36	-32,503.61	
	কোন্নগর	231.31	235.03	-3.72	
	পানিহাটি	2,043.80	2,044.40	-0.60	
2018-19	বাঁশবেড়িয়া	915.42	914.74	0.68	-33,036.84
	কালিয়াগঞ্জ	27.67	27.45	0.22	
	কাটোয়া	109.17	111.66	-2.49	
	কলকাতা পৌরনিগম	4,34,335.90	4,67,485.46	-33,149.56	
	কোন্নগর	283.83	302.15	-18.32	
	পানিহাটি	2,189.51	2,169.16	20.35	
	পূজালী	133.70	102.74	30.96	
	উত্তরপাড়া-কোতরং	933.78	852.46	81.32	
2019-20	বাঁশবেড়িয়া	965.58	968.91	-3.33	1,86,939.86
	কাটোয়া	165.04	157.97	7.07	
	কলকাতা পৌরনিগম	4,78,748.72	2,91,806.20	1,86,942.52	
	কোন্নগর	348.83	352.04	-3.21	
	পানিহাটি	2,331.32	2,334.51	-3.19	
2020-21	বাঁশবেড়িয়া	1,049.10	1,042.97	6.13	5,129.91
	কাটোয়া	225.19	226.09	-0.90	
	কলকাতা পৌরনিগম	3,05,108.86	2,99,939.45	5,169.41	
	কোন্নগর	426.07	422.01	4.06	
	পানিহাটি	2,555.32	2,604.37	-49.05	
	রামজীবনপুর	12.35	12.09	0.26	

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-6

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে 17টি পৌরসংস্থা দ্বারা সংগৃহীত সুদ

(অনুচ্ছেদ: 4.5.2.1(iii) দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 55)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	অর্থবর্ষ	সুদ আদায় করার পরিমাণ (₹)	মোট সুদ সংগ্রহ (₹)
1.	বাঁশবেড়িয়া	2015-16	2,85,037.17	24,52,134.00
		2016-17	4,07,976.13	
		2017-18	3,02,621.87	
		2018-19	4,71,256.35	
		2019-20	6,13,435.67	
		2020-21	3,71,806.81	
2.	বারাসাত	2015-16	3,46,708.00	42,85,608.00
		2016-17	5,50,279.00	
		2017-18	6,76,241.00	
		2018-19	7,62,754.00	
		2019-20	8,94,243.00	
		2020-21	10,55,383.00	
3.	ব্যারাকপুর	2015-16	2,15,800.00	22,20,300.00
		2016-17	2,81,200.00	
		2017-18	3,91,300.00	
		2018-19	4,58,300.00	
		2019-20	4,82,800.00	
		2020-21	3,90,900.00	
4.	কোচবিহার	2015-16	9,69,520.00	38,70,284.00
		2016-17	7,79,256.00	
		2017-18	6,60,552.00	
		2018-19	5,66,625.00	
		2019-20	5,31,159.00	
		2020-21	3,63,172.00	
5.	হাবড়া	2015-16	97,000.00	9,44,000.00
		2016-17	72,000.00	
		2017-18	98,000.00	
		2018-19	74,000.00	
		2019-20	2,51,000.00	
		2020-21	3,52,000.00	
6.	ঝালদা	2015-16	34,000.00	2,07,000.00
		2016-17	38,000.00	
		2017-18	58,000.00	
		2018-19	43,000.00	
		2019-20	28,000.00	
		2020-21	6,000.00	

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	অর্থবর্ষ	সুদ আদায় করার পরিমাণ (₹)	মোট সুদ সংগ্রহ (₹)
7.	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	2015-16	87,999.00	14,45,717.00
		2016-17	74,350.00	
		2017-18	79,616.00	
		2018-19	1,43,418.00	
		2019-20	3,12,219.00	
		2020-21	7,48,115.00	
8.	কালনা	2015-16	1,74,000.00	12,44,000.00
		2016-17	3,16,000.00	
		2017-18	1,64,000.00	
		2018-19	1,60,000.00	
		2019-20	1,35,000.00	
		2020-21	2,95,000.00	
9.	কাটোয়া	2015-16	64,773.00	3,79,335.00
		2016-17	65,105.00	
		2017-18	48,154.00	
		2018-19	73,859.00	
		2019-20	62,474.00	
		2020-21	64,970.00	
10.	খড়গপুর	2017-18	4,00,000.00	45,00,000.00
		2018-19	5,00,000.00	
		2019-20	13,00,000.00	
		2020-21	23,00,000.00	
11.	কোন্নগর	2015-16	1,19,000.00	25,07,000.00
		2016-17	3,79,000.00	
		2017-18	3,07,000.00	
		2018-19	6,95,000.00	
		2019-20	3,26,000.00	
		2020-21	6,81,000.00	
12.	মেদিনীপুর	2015-16	2,85,000.00	93,28,000.00
		2016-17	8,49,000.00	
		2017-18	16,32,000.00	
		2018-19	21,71,000.00	
		2019-20	25,11,000.00	
		2020-21	18,80,000.00	
13.	পানিহাটি	2015-16	23,86,000.00	1,36,75,000.00
		2016-17	27,79,000.00	
		2017-18	24,34,000.00	
		2018-19	18,65,000.00	
		2019-20	17,49,000.00	
		2020-21	24,62,000.00	

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	অর্থবর্ষ	সুদ আদায় করার পরিমাণ (₹)	মোট সুদ সংগ্রহ (₹)
14.	রায়গঞ্জ	2015-16	22,362.00	2,33,994.00
		2016-17	27,004.00	
		2017-18	32,578.00	
		2018-19	34,353.00	
		2019-20	37,320.00	
		2020-21	80,377.00	
15.	সিউড়ি	2015-16	4,922.82	1,94,447.38
		2016-17	52,499.11	
		2017-18	54,434.26	
		2018-19	30,959.45	
		2019-20	26,363.92	
		2020-21	25,267.82	
16.	তুফানগঞ্জ	2015-16	97,110.00	4,71,034.00
		2016-17	95,127.00	
		2017-18	82,406.00	
		2018-19	66,229.00	
		2019-20	69,032.00	
		2020-21	61,130.00	
17.	উত্তরপাড়া-কোতরং	2015-16	11,15,000.00	1,22,75,000.00
		2016-17	10,08,000.00	
		2017-18	10,31,000.00	
		2018-19	65,06,000.00	
		2019-20	10,20,000.00	
		2020-21	15,95,000.00	
মোট				**6,02,32,853.38 অর্থাৎ ₹ 6.02 কোটি**

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-7
পঁচিশটি পৌরসংস্থাতে সাধারণ মূল্যায়নে বিলম্ব
(অনুচ্ছেদ: 4.5.2.3 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 57)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	সাধারণ মূল্যায়নের নির্ধারিত সময়	31 মার্চ 2021 পর্যন্ত সাধারণ মূল্যায়নে বিলম্ব
কোন বিলম্ব হয়নি			
1	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	1/4/2021	-
2	রায়গঞ্জ	1/4/2024	-
3	সিউড়ি	1/4/2021	-
4	তুফানগঞ্জ	1/4/2023	-
5	উত্তরপাড়া-কোতরং	1/4/2024	-
এক বছরের কম বিলম্ব			
1	ব্যারাকপুর	1/7/2020	9 মাস
2	বনগাঁ	1/1/2021	3 মাস
3	মাল	1/4/2020	1 বছর
4	মেদিনীপুর	1/4/2020	1 বছর
এক বছরের বেশি-পাঁচ বছর পর্যন্ত			
1	বাঁশবেড়িয়া	1/7/2019	1 বছর 9 মাস
2	কোচবিহার	1/4/2017	4 বছর
3	কালনা	1/4/2017	4 বছর
4	খড়গপুর	1/7/2016	4 বছর 9 মাস
5	কোন্নগর	1/7/2019	1 বছর 9 মাস
6	পানিহাটি	1/4/2019	2 বছর
7	পূজালী	1/1/2020	1 বছর 3 মাস
8	রামজীবনপুর	1/4/2018	3 বছর
9	শিলিগুড়ি	1/4/2018	3 বছর
পাঁচ বছরের বেশি-দশ বছর পর্যন্ত			
1	হাবড়া	1/7/2011	9 বছর 9 মাস
2	কাটোয়া	1/4/2013	8 বছর
দশ বছরের বেশি-পনের বছর পর্যন্ত			
1	গোবরডাঙ্গা	1/7/2009	11 বছর 9 মাস
পনের বছরের বেশি-কুড়ি বছর পর্যন্ত			
1	আসানসোল পৌরনিগম	1/1/2002	19 বছর 3 মাস
2	বারাসাত	1/10/2001	19 বছর 6 মাস
কুড়ি বছরের বেশী-পঁচিশ বছর পর্যন্ত			
1	ঝালদা	1/1/1998	23 বছর 3 মাস
পঁচিশ বছরের বেশী-ত্রিশ বছর পর্যন্ত			
1	কালিয়াগঞ্জ	1/10/1995	25 বছর 6 মাস

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদ দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-8

2015-16 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষ পর্যন্ত 23টি পৌরসংস্থা দ্বারা সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি

(অনুচ্ছেদ: 4.5.4.1 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 59)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক বছর	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)	নিরীক্ষা সময়কালে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)
1	আসানসোল পৌরনিগম	2020-21	2.00	2.00
2	বাঁশবেড়িয়া	2015-16	1.27	4.64
		2016-17	1.27	
		2017-18	1.05	
		2018-19	1.05	
3	বারাসাত	2015-16	29.52	158.94
		2016-17	28.13	
		2017-18	40.88	
		2018-19	37.00	
		2019-20	7.51	
		2020-21	15.90	
4	ব্যারাকপুর	2015-16	18.99	103.07
		2016-17	19.66	
		2017-18	24.77	
		2018-19	25.42	
		2019-20	6.98	
		2020-21	7.25	
5	বনগাঁ	2015-16	2.70	25.64
		2016-17	2.55	
		2017-18	8.78	
		2018-19	7.03	
		2019-20	4.26	
		2020-21	0.32	
6	কাঁথি	2015-16	7.47	43.19
		2016-17	8.34	
		2017-18	8.23	
		2018-19	11.39	
		2019-20	5.23	
		2020-21	2.53	

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক বছর	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)	নিরীক্ষা সময়কালে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)
7	কোচবিহার	2015-16	11.58	66.56
		2016-17	9.20	
		2017-18	9.96	
		2018-19	10.84	
		2019-20	16.66	
		2020-21	8.32	
8	হাবড়া	2015-16	8.50	38.04
		2016-17	6.84	
		2017-18	6.75	
		2018-19	6.56	
		2019-20	6.56	
		2020-21	2.83	
9	কালিয়াগঞ্জ	2015-16	0.73	1.29
		2016-17	0.34	
		2017-18	0.01	
		2018-19	0.08	
		2019-20	0.03	
		2020-21	0.10	
10	কালনা	2015-16	1.20	7.20
		2016-17	1.20	
		2017-18	1.20	
		2018-19	1.20	
		2019-20	1.20	
		2020-21	1.20	
11	কাটোয়া	2015-16	0.93	9.34
		2016-17	1.23	
		2017-18	1.13	
		2018-19	0.88	
		2019-20	3.00	
		2020-21	2.17	
12	খড়গপুর	2015-16	6.24	23.99
		2016-17	5.58	
		2017-18	5.34	
		2018-19	3.93	
		2019-20	1.10	
		2020-21	1.80	

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক বছর	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)	নিরীক্ষা সময়কালে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)
13	কলকাতা পৌরনিগম	2015-16	657.81	2397.74
		2016-17	657.84	
		2017-18	807.48	
		2018-19	221.92	
		2019-20	52.69	
14	কোন্নগর	2015-16	0.85	6.08
		2016-17	1.56	
		2017-18	1.36	
		2018-19	0.80	
		2019-20	1.51	
15	মাল	2015-16	1.01	26.09
		2016-17	0.62	
		2017-18	4.74	
		2018-19	11.22	
		2019-20	2.77	
		2020-21	5.73	
16	মেদিনীপুর	2015-16	11.66	99.81
		2016-17	19.52	
		2017-18	20.55	
		2018-19	17.60	
		2019-20	21.52	
		2020-21	8.96	
17	পানিহাটি	2015-16	17.81	75.65
		2016-17	17.21	
		2017-18	15.90	
		2018-19	13.55	
		2019-20	9.13	
		2020-21	2.05	
18	রায়গঞ্জ	2015-16	7.19	61.10
		2016-17	11.55	
		2017-18	11.86	
		2018-19	6.79	
		2019-20	11.05	
		2020-21	12.66	

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক বছর	বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)	নিরীক্ষা সময়কালে বিজ্ঞাপনের জন্য মোট লাইসেন্স ফি সংগ্রহ (₹ লক্ষ)
19	রামজীবনপুর	2016-17	0.05	0.25
		2017-18	0.05	
		2018-19	0.05	
		2019-20	0.05	
		2020-21	0.05	
20	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	2015-16	67.79	479.97
		2016-17	75.99	
		2017-18	95.64	
		2018-19	119.32	
		2019-20	21.89	
		2020-21	99.34	
21	সিউড়ি	2015-16	1.29	10.49
		2016-17	1.29	
		2017-18	1.93	
		2018-19	5.62	
		2019-20	0.36	
22	তুফানগঞ্জ	2015-16	0.69	4.61
		2016-17	0.29	
		2017-18	1.50	
		2018-19	1.12	
		2019-20	1.01	
23	উত্তরপাড়া-কোতরং	2015-16	1.61	14.61
		2016-17	2.06	
		2017-18	2.67	
		2018-19	5.30	
		2019-20	2.97	
বিজ্ঞাপনের জন্য মোট সংগৃহীত ফি				**3,660.30**

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-9

পৌরসংস্থাগুলির অন্যান্য রাজস্বের উৎস

(অনুচ্ছেদ: 4.5.7 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 61, 62)

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারের জন্য লাইসেন্স ফি			
যে সকল পৌরসংস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারের জন্য লাইসেন্সের অনুমোদন দিয়েছে	**যে সকল পৌরসংস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারের জন্য লাইসেন্সের অনুমোদন দেয়নি**		**যে সকল পৌরসংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি**
1. কাটোয়া	1. বাঁশবেড়িয়া	11. কোন্নগর	1. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ
2. উত্তরপাড়া কোতরং	2. বারাসাত	12. মাল	2. পূজালী
ব্যারাকপুর নথির রক্ষণাবেক্ষণ করেছে কিন্ত লাইসেন্স প্রদান করেনি। .	3. বনগাঁ	13. মেদিনীপুর	
	4. কোচবিহার	14. পানিহাটি	
	5. হাবড়া	15. রায়গঞ্জ	
	6. ঝালদা	16. রামজীবনপুর	
	7. কালিয়াগঞ্জ	17. সিউড়ি	
	8. কালনা	18. তুফানগঞ্জ	
	9. খড়গপুর		
	10. কলকাতা পৌরনিগম		

অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি হিসেবে অধিকর ধার্য করা			
যে সকল পৌরসংস্থা অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি হিসেবে অধিকর ধার্য করেছে	**যে সকল পৌরসংস্থা অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি হিসেবে অধিকর ধার্য করেনি**		**যে সকল পৌরসংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি**
1. মাল	1. বারাসাত	11. পূজালী	1. আসানসোল পৌরনিগম
2. মেদিনীপুর	2. বাঁশবেড়িয়া	12. রায়গঞ্জ	2. ব্যারাকপুর
	3. বনগাঁ	13. রামজীবনপুর	3. কোচবিহার
	4. কাঁথি	14. শিলিগুড়ি পৌরনিগম	4. গোবরডাঙ্গা
	5. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	15. সিউড়ি	5. হাবড়া
	6. কালিয়াগঞ্জ	16. উত্তরপাড়া-কোতরং	6. ঝালদা
	7. কালনা		7. কাটোয়া
	8. খড়গপুর		8. পানিহাটি
	9. কলকাতা পৌরনিগম		9. তুফানগঞ্জ
	10. কোন্নগর		

স্ট্যাকিং ফি আরোপ			
যে সকল পৌরসংস্থা স্ট্যাকিং ফি আরোপ করেছে	**যে সকল পৌরসংস্থা স্ট্যাকিং ফি আরোপ করেনি**		**যে সকল পৌরসংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি**
1. কালিয়াগঞ্জ	1. বাঁশবেড়িয়া	11. পানিহাটি	1. আসানসোল পৌরনিগম
2. কাটোয়া	2. বারাসাত	12. পূজালী	2. ব্যারাকপুর
3. কলকাতা পৌরনিগম	3. বনগাঁ	13. শিলিগুড়ি পৌরনিগম	3. গোবরডাঙ্গা
4. মাল	4. কাঁথি	14. সিউড়ি	4. ঝালদা
5. মেদিনীপুর	5. কোচবিহার	15. তুফানগঞ্জ	
6. রায়গঞ্জ	6. হাবড়া		
7. রামজীবনপুর	7. জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ		
8. উত্তরপাড়া-কোতরং	8. কালনা		
	9. খড়গপুর		
	10. কোন্নগর		

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

পরিশিষ্ট-10

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত পৌরসংস্থাগুলি দ্বারা ফি এবং চার্জের পরিমার্জন

(অনুচ্ছেদ: 4.5.7 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 62)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থা	যে অর্থবর্ষে ফি/চার্জ সর্বশেষ পরিমার্জন করা হয়েছিল				
		বিজ্ঞাপনের জন্য লাইসেন্স ফি	বাজার থেকে ভাড়া	স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের জন্য অধিকর (অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি রূপে সংগৃহীত)	স্ট্যাকিং ফি	ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন বাজার থেকে সংগৃহীত লাইসেন্স ফি
1.	বারাসাত	2018-19	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি
2.	ব্যারাকপুর	2017-18 (এপ্রিল 2017)	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	2022-23 (অক্টোবর 2022)	বাস্তবায়িত হয়নি
3.	বনগাঁ	2022-23 (15/7/2022)	2021-22 (10/12/2021)	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি
4.	কোচবিহার	তথ্য প্রদান করেনি	2004-05 অর্থবর্ষে সর্বশেষ পরিমার্জন	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি
5.	কাঁথি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি
6.	কালিয়াগঞ্জ	2022-23	2023-24 অর্থবর্ষে সর্বশেষ পরিমার্জন	বাস্তবায়িত হয়নি	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি
7.	কাটোয়া	2021-22 (1/1/2022)	2016-17 (30/8/2016)	তথ্য প্রদান করেনি	2020-21 (1/1/2021)	তথ্য প্রদান করেনি
8.	খড়গপুর	তথ্য প্রদান করেনি	2022-23 (জুন 2022)	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি
9.	মেদিনীপুর	2021-22	2022-23 (এপ্রিল 2022)	2013-14	2018-19 (জুলাই 2018)	বাস্তবায়িত হয়নি
10.	পানিহাটি	2018-19 (31/12/2018)	2021-22 (1/8/2021)	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি
11.	পূজালী	বাস্তবায়িত হয়নি	কোনো পৌর বাজার নেই	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি	তথ্য প্রদান করেনি
12.	রামজীবনপুর	2022-23 (1/1/2023)	সুনির্দিষ্ট উত্তর প্রদান করেনি	বাস্তবায়িত হয়নি	2022-23 (1/1/2023)	বাস্তবায়িত হয়নি
13.	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	2016-17	2022-23 (অগাস্ট 2022)	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি	তথ্য প্রদান করেনি
14.	সিউড়ি	2015	সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেনি।	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি	বাস্তবায়িত হয়নি
15.	উত্তরপাড়া-কোতরং	তথ্য প্রদান করেনি	2017-18	বাস্তবায়িত হয়নি	2010 এ সর্বশেষ পরিমার্জন	তথ্য প্রদান করেনি

বাস্তবায়িত হয়নির অর্থ হল পৌরসংস্থাগুলি ফি/চার্জ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া শুরু করেনি।

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

দ্রষ্টব্য:

2015-16 অর্থবর্ষে পৌরসভা এবং পৌরনিগমের পেশা, বাণিজ্য এবং জীবিকার শংসাপত্রের পুনঃনবীকরণ ফি-র সর্বশেষ পরিমার্জন অগাস্ট 2015 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন পৌরবিষয়ক বিভাগের পৃথক নির্দেশিকা অনুযায়ী করা হয়েছিল। তারপর 31/3/2022 পর্যন্ত এই ফি-র কোন পরিমার্জন করা হয়নি।

পরিশিষ্ট-11
একটি পৌর প্রতিষ্ঠানের বিভাগসমূহ
(অনুচ্ছেদ: 5.1 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা : 65)

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ কাজ	বিভাগের কর্মীবর্গের শ্রেণি
1.	সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ	1. সাধারণ পৌর পরিষেবার পদালিবর্গে আধিকারিকদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন এবং স্থানীয় সংস্থা অধিকার ও পৌর কৃত্যক আয়োগের সাথে সম্পর্ক রাখা 2. সমস্ত সেবার প্রশিক্ষণ 3. সতর্কতা ও দুর্নীতিরোধ 4. অভিযোগ নিষ্পত্তি ও কর্মচারী কল্যাণ 5. কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাথে স্থানীয় সংস্থাগুলির সম্পর্কের সাপেক্ষে থাকা কাজগুলি নির্বাহ করা 6. কম্পিউটার ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ 7. পৌর মুদ্রণ 8. আইনি বিষয়সমূহ 9. তথ্য ও জনসংযোগ 10. বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলির এবং পৌর বাজার ও শপিং কমপ্লেক্সের মত উদ্যোগগুলির প্রশাসন ও সংস্থান 11. সংস্থা ও কর্মী সংক্রান্ত কাজ 12. নিলাম 13. নির্দিষ্টভাবে অন্য বিভাগের আওতাভুক্ত নয় এমন কাজ	1. আইন আধিকারিক 2. ব্যক্তিগত সহকারী 3. সচিব 4. কার্যালয় অধীক্ষক 5. প্রধাণ করণিক 6. কার্য সহায়ক 7. করণিক তথা টাইপিস্ট 8. উচ্চবর্গীয় করণিক 9. করণিক 10. দারোয়ান 11. পিয়ন/সহায়ক/মজদুর/ পরিচারক/অ্যাম্বুলেন্স পরিচারক/বার্তাবাহক
2.	হিসাব ও নগদ বিভাগ	1. নগদ সহ পৌর তহবিল 2. বার্ষিক, অন্তর্বর্তী ও পরিশোধিত বাজেট প্রাককলন 3. অনুদান ও ঋণ 4. হিসাবরক্ষণ 5. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহ নিরীক্ষা 6. ট্রেজারি ও ব্যাঙ্ক 7. আধিকারিক ও কর্মচারীদের ভবিষ্যনিধি 8. আধিকারিক ও কর্মচারীদের অবসরকালীন ভাতা ও অবসরকালীন সুবিধা 9. গোষ্ঠী বিমা ও বেতন সঞ্চয় বিমা	1. হিসাবরক্ষক 2. সহকারী হিসাবরক্ষক 3. কোষাধ্যক্ষ 4. সহকারী কোষাধ্যক্ষ
3.	রাজস্ব বিভাগ	1. কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এবং রেলের সম্পত্তিগুলি সহ সম্পত্তির মূল্যায়ন 2. কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদের সাথে যোগাযোগ রাখা 3. মূল্যায়ন বিচারসভা/পুনর্মূল্যায়ন কমিটি 4. সম্পত্তি কর ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ আদায় 5. সরকারের এবং রেলের সম্পত্তি 6. বিজ্ঞাপন কর ও অন্যান্য কর আদায়। 7. লাইসেন্স প্রদান 8. সার্ভিস চার্জ ও ফি আদায় 9. পৌর সম্পত্তিগুলি থেকে ভাড়া আদায় এবং পৌর সেতু ও ফেরি থেকে টোল আদায়	1. অ্যাসেসমেন্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক 2. অ্যাসেসমেন্ট পরিদর্শক 3. কর সংগ্রাহক 4. সহকারী কর সংগ্রাহক / সহকারী কর দারোগা/ লাইসেন্স পরিদর্শক 5. বাজার অধীক্ষক/বাজার পরিদর্শক 6. কর সংগ্রাহক সরকার

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ কাজ	বিভাগের কর্মীবর্গের শ্রেণি
4.	পূর্ত বিভাগ	1. সমস্ত ভবন, রাস্তা, পথ, নর্দমা ও নিকাশীর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ 2. সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজ নির্বাহ ও দেখভাল 3. রাস্তা সমান করার পরিষেবা 4. পরিকল্পনা অনুমোদন 5. অননুমোদিত ও অসুরক্ষিত ভবন 6. ভবন-সম্পর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 7. সমীক্ষা 8. পৌর মানচিত্র তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ 9. জমি সহ পৌর সম্পত্তির নথিপত্র দেখাশোনা করা 10. নগর পরিকল্পনা 11. জমি ও জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 12. ভবন ব্যবহারের নিয়ম 13. নগর পুনর্নবিকরণ, এলাকা উন্নয়ন, ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ 14. বস্তি উন্নয়ন 15. প্রান্তিক এলাকার উন্নয়ন 16. বাড়িতে বাড়িতে নিকাশী ও নর্দমার সংযোগ 17. পৌর সম্পত্তি সহ পৌর এলাকার সৌন্দর্যায়ন	1. কার্যনির্বাহী প্রযুক্তিবিদ 2. সংগঠনী প্রযুক্তিবিদ 3. সহকারী প্রযুক্তিবিদ 4. উপ-সহায়ক প্রযুক্তিবিদ (কারিগরি পরিদর্শক) 5. ওয়ার্ক সরকার (ক্ষেত্র পরিদর্শক) 6. সমীক্ষক 7. ড্রাফটস্ম্যান
5.	জল সরবরাহ বিভাগ	1. পরিশোধন, ক্লোরিনেশন এবং পলি মুক্ত করে পরিশোধিত জল প্রস্তুত, মজুত ও সরবরাহ 2. পাইপলাইন বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ অপরিশোধিত জলের ব্যবস্থাপনা /পরিচালন 3. পাম্পিং ও বুস্টিং ষ্টেশন পরিচালন 4. পরিশোধিত জলের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গ্রিট বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ 5. গার্হস্থ্য, অ-গার্হস্থ্য ও সার্বজনীন জল সংযোগ 6. নলকূপ বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ 7. প্রতিবেশী এলাকায় জল সরবরাহ 8. বিশেষ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ	1. উপ-সহায়ক প্রযুক্তিবিদ 2. পাম্প অধীক্ষক 3. পাইপলাইন পরিদর্শক 4. পাম্প চালক 5. মিস্ত্রি (হস্তচালিত নলকূপ)/ মিস্ত্রি (পাইপলাইন) 6. সহকারী মিস্ত্রি (হস্তচালিত নলকূপ)/ সহকারী মিস্ত্রি (পাইপলাইন)
6.	জনস্বাস্থ্য ও সুবিধা বিভাগ	1. চিকিৎসা পরিষেবা (হসপিটাল, ডিস্পেন্সারি, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য). 2. স্বাস্থ্য পরিষেবা— (a) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (b) জঞ্জাল সাফাই ও কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (c) নিকাশি ও পয়ঃনিষ্কাশন (d) টিকাকরণ (e) জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন (f) শ্মশান, কবরখানা ও বর্জ্যের নিষ্পত্তিস্থল (g) অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয়তা 3. রোগ প্রতিরোধ ও পুষ্টির পরিকল্প 4. পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণ 5. খাদ্যে ভেজাল 6. কসাইখানা 7. মোটরচালিত যানবাহন এবং আম্বুলেন্স 8. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ	1. স্বাস্থ্য আধিকারিক 2. পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শক 3. স্বাস্থ্যবিধি সহকারী 4. সহায়ক 5. নথিরক্ষক (শ্মশান ঘাটের জন্য) 6. ডোম (শ্মশান ঘাটের জন্য) 7. মোটরচালিত যানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 8. চালক

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ কাজ	বিভাগের কর্মীবর্গের শ্রেণি
7.	**আলো ও বিদ্যুৎ বিভাগ**	1. রাস্তার আলোকীকরণ 2. এলাকার আলোকীকরণ 3. সমস্ত পাম্প ও মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ (পরিস্কার ও ঘোলা জল সম্পর্কিত) 4. পৌর উদ্যান, ভবন ও অন্যান্য নির্মাণগুলির আলোকীকরণ 5. আলোকশক্তি ও অন্য অপ্রচলিত শক্তি উৎস সম্বলিত বৈদ্যুতিক কারখানা ও যন্ত্র 6. বৈদ্যুতিক চুল্লীর রক্ষণাবেক্ষণ	1. ইলেকট্রিক মিস্ত্রি 2. আলোর তত্ত্বাবধায়ক
8.	**শিক্ষা বিভাগ**	1. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা 2. কারিগরি শিক্ষা 3. বয়স্ক ও অপ্রথাগত শিক্ষা 4. জাতীয় সাক্ষরতা পরিকল্প 5. সঙ্গীত ও কলা শিক্ষা সহ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন 6. খেলাধূলা ও শরীরচর্চা 7. গ্রন্থাগার 8. ক্রেশ 9. কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিকল্প	শিক্ষক
9.	**মজুত বিভাগ**	1. জিনিস ক্রয় ও মজুত 2. বিভিন্ন দপ্তরকে জিনিস সরবরাহ 3. অকেজো/অপ্রয়োজনীয় মজুতের নিষ্পত্তি	স্টোর কিপার
10.	**তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ**	তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজ	সিস্টেম বিশ্লেষক

[উৎস: ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটিস (প্রোসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস) রুলস্, 1995 এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িস (রিক্রুটমেন্ট)রুলস্, 2005]

পরিশিষ্ট-12

UPHC-র ক্ষেত্রে অনুমোদিত কর্মীসংখ্যার সাপেক্ষে স্থায়ী/অস্থায়ী মেডিক্যাল অফিসার, কর্মী নার্স, ANM, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং ফার্মাসিস্টের প্রকৃত কর্মীসংখ্যার বিশদ বিবরণ

(অনুচ্ছেদ: 6.3.2.2 দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: 98)

ক্রমিক সংখ্যা	পৌরসংস্থাসমূহের নাম	জনসংখ্যা	মেডিক্যাল অফিসারের অনুমোদিত পদের সংখ্যা (MO)		মেডিক্যাল অফিসারের প্রকৃত সংখ্যা		ঘাটতি		কর্মী নার্সের অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মী নার্সের প্রকৃত পদের সংখ্যা	ঘাটতি	ANM-এর অনুমোদিত পদের সংখ্যা	ANM-এর প্রকৃত পদের সংখ্যা	ঘাটতি	ফার্মাসিস্টের অনুমোদিত পদের সংখ্যা	ফার্মাসিস্টের প্রকৃত পদের সংখ্যা	ঘাটতি	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ানের অনুমোদিত পদের সংখ্যা	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ানের প্রকৃত পদের সংখ্যা	ঘাটতি
			স্থায়ী	অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী	স্থায়ী	অস্থায়ী												
1	আসানসোল পৌরনিগম	11,52,443	23	23	18	4	5	19	50	0	50	61	15	46	23	13	10	23	14	9
2	বাঁশবেড়িয়া	1,03,920	2	2	1		1	2	4	0	4	10	3	7	2	2	0	2	2	0
3	বারাসাত	2,78,435	6	6	6	6	0	0	12	0	12	28	0	28	6	6	0	6	6	0
4	ব্যারাকপুর	1,52,783	3	3	3	0	0	3	6	0	6	15	3	12	3	3	0	3	3	0
5	বনগাঁ	1,08,864	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি	তথ্য প্রদান করেনি
6	কাঁথি	92,226	2	2	2	2	0	0	4	0	4	9	2	7	2	2	0	2	1	1
7	কোচবিহার	77,935	2	2	2	0	0	2	4	2	2	8	1	7	2	2	0	2	2	0
8	হাবড়া	1,47,221	3	3	2	3	1	0	6	2	4	15	0	15	3	1	2	3	3	0
9	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	51,790	2	2	2	2	0	0	4	5	-1	5	1	4	2	1	1	2	2	0
10	কালিয়াগঞ্জ	53,530	1	1	0	1	1	0	2	0	2	5	0	5	1	1	0	1	1	0
11	কালনা	56,722	1	1	0	0	1	1	2	0	2	6	0	6	1	0	1	1	0	1
12	কাটোয়া	81,615	2	2	2	2	0	0	4	1	3	8	1	7	2	2	0	2	2	0
13	খড়গপুর	2,07,604	6	6	6	6	0	0	12	2	10	21	5	16	6	5	1	6	5	1
14	কলকাতা পৌরনিগম	44,96,694	144	144	70	74	74	70	288	83	205	450	103	347	144	110	34	144	87	57
15	কোন্নগর	76,172	2	2	2	2	0	0	4	0	4	8	3	5	2	2	0	2	2	0
16	মেদিনীপুর	1,69,264	3	3	3	3	0	0	9	0	9	3	2	1	3	3	0	3	2	1
17	পানিহাটি	3,77,347	8	8	1	1	7	7	16	2	14	38	1	37	8	1	7	8	1	7
18	রায়গঞ্জ	1,83,612	8	4	1	1	7	3	8	0	8	18	6	12	4	1	3	4	2	2
19	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	5,13,264	20	10	5	8	15	2	20	2	18	51	9	42	10	7	3	10	10	0
20	সিউড়ি	67,864	2	1	1	1	1	0	2	2	0	7	2	5	1	1	0	1	1	0
21	উত্তরপাড়া-কোতরং	1,59,147	6	3	3	2	3	1	6	0	6	16	3	13	3	3	0	3	3	0

(উৎস: পৌরসংস্থা দ্বারা পেশ করা তথ্য)

©
ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/west-bengal/en